পূর্ব্ববঙ্গকায়স্থসভা-গ্রন্থ—প্রথম সংখ্যা।

কায়স্থসমাজের সংস্কার।

শ্রীগিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্ম বিদ্যালঙ্কার।
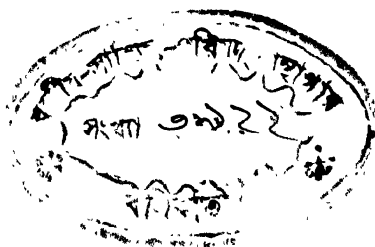
ইষ্ট বেঙ্গল প্রিণ্টিং প্রেস্ হইতে গ্রন্থকারকর্ত্তৃক প্রকাশিত।

ঢাকা, ১৮ আষাঢ়, ১৩২১ বঙ্গাব্দ।

মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

কায়স্থসমাজের সংস্কার সম্বন্ধে যে সকল তর্ক এ যাবৎ উত্থাপিত হইয়াছে এই পুস্তকে তাহার যথাজ্ঞান উত্তর প্রদান করিতে চেষ্টা করিয়াছি। প্রাত্নতত্ত্বিক পণ্ডিতগণের গবেষণার ফল সমাজে প্রচারিত হউক এবং ঐতিহাসিক তত্ত্বানুসন্ধানে সাধারণের প্রবৃত্তি বর্দ্ধিত হউক এই অভিপ্রায়ে "বাঙ্গলায় কায়স্থপ্রভাব" অধ্যায়ে কায়স্থ সেনবংশ ও পালবংশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং আরও অনেক ঐতিহাসিক তত্ত্ব সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই পুস্তকদ্বারা সমাজের কিছুমাত্র উপকার সাধিত হইলে সকল শ্রম সফল মনে করিব। মুদ্রাকরপ্রমাদ কোন কোন স্থলে দৃষ্ট হইবে, ভরসাকরি পাঠকগণ তাহা মার্জ্জনা করিবেন। আলোচিত বিষয়ে যেখানে যে ক্রটী লক্ষিত হইবে পাঠকগণ তাহা প্রদর্শন করিলে দ্বিতীয় সংস্করণে সংশোধিত হইবে।

পূর্ব্ববঙ্গকায়স্থসভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত জয়ন্তকুমার বসু বর্ম্ম বি, এল্ মহাশয় এই পুস্তক প্রকাশে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। ফলতঃ তাঁহার উৎসাহেই ইহা প্রকাশিত হইল। তদ্ব্যতীত আমি বানরিপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার গুহ ঠাকুরতা, ঢাকা ইম্পিরিয়াল সেমিনেরির প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু মজুমদার বি, এ, আটি নিবাসী শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকিশোর রায় রক্ষিত বর্ম্মা, এবং প্রাচানসুবর্ণ নিবাসী শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ত্রাতৃ বর্ম্মা মহাশয়গণের নিকট অনেক সাহায্য পাইয়াছি ইতি।

পূর্ব্ববঙ্গকায়স্থসভা-কার্য্যালয়,
২১নং হাসনালি লেন, ঢাকা।
১৮ আষাঢ়, ১৩২১ বঙ্গাব্দ।

শ্রীগিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্মা।

সূচিপত্র।

অবতরণিকা।

জগতে প্রজাসৃষ্টি, চতুর্ব্বর্ণের সৃষ্টিরহস্য এবং চিত্রগুপ্তদেবের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিবিধ শাস্ত্রপাঠে যাহা অবগত হওয়া যায় অবতরণিকায় সংক্ষেপে তাহার আভাস প্রদান করিব।

প্রজাসৃষ্টি সম্বন্ধে পৌরাণিক বৃত্তান্ত এইরূপ। ব্রহ্মা প্রজাসৃষ্টি বিষয়ে চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার নানা অঙ্গ হইতে মরীচি, অত্রি, আঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, ভৃগু, বসিষ্ঠ, দক্ষ ও নারদ এই ১০ মানস পুত্র উৎপন্ন হইলেন। তদ্ব্যতীত ব্রহ্মা হইতে কর্দ্দম নামক মুনি এবং বাক্ নামে কন্যা উৎপন্ন হন। ব্রহ্মা মন ও দেহ হইতে বহু প্রজা সৃষ্টি করিয়াও প্রজাবৃদ্ধি হইতেছে না দেখিয়া চিন্তাযুক্ত হইলেন। এইরূপে চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার দেহ আশ্চর্য্যরূপে দ্বিখণ্ডিত হইল, এক অংশে স্বায়ম্ভুবমনু এবং অপর অংশে শতরূপা হইলেন। শতরূপা স্বায়ম্ভুব মনুর মহিষী হইলেন এবং তাঁহার গর্ভে রাজা প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ এবং আকূতি, দেবহূতি ও প্রসূতি এই তিনকন্যা উৎপন্ন হইল। রুচির সহিত আকূতির, কর্দ্দমের সহিত দেবহূতির এবং দক্ষের সহিত প্রসূতির বিবাহ হইল। কর্দ্দম হইতে দেবহূতির গর্ভে কপিল এবং ৯ কন্যা উৎপন্ন হইল। মরীচির কশ্যপ ও পুর্ণিমা নামে দুই পুত্র হয়। দক্ষ প্রজাপতির অদিতি, দিতি, দনু প্রভৃতি ত্রয়োদশ কন্যা জন্মে। তাঁহারা সকলেই অতি তেজস্বী কশ্যপকে পতিত্বে বরণ করেন। অদিতির গর্ভে দেবগণ, দিতির গর্ভে দৈত্যগণ, দনুর গর্ভে দানবগণ, খগার গর্ভে যক্ষ ও রাক্ষসগণ, মুনির গর্ভে গন্ধর্ব্বগণ, রিষ্টার গর্ভে অপ্সরোগণ, কদ্রুর গর্ভে নাগগণ, বিনতার গর্ভে গরুড় ও অরুণ জন্মগ্রহণ করেন (১)।

---

(১) ভাগবত ৩য় স্কন্ধ ১২ অঃ, ২২ অঃ ও ২৪ অঃ। ৪র্থ স্কন্ধ ১ অঃ।
আদিপর্ব্ব ৬৫ অঃ ও শান্তিপর্ব্ব ২০৮ অধ্যায়ে অদিতির দ্বাদশ পুত্রের নাম—

প্রজাপতি ব্রহ্মা দেবগণকে ত্রিভুবনেশ্বর ও যজ্ঞভুক্ করিয়াছিলেন। কিন্তু বৈমাত্রেয় দৈত্য, দানব ও রাক্ষসগণ মিলিত হইয়া দেবগণকে রাজ্যচ্যুত এবং যজ্ঞভাগে বঞ্চিত করিলেন। তখন অদিতি পুত্র-গণের মঙ্গলকামনায় সূর্য্যের তপস্যা করিতে লাগিলেন। সূর্য্যদেব তপস্যায় প্রীত হইয়া অদিতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ইনিই বিবস্বান্ আদিত্য। তিনি তেজে দৈত্যদানবগণকে পরাজিত করিয়া ইন্দ্রাদি ভ্রাতৃগণকে পুনরায় দেবরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন। বিবস্বান্ প্রজাপতি বিশ্বকর্ম্মার কন্যা সংজ্ঞাকে বিবাহ করেন। তদ্গর্ভে মনু, যম ও যমুনা নামে কন্যা উৎপন্ন হয়। এই মনুই ভুবনপ্রথিত বৈবস্বত মনু। তৎপুত্র ইক্ষাকু, তদ্বংশই সূর্য্যবংশ নামে প্রখ্যাত। রাজ্ঞী সংজ্ঞা পতির তেজ সহনে অক্ষম হইয়া নিজের ছায়া পতির নিকট রাখিয়া পলায়ন করেন। ছায়ার গর্ভে সাবর্ণি মনু, শনৈশ্চর ও তপতি নামে কন্যা জন্মে। তৎপর সূর্য্যদেব জানিতে পারিলেন যে রাজ্ঞী সংজ্ঞা ছায়া রাখিয়া পলায়ন করিয়াছেন এবং অশ্বিনীরূপ ধারণ করিয়া উত্তরকুরুবর্ষে বিচরণ করিতেছেন। সূর্য্য তখন অশ্বরূপ ধারণ করিয়া পত্নীর সমীপস্থ হইয়া নাসা আঘ্রাণ করিতেই অশ্বিনীরূপা সংজ্ঞার দুই নাসারন্ধ্র হইতে নাসত্য ও দস্র নামে দুইপুত্র প্রসূত হয়। ইঁহারাই স্বর্গবৈদ্য অশ্বিনীকুমার দ্বয়।(২)

ধাতা, মিত্র, অর্য্যমা, শক্র (ইন্দ্র), বরুণ, অংশ, ভগ, বিবস্বান্, পূষা, সবিতা, ত্বষ্টা (বিশ্বকর্ম্মা) ও বিষ্ণু। মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, ও বশিষ্ঠ ইঁহারাই সপ্তর্ষি নামে খ্যাত। স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার স্তন হইতে ধর্ম্ম নামক পুত্র উৎপন্ন হয়। তিনি দক্ষের অপর দশ কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। বসুগণ, রুদ্রগণ, বিশ্বদেবগণ, সাধ্যগণ ও মরুৎগণ ধর্ম্মের পুত্র। দক্ষের আরও ২৭টী কন্যা জন্মে, চন্দ্রমা তাঁহাদের বিবাহ করেন। দেবগণের মধ্যে অদিতিপুত্রগণ ক্ষত্রিয়, মরুৎগণ বৈশ্য, অশ্বিনীসুত-দ্বয় শূদ্র, এবং অঙ্গিরার পুত্রগণ ব্রাহ্মণ।

সৃষ্টিতত্ত্ব সকল শাস্ত্রে সর্ব্বাংশে একরূপ নহে।

(২) মার্কণ্ডেয় পুরাণ ১০৪ অঃ।

ব্রহ্মার পুত্র অত্রি হইতে চন্দ্র উৎপন্ন হন। ইনিই ঋগ্বেদে রাজরাট্ সোম বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। (৩) চন্দ্রের পুত্র বুধ, তিনি বৈবস্বতমনুর কন্যা ইলাকে বিবাহ করেন। ইলাও ঋগ্বেদে প্রখ্যাতা। ইহার গর্ভে পুরুরবা উৎপন্ন হন। তদ্বংশই চন্দ্রবংশ।

অঙ্গিরা, ভৃগু ও বশিষ্ঠ হইতেও তিনটী বৃহৎ বংশ উৎপন্ন হয়। তাঁহারা এবং তাঁহাদের অনেক বংশধর বেদপ্রসিদ্ধ ঋষি। অঙ্গিরার পুত্র বৃহস্পতি, উতথ্য ও সম্বর্ত্ত এবং ভৃগুর পুত্র শুক্র ও চ্যবন।

দেব, দৈত্য, দানব ও মানব একপিতা কশ্যপ ও একই মাতা-মহ দক্ষের সন্তান। দেবদৈত্যের যুদ্ধ রাজ্য লইয়া বৈমাত্রেয় ভ্রাতাদিগের মধ্যে যুদ্ধ। কশ্যপ অদিতির গর্ভজাত উত্তম পুত্রগণের শিক্ষার ভার অঙ্গিরঃপুত্র বৃহস্পতিকে অর্পণ করেন এবং দৈত্য ও দানবগণের শিক্ষার ভার ভৃগুপুত্র শুক্রাচার্য্যকে প্রদান করেন। বৃহস্পতি ও শুক্রাচার্য্যের মধ্যে স্ব স্ব শিষ্যবর্গের অভ্যুদয়ের জন্য বিশেষ প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। ভারতের রাজগণ হিমগিরির উত্তরে দেবরাজ্যের যুদ্ধবিগ্রহে সর্ব্বদাই দেবগণের পক্ষ অবলম্বন করিতেন। দৈত্যদানবগণ মহাবল পরাক্রান্ত হইলেও বুদ্ধিকৌশলে দেবগণের সহিত আটিয়া উঠিতে পারিতেন না; আমরা পুরাণাদি হইতে দেব ও মানবের বিশেষ ঘনিষ্ঠতার পরিচয় পাই। আমরা কখনও ক্ষত্রিয় রাজা দশরথকে দেবসেনাপতি হইয়া অসুরদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে দেখিতে পাই, কখনও দেবরাজ ইন্দ্রকে কোন রাজা পাছে শতযজ্ঞ সম্পাদন করিয়া ইন্দ্রত্বপদ লাভ করেন এই ভয়ে নানা কৌশলে আরব্ধ যজ্ঞ নষ্ট করিতে দেখিতে পাই। শত যজ্ঞ সম্পাদন করিলে ভারতের ক্ষত্রিয় রাজাও ইন্দ্রত্বপদ লাভ করিয়া দেবরাজ ইন্দ্রের সমতা লাভ করিতে পারিতেন।

---

(৩) তাঁহার রাজ্যে হিমালয়স্থ মুঞ্জবনে সোমলতা পালিত হইত। সোমরস অপেক্ষা প্রিয় দেবগণের আর কিছু ছিল না।

মানব বলিতে মনু হইতে যাহারা উৎপন্ন হইয়াছে তাহাদিগকেই বুঝাইত। কিন্তু পরে ভারতীয় ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি সকলের প্রতিই মানব নাম প্রযুক্ত হইয়াছে। কশ্যপের মনু নামে এক পত্নী ছিলেন এইরূপ প্রমাণ দৃষ্ট হয়। তাঁহার সন্ততিগণও মানব নাম প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বর্ণসৃষ্টিবিষয়ে বৃহদারণ্যক শ্রুতির প্রমাণ বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। বৃহদারণ্যকে উক্ত আছে—"প্রথমে জগৎ একমাত্র ব্রহ্ম বা ব্রাহ্মণময় ছিল। সেই একমাত্র ব্রাহ্মণ থাকাতে সুবিধা হইল না। অতএব (ঐ ব্রাহ্মণগণ মধ্যে) শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদিগকে ক্ষত্রিয় করা হইল। যথা ইন্দ্র, বরুণ, সোম, রুদ্র, পর্জন্য, যম, মৃত্যু, ঈশান এই সকল শ্রেষ্ঠ দেবগণ ক্ষত্রিয়। অতএব ক্ষত্রিয় হইতে শ্রেষ্ঠ নাই। অতএব ব্রাহ্মণ (রাজসূয়ে) নিম্নে থাকিয়া ক্ষত্রিয়ের উপাসনা করেন। রাজসূয়ে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়কেই যশঃ অর্পণ করেন। আবার ব্রাহ্মণই এই ক্ষত্রিয়ের যোনি (অর্থাৎ ব্রাহ্মণ হইতেই ক্ষত্রিয় হইয়াছে)। অতএব যদিও রাজাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তথাপি অন্তে (যজ্ঞান্তে) স্বযোনি (স্বীয় উৎপত্তির মূল) ব্রাহ্মণকেই আশ্রয় করে। অতএব যে ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণকে হিংসা করে, সে নিজের কারণকেই হিংসা করে। শ্রেষ্ঠকে হিংসা করিলে যে পাপ হয় তাহারও সেই পাপ হয়। কিন্তু এই ক্ষত্রিয় সৃষ্ট হইলেও সুবিধা হইল না। অতএব বৈশ্যকে সৃষ্টি করা হইল। দেবজাতদিগের মধ্যে যাহারা গণদেবতা বলিয়া খ্যাত যথা বসু, রুদ্র, আদিত্য, বিশ্বেদেব ও মরুৎগণ, তাহারা বৈশ্য। এই বৈশ্য সৃষ্ট হইলেও সুবিধা হইল না। অতএব পূষণ (প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আহরণ করিয়া পুষ্টিসাধনকারী) শূদ্রবর্ণ সৃষ্টি করিলেন। এই মহীই পূষা, (কারণ জীবজন্তু ফলশস্য) যাহা কিছু এই মহীই পোষণ করেন।" (৪)

---

৪) বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, প্রথম অধ্যায়, ৪র্থ ব্রাহ্মণ।

এ বিষয়ে মহাভারতে এইরূপ প্রমাণ দৃষ্ট হয়—"বর্ণসকলের পার্থক্য নাই। ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়া এই জগৎ প্রথমে ব্রহ্ম বা ব্রাহ্মণময় ছিল, ব্রহ্মকর্ত্তৃক পূর্ব্বে সৃষ্ট হইয়া পরে কর্ম্মদ্বারা ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছে। কামভোগপ্রিয়, তীক্ষ্ণ, ক্রোধবিশিষ্ট, সাহসিককার্য্যপ্রিয়, লোহিতাঙ্গ (সত্ত্বরজোগুণাশ্রিত) ব্রাহ্মণগণ স্বধর্ম্ম (শুভ্র সত্ত্বপ্রকৃতি) ত্যাগ করিয়া ক্ষাত্রিয়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। গোসমুদয় হইতে জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া যাহারা কৃষিজীবী হইয়াছে সেই পীতবর্ণ (রজস্তমোগুণময়) ব্রাহ্মণগণ স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিয়া বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। হিংসা ও অসত্যপ্রিয়, লোভী, যে-কোনরূপ কর্ম্মদ্বারা যাহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে সেই কৃষ্ণবর্ণ (তমোগুণ বিশিষ্ট) ব্রাহ্মণগণই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। এই সকল কর্ম্মদ্বারা ভিন্ন হইয়া এক ব্রাহ্মণগণই চারিবর্ণে বিভক্ত হইয়াছেন।" (৫)

উক্ত শ্রুতির প্রমাণ হইতে জানা যাইতেছে যে ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন দেব মানব সকলেরই সাধারণ নাম ছিল ব্রাহ্মণ। পরে দেশরক্ষা ও সমাজপরিচালনের জন্য সর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞানী ও শক্তিমান ব্রাহ্মণগণকে লইয়া এক শ্রেণী গঠিত হয়, তাহাই ক্ষত্র বা ক্ষত্রিয় নামে অভিহিত হইয়াছে। তৎপর সমাজের প্রয়োজনে বৈশ্য নামক শ্রেণী এবং সর্ব্বশেষ শূদ্র নামে আর একটী শ্রেণী ঐ মূল ব্রাহ্মণবর্ণ হইতেই গঠিত হইয়াছে। যাঁহারা যজ্ঞাদি কার্য্য সম্পাদনে সুদক্ষ ছিলেন তাঁহারা বর্ণান্তর প্রাপ্ত হন নাই, তাঁহাদের ব্রাহ্মণ নামই রহিয়াছে। এই বর্ণসৃষ্টিরহস্য সম্যক্ যুক্তিযুক্ত এবং বেদবাক্য বলিয়া ইহা সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণ্য।

এই শ্রুতিবাক্যের সহিত মহাভারতের মিল আছে, কেবল ক্ষাত্রিয় বর্ণের উৎপত্তির হেতু নির্দ্দেশ মহাভারতে অন্যরূপ দৃষ্ট হয়। সত্ত্ব

(৫) শান্তিপর্ব্ব, ১৮৮ অধ্যায়।

গুণ হইতে বিচলিত হইয়া ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়বর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই, শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণই ক্ষত্রিয় হইয়াছিলেন। তবে মহাভারতের রচনা কালে ক্ষত্রিয়গণ রজোগুণপ্রধান হইয়াছিলেন, রাজৈশ্বর্য্য ভোগ করিতে করিতে তাঁহাদের আধ্যাত্মিকতার অপচয় ঘটিয়াছিল, ইহা অসম্ভব নহে।

পুরাকালে ক্ষত্রিয়গণ যে বেদও ব্রহ্মবিদ্যার চর্চ্চাতেও শ্রেষ্ঠ ছিলেন তদ্বিষয়ে বেদ হইতে বহু প্রমাণ প্রদর্শন করা যাইতে পারে। আমরা দেখিতে পাই ঋগ্বেদের ঋষি কাণ্ব, গৃৎসমদ ও তৎপুত্র শৌনক, বিশ্বামিত্র এবং তৎপুত্র মধুচ্ছন্দা ও দেবরাত, ইঁহারা সকলেই সোমবংশজাত ক্ষত্রিয়। ভরদ্বাজও সম্রাট ভরতকর্ত্তৃক পুত্ররূপে গৃহীত হইয়াছিলেন এবং প্রতিষ্ঠানপুরে পৌরব রাজ্যের অধিকারী হইয়াছিলেন। (৬) আবার উপনিষদে দেখিতে পাই অশ্বপতি কৈকেয় ভগবান্ আরুণি ও পাঁচ জন মহাশাল মহাশ্রোত্রিয়কে আত্মতত্ত্ব উপদেশ করিতেছেন; ক্ষত্রিয় সনৎকুমার (দেবসেনাপতি স্কন্দ) নারদকে ভূমাতত্ত্বের উপদেশ দিতেছেন; কাশিরাজ অজাতশত্রু গর্গবংশীয় বালাকিকে উপনয়ন পূর্ব্বক উপনিষদের নিগুঢ় রহস্য বলিতেছেন; যাজ্ঞবল্ক্যশিষ্য বিদেহপতি জনক ঋষি বুড়িলকে গায়ত্রীর 'তুরায় দর্শত পদ' শিক্ষা দিতেছেন; ক্ষত্রিয় রাজা চিত্র হইতে গৌতম ও তৎপুত্র শ্বেতকেতু জীবের পরলোকগতি সম্বন্ধে সমিৎপানি হইয়া উপদেশ গ্রহণ করিতেছেন; রাজা প্রবাহন জৈবলি শিলক ও দালভ্য ঋষিদ্বয়কে উদ্গীথ রহস্য উপদেশ করিতেছেন; রাজা জৈবলি ঋষি গৌতমকে জন্মান্তররহস্য বা পঞ্চাগ্নিবিদ্যা উপদেশ করিতেছেন এবং বলিতেছেন—'হে গৌতম, আপনি যে বিদ্যা আমার নিকট প্রার্থনা করিতেছেন, আপনার পূর্ব্বে

---

(৬) স্বর্গীয় সিভিলিয়ান উমেশ চন্দ্র বটব্যাল প্রণীত 'বেদ প্রবেশিকা', বিষ্ণুপুরাণ এবং ঢাকা রিভিউর ১৯১৪ জানুয়ারী সংখ্যায় অধ্যাপক সতীশ চন্দ্র সরকার লিখিত "The Religion of the Vedic Aryans" নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

কোন ব্রাহ্মণ তাহা লাভ করেন নাই, তজ্জন্যই সমস্ত লোক ক্ষত্রিয়ের শাসনাধীন। (৭)

উপনিষদে আরও উক্ত আছে যে ব্রহ্মবিদ্যা ব্রহ্মা প্রজাপতিকে, প্রজাপতি (ক্ষত্রিয়) মনুকে এবং মনু তাঁহার সন্ততিগণকে বলিয়াছিলেন। (৮) গীতাতেও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন, "এই অব্যয় যোগ আমি বিবস্বৎকে, বিবস্বান্ মনুকে এবং মনু ইক্ষাকুকে বলিয়াছিলেন। এইরূপে পরম্পরাক্রমে প্রাপ্ত এই যোগ রাজর্ষিগণই জানিতেন। তাহা কালে নষ্ট হইয়াছিল, আমি তোমাকে সেই পুরাতন যোগ অদ্য বলিতেছি।" (৯) যোগবাশিষ্ঠে মুমুক্ষু প্রকরণে উক্ত আছে, "এই অধ্যাত্মবিদ্যা ঈশ্বরকর্ত্তৃক পূর্ব্বে রাজগণকে উপদিষ্ট হইয়াছিল এবং সেই রাজগণ হইতেই লোকে প্রচারিত হইয়াছে, সেই জন্য ইহার নাম রাজবিদ্যা।" (১০)

অতএব ইহা নিঃসংশয় রূপে প্রতিপন্ন হইতেছে যে পূর্ব্বে ক্ষত্রিয় রাজগণ কেবল যুদ্ধবিদ্যা ও প্রজাপালনে দক্ষ ছিলেন না, তাঁহারা অধ্যাত্মজ্ঞানেও শ্রেষ্ঠ ছিলেন। সর্ব্ববর্ণের অগ্রজ ব্রাহ্মণবর্ণ মধ্যে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ ছিলেন তাঁহারাই ক্ষত্রিয় হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহারা যে ব্রহ্মবিদ্যায়ও শ্রেষ্ঠ হইবেন ইহা স্বাভাবিক। ভগবান্ তাঁহাদিগকেই সেই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা প্রদান করিয়াছিলেন, এবং ভূ-ভার হরণের জন্য পুনঃ পুনঃ ক্ষত্রিয়কুলেই আবির্ভূত হইয়াছেন।

প্রথমে রাষ্ট্রে ও সমাজে ধর্ম্মে ও কর্ম্মে ক্ষত্রিয়ই প্রভু ছিলেন।

---

(৭) ছান্দোগ্য উপনিষদ—৫ম অধ্যায়; ঐ ৭ম—অধ্যায়; কৌষীতকী—৪র্থ এবং বৃহদারণ্যক ২য় অধ্যায়; বৃহদারণ্যক—৫ম অধ্যায়; কৌষীতকী—১ম অধ্যায়; ছান্দোগ্য—১ম অধ্যায়; ছান্দোগ্য ৫ম অধ্যায় এবং বৃহদারণ্যক—৬ষ্ঠ অধ্যায়। পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন লিখিত "উপনিষদ (ব্রহ্মতত্ত্ব)" নামক পুস্তকের "উপনিষদে ক্ষত্রিয়প্রভাব" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

(৮) ছা—৩ অঃ। (৯) গীতা—৪ অঃ। (১০) মুমুক্ষু প্রকরণ ১১।৭।

কালক্রমে সামাজিক প্রভুত্ব লইয়া ক্ষত্রিয়ের সহিত ব্রাহ্মণের সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। ঋগ্বেদে উল্লিখিত বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠবংশের বিবাদ, মহাভারত ও পুরাণাদিতে উক্ত হৈহয় ও ভৃগুবংশের বিবাদ এবং ক্ষত্রিয়গণের সহিত ভার্গব পরশুরামের পুনঃ পুনঃ যুদ্ধ তাহার প্রমাণ। (১১) মহাভারতের উদ্যোগ পর্ব্বে ভীষ্মদেবের সৈনাপত্যে বরণ প্রসঙ্গে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের এক মহাসংগ্রামের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। তাহাতে উক্ত আছে পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ে এক যুদ্ধ হয়, ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয়গণের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হন, ক্রমে বৈশ্যগণ এবং শূদ্রগণও ক্ষত্রিয়দিগের বিপক্ষে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। এইরূপে এক পক্ষে তিনবর্ণ এবং অপর পক্ষে কেবল ক্ষত্রিয়গণ যুদ্ধ করেন। কিন্তু ক্ষত্রিয়গণ পুনঃ পুনঃ তিন বর্ণের মিলিত অসংখ্য সৈন্যকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন। তখন ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয়দিগকেই তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। যথার্থবাদী ক্ষত্রিয়গণ বলিলেন, আমরা সকলে একজন সেনানীর আদেশের বশবর্ত্তী হইয়া যুদ্ধ করি, আর আপনারা সকলেই স্ববুদ্ধি বশবর্ত্তী, ইহাই আপনাদের পরাজয়ের কারণ। তখন ব্রাহ্মণগণ একজন নীতিজ্ঞ, রণবিশারদ ব্রাহ্মণকে সেনানায়ক করিলেন এবং তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া যুদ্ধ করিতে করিতে ক্ষত্রিয়শক্তিকে পরাস্ত করিতে সমর্থ হইলেন। (১২)

এইরূপে ব্রাহ্মণশক্তি যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াই সমাজে প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তদবধি ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণদিগের প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্র মতেই রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করিতেন। ধর্ম্মশাস্ত্র ব্যতীত ব্রাহ্মণ ঋষিগণ বহু দর্শন ও বিজ্ঞান প্রণয়ন করিয়াছেন। তাহা

---

(১১) ভাগবত ১ম স্কন্ধ ৩য় অধ্যায়ে আছে যে পরশুরাম পুনঃ২ ব্রাহ্মণদ্বেষী ক্ষত্রিয়গণকে বিনাশ করিয়াছিলেন।

(১২) উদ্যোগ পর্ব্ব—১৫৫ অঃ।

কেবল আর্য্য হিন্দুর নহে, সমগ্র পৃথিবীর অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছে। আজও সদাচার, আধ্যাত্মিকতা ও সনাতন ধর্ম্মরক্ষায় ব্রাহ্মণের সহিত কাহারও তুলনা হয় না। সুতরাং আজও তাঁহারা সকলের মানার্হ ও পূজার্হ।

ডক্টার রিজ ডেভিড্‌স্‌ "Buddhist India" (বৌদ্ধ ভারত) নামক পুস্তকে বুদ্ধদেবের আবির্ভাবকালের সামাজিক অবস্থার বর্ণনায় লিখিয়াছেন যে তখন ভারতে ক্ষত্রিয়দিগের Monarchies বা রাজতন্ত্রের পাশে অনেক Republics বা প্রজাতন্ত্র রাজ্য ছিল এবং সমাজে ক্ষত্রিয়গণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন, তৎপর ব্রাহ্মণ, তৎপর বৈশ্য এবং তৎপর শূদ্রগণের স্থান ছিল।(১৪) ২৫০০ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে কলিযুগেও যে সমাজে ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ হইতে শ্রেষ্ঠ ছিলেন ইহা বিশিষ্ট প্রমাণ ব্যতীত নিশ্চয় করা যায় না।

ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তে বর্ণসৃষ্টি সম্বন্ধে উক্ত আছে—"যখন পুরুষকে ভাগ করা হইল, তখন কয় ভাগে বিভক্ত করা হইল? কাহাকে মুখ, কাহাকে বাহু, কাহাকে উরু এবং কাহাকে পাদ বলা হইল? ব্রাহ্মণই তাঁহার মুখ হইয়াছিল, বাহুকে রাজন্য করা হইল, যাহা তাঁহার উরু তাহাই বৈশ্য, পদদ্বয় হইতে শূদ্র হইল।" ইহা একটী রূপক। ইহার অর্থ এই যে আর্য্য সমাজরূপ পুরুষকে যখন বিভাগ করা হইল, তখন ব্রাহ্মণই তাহার মুখস্বরূপ হইল। মুখই বেদ ও ধর্ম্মের বক্তা। সুতরাং আচার্য্য বা অধ্যাপকরূপে যিনি শিষ্যগণকে বেদ ও ধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করিবেন, সেই ব্রাহ্মণই সমাজের মুখ : বাহুই শক্তির আধার, সুতরাং রাষ্ট্র ও সমাজের রক্ষক শক্তিমান ক্ষত্রিয়গণই সমাজের বাহু; স্থূল, মাংসল উরু স্তম্ভরূপে দেহকে ধারণ করে, সুতরাং কৃষি বাণিজ্য

(১৩) কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতৃগণের মধ্যেও ক্ষত্রিয় মনুই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

(১৪) Buddhist India, P 63.

দ্বারা যাহারা সমাজকে ধারণ করে সেই বৈশ্যই সমাজের উরু ; জ্ঞান ও বলের আধার উত্তম অঙ্গগুলিকে বহন করাই চরণ দ্বয়ের কার্য্য, সুতরাং জ্ঞানী ও শক্তিমান দিগের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যিনি আহরণ করিয়া দিবেন সেই শূদ্রই সমাজের চরণ। ইহার সহিত বৃহদারণ্যক শ্রুতির কিছু বিরোধ নাই। পরবর্ত্তীকালে স্মৃতি ও পুরাণাদিতে লিখিত হইয়াছে যে ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য ও পদদ্বয় হইতে শূদ্র উৎপন্ন হইয়াছে। ক্রমে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে যে ব্রহ্মার বিভিন্ন অঙ্গ হইতেই বর্ণ সকল উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা বেদ বিরোধী, সুতরাং ভ্রমাত্মক।

চতুর্ব্বর্ণ সৃষ্টির পরে ক্ষত্রিয়গণ আর্য্যশত্রুগণকে পরাজিত ও দুরীভূত করিয়া যখন রাজ্যে শৃঙ্খলা ও সুশাসন প্রবর্ত্তিত করিলেন, তখন তাহারা রাজ্যের আয় ব্যয়, প্রজাসাধারণের ভূমির পরিমাণ, রাজস্ব, পাপ কার্য্য ও পুণ্য কার্য্য প্রভৃতি লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজন অনুভব করিয়াছিলেন। তখনও সমাজস্থিতিমূলক লিখন প্রণালী আবিষ্কৃত হয় নাই। যে ক্ষত্রিয় মহাপুরুষ সেই লিখনকৌশল আবিষ্কার করেন তিনিই শাস্ত্রে চিত্রগুপ্ত নামে খ্যাত হইয়াছেন। কালক্রমে তাঁহার লেখনী-জীবী সন্ততিগণ অসিজীবী ক্ষত্রিয়সমাজ হইতে পৃথক্ হইয়া কায়স্থ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং প্রজাপতি ব্রহ্মার দেহে অন্যান্য বর্ণের ন্যায় কায়স্থের উৎপত্তিও কল্পিত হইয়াছে। চিত্রগুপ্ত সম্বন্ধীয় নানা বচন প্রমাণ হইতে এইরূপ সিদ্ধান্ত অনিবার্য্য হইয়া পরে। পূর্ব্বে শ্রুতি স্মৃতি ইতিহাসাদি সমস্ত জ্ঞান শিষ্য পরম্পরায় চলিয়া আসিতেছিল, তখন কিছু লিখিত হইত না। চিত্রগুপ্তই লিখন পদ্ধতির আবিষ্কারক—Inventor of the art of writing.
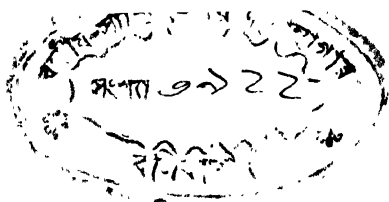
কায়স্থসমাজের সংস্কার।

কায়স্থ ক্ষত্রিয়বর্ণ।

প্রাচীন নিবন্ধাদি, প্রসিদ্ধ কোষগ্রন্থ বা অন্য প্রামাণিক গ্রন্থে যে বচন ধৃত হয় নাই, তাহা শাস্ত্রবাক্য বলিয়া গ্রহণ করিতে অনেকে দ্বিধা বোধ করেন। সুতরাং আমরা প্রামাণিক নানা গ্রন্থের বচন প্রমাণ একত্র সন্নিবেশ করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করা আবশ্যক মনে করিতেছি। প্রাচীন শিলালিপি, তাম্রশাসন ও কাব্যগ্রন্থাদি হইতে কায়স্থজাতি সম্বন্ধে যাহা জ্ঞাত হওয়া যায় তাহাও এই পুস্তকে সংক্ষেপে উল্লিখিত হইবে।

১। ব্যবস্থাদর্পণ।

পরলোকগত সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত হাইকোর্টের ইন্‌টারপ্রেটার শ্যামাচরণ সরকার বিদ্যাভূষণ-প্রণীত 'ব্যবস্থাদর্পণ' নামক আইন গ্রন্থের নাম অনেকেই শুনিয়াছেন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে এই হিন্দু আইনের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই তৃতীয় সংস্করণের প্রথম খণ্ডের ৬৬২—৬৭০ পৃষ্ঠায় গ্রন্থকার কায়স্থজাতি সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় বহু প্রমাণ উদ্ধার করিয়া যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

On Kayasthas.

It appears from the Vyoma-Sanhita and Vijnana-tantra, also from the Sanhitas of Narada, Yajnabalkya,

Yama, Vrihaspati and Vyasa, also from Kala-pravaha, Skanda-Purana. Padma-Purana and Bhabishya-Purana and also from the Mitakshara, Vira-mitrodaya & that the Kayasthas formed a division of the Kshatriya caste, and that they differed from the other Kshatriyas only in not being soldiers and warriors as they are, but accountants and writers by profession. * * The following are some of the authorities for the above.

ভবিষ্যপুরাণবচন।

মচ্ছরীরাৎ সমুদ্ভূত স্তস্মাৎ কায়স্থসংজ্ঞকঃ।
চিত্রগুপ্তেতি নাম্না বৈ খ্যাতো ভুবি ভবিষ্যসি॥
ধর্ম্মাধর্ম্মবিবেকার্থং ধর্ম্মরাজপুরে সদা।
স্থিতি র্ভবতু তে বৎস মমাজ্ঞাং প্রাপ্য নিশ্চলাম্॥
ক্ষত্রবর্ণোচিতো ধর্ম্মঃ পালনীয়ো যথাবিধি।
প্রজাঃ স্বজস্ব ভোঃ পুত্র ভুবি ভাবসমন্বিতাঃ॥

ভবিষ্যপুরাণে।

ভবিষ্যপুরাণীয় উপাখ্যানটি এই ঃ—ব্রহ্মা এই জগৎ ও চতুর্ব্বর্ণ সৃষ্টি করিয়া দীর্ঘকাল ধ্যানস্থ হইয়া থাকেন। তদবস্থায় তাঁহার শরীর হইতে এক দিব্য পুরুষ উৎপন্ন হন। তাঁহার হস্তে লেখনী, ছেদনী ও মসীপাত্র বিরাজিত। উক্ত পুরুষ ব্রহ্মার নিকট তাঁহার কর্ত্তব্যও বর্ণধর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ প্রার্থনা করিলে ব্রহ্মা বলিলেন "আমার শরীর হইতে উৎপন্ন হইয়াছ, অতএব তোমার কায়স্থ সংজ্ঞা হইল; চিত্রগুপ্ত নামে জগতে খ্যাত হইবে। হে বৎস, আমার নিশ্চলা আজ্ঞা এই যে ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচারার্থ ধর্ম্মরাজপুরে তোমার স্থিতি হউক। যথাবিধি ক্ষত্র

বর্ণোচিত ধর্ম্ম তোমার পালনায়। তুমি পৃথিবীতে প্রভাবশালী প্রজা সৃষ্টি কর।" ইহা বলিয়া ব্রহ্মা অন্তর্ধান করিলেন। (1)

এই প্রমাণ সম্বন্ধে কেহ২ বলিয়াছেন যে চিত্রগুপ্তকে এস্থলে কায়স্থ বলা হইয়াছে, ক্ষত্রিয় বলা হয় নাই; ক্ষত্রবর্ণোচিত ধর্ম্ম পালনের অধিকার দেওয়া হইয়াছে, এইমাত্র। এ কথার উত্তরে বক্তব্য এই যে ক্ষত্রিয়োচিত ধর্ম্ম পালনের অধিকার স্বীকৃত হইলে, চিত্রগুপ্ত ক্ষত্রিয় কি কায়স্থ এই তর্ক অনাবশ্যক। ব্রাহ্মণাদি সর্ব্বমানবের ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচারের অধিকার দ্বারা চিত্রগুপ্ত যে ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় ব্যতীত অন্যবর্ণ হইতে পারেন না তাহা নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হইতেছে। চিত্রগুপ্ত ক্ষত্রিয়বর্ণ না হইলে স্বীকার করিতে হয় যে কায়স্থই একটি স্বতন্ত্র বর্ণ। কিন্তু মনু বলিয়াছেন—

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যস্ত্রয়োবর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
চতুর্থ একজাতিস্তু শূদ্রো নাস্তি তু পঞ্চমঃ॥

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন বর্ণ দ্বিজাতি, চতুর্থ একজাতি (একবার যাহার জন্ম) শূদ্র, পঞ্চম আর কোন বর্ণ নাই। যদি তাহাই হয় তবে চিত্রগুপ্তকে ক্ষত্রিয়বর্ণ ই বলিতে হইবে। চিত্রগুপ্ত চতুর্ব্বর্ণ সৃষ্টির পরে আবির্ভূত হইয়া পূর্ব্বসৃষ্ট ক্ষত্রিয়বর্ণের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন, ইহাই সহজবোধ্য। চন্দ্রসূর্য্যাদি ক্ষত্রিয়বংশ ব্রহ্মার বাহুজাত নহেন। এককালে বা একই রূপে ইহাদের উৎপত্তি হয় নাই। কশ্যপের ঔরসে অদিতির গর্ভে সূর্য্য. সূর্য্য হইতে মনু, মনু হইতে ইক্ষ্বাকু—ইহাই সূর্য্য বংশের উৎপত্তি। অত্রির তেজোময় চক্ষু হইতে চন্দ্র, চন্দ্র হইতে বুধ,

(1) সরকার মহাশয় শাস্ত্রবচনের সহিত ইংরেজী অনুবাদ প্রদান করিয়াছেন। আমরা এস্থলে ইংরেজী অনুবাদ না দিয়া বাঙ্গলা অনুবাদ প্রদান করিলাম।

বুধ হইতে পুরুরবা—তদ্বংশই চন্দ্রবংশ। ব্রহ্মার দেহ দ্বিখণ্ডিত হইয়া স্বায়ম্ভুব মনু ও শতরূপা উৎপন্ন হন, তাঁহাদের পুত্র রাজা প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ—ইহা ক্ষত্রিয়জাতির আর একধারা। এই সকল বংশ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন রূপে উৎপন্ন হইয়া এক ক্ষত্রিয়বর্ণেরই অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে। অতএব ব্রহ্মদেহোৎপন্ন চিত্রগুপ্তের পূর্ব্বসৃষ্ট ক্ষত্রিয়বর্ণের অন্তভুক্ত হওয়ার মধ্যে অভিনবত্ব কিছু নাই।

বৃহদ্‌ব্রহ্মখণ্ডবচন।

বৎস তে কিং মনোদুঃখং ময়ি তিষ্ঠতি ধাতরি।
ক্ষত্রিয়া বাহুসম্ভূতাঃ শতং মদ্বাহুজো মহান্॥
ভবান্ ক্ষত্রিয়বর্ণশ্চ সমস্থান সমুদ্ভবাৎ।
কায়স্থক্ষত্রিয়খ্যাতো ভবান্ ভুবি বিরাজতে॥
ত্বদ্বংশসম্ভবা যে বৈ তেপি ত্বৎসমতাং গতাঃ।
তেষাং লেখাদি বৃত্তিশ্চ ক্ষত্রিয়াচার তৎপরাঃ॥
সংস্কারাদীনি কর্ম্মাণি যানি ক্ষত্রিয়জাতিষু।
তানি সর্ব্বাণি কার্য্যাণি মদাজ্ঞাবশলক্ষিতাঃ॥
উক্ত্বা প্রজাপতি রিদং তত্রৈবান্তর্দধে বিভুঃ।
এব মুক্ত শ্চিত্রগুপ্তঃ প্রসন্নহৃদয়ঃ সদা॥

বৃহদ্‌ব্রহ্মখণ্ডবচনং কমলাকরভট্টনিবদ্ধম্।

চিত্রগুপ্ত ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন হইয়া কিরূপ বর্ণধর্ম্ম পালন করিবেন তাহা স্থির করিতে না পারিয়া বিষণ্ণ হইলেন। ব্রহ্মা চিত্রগুপ্তকে বিষাদগ্রস্ত জানিতে পারিয়া বলিলেন, "বৎস, আমি বিধাতা বর্ত্তমানে তোমার দুঃখের কারণ কি? আমার বাহু হইতে বহু ক্ষত্রিয় উৎপন্ন হইয়াছে, তুমি সমস্থান অর্থাৎ বাহু হইতে উৎপন্ন হইয়াছ, অতএব তুমি ক্ষত্রিয়বর্ণ; তুমি কায়স্থক্ষত্রিয়

নামে জগতে খ্যাত হইবে। তোমার বংশে যাহারা জন্মিবে তাহারাও তোমার সমতা প্রাপ্ত হইবে। লেখকতা তাহাদের বৃত্তি এবং আচার ক্ষত্রিয়বৎ হইবে। ক্ষত্রিয়জাতিতে সংস্কারাদি যেরূপ আছে, আমার আজ্ঞাতে সে সমুদয়ই তাহাদের করিতে হইবে। প্রজাপতি ইহা বলিয়া অন্তর্ধান করিলেন; চিত্রগুপ্তও প্রসন্নহৃদয় হইলেন।

যমসংহিতা।

এতস্মিন্নেব কালেতু ধর্ম্মশর্ম্মা দ্বিজোত্তমঃ।
অপত্যার্থী চ ধাতারমারাধ্য মভজত্তদা॥
পরমেষ্ঠিপ্রসাদেন লব্ধ্বা কন্যামিরাবতীম্।
চিত্রগুপ্তায় তাং দত্ত্বা বিবাহমকরোত্তদা॥
চিত্রগুপ্তেন সা কন্যা অষ্টৌ পুত্রানজীজনৎ।
চারুঃ সুচারু শ্চিত্রাখ্যো মতিমান্ হিমবান্ তথা॥
চিত্রচারু শ্চারুণশ্চ অষ্টমোঽতীন্দ্রিয় স্তথা।
দ্বিতীয়া দেবকন্যাচ দাক্ষিণা যা বিবাহিতা॥
তস্যাং পুত্রাশ্চ চত্বার স্তেষাং নামানি বৈ শৃণু।
ভানুস্তথা বিভানুশ্চ বিশ্বভানুশ্চ বীর্য্যবান্॥
পুত্রা দ্বাদশ বিখ্যাতা বিচেরুস্তে মহীতলে।
মথুরায়াং গতশ্চারু মাথুরস্ত মিতোগতঃ
সুচারু র্গৌড়দেশে তু তেন গৌড়োঽভবন্নৃপ।
ভট্টনদীং গতাশ্চত্রো ভট্টনাগরিকঃ স্মৃতঃ॥
শ্রীবাসনগরে ভানু স্তস্মাচ্ছ্রীবাস্তসংজ্ঞকঃ।
অম্বামারাধ্য হিমবান্ তেনাম্বষ্ঠ ইতিস্মৃতঃ॥

সভার্য্যো মতিমান্ গত্বা সখসেনত্বমাগতঃ।
স্মুরসেনং বিভানুশ্চ তেন স্মুরধ্বজঃ স্মৃতঃ॥ (2)

ব্রহ্মা স্থাবর জঙ্গম সমুদয় সৃষ্টি করিয়া ধর্ম্মরাজকে প্রাণিমাত্রের পাপপুণ্যের বিচারভার অর্পণ করেন। ধর্ম্মরাজ সেই গুরুভার বহনে অসমর্থ হইয়া ব্রহ্মার সমীপস্থ হইয়া বলিলেন, আমি একাকী এই বিপুল ভার বহনে অসমর্থ, আমাকে উপযুক্ত সহকারী প্রদান করুন। ব্রহ্মা বলিলেন, তুমি স্থির হও, আমি তোমাকে উপযুক্ত সহকারী প্রদান করিতেছি। এই বলিয়া ব্রহ্মা ধ্যানস্থ হইলেন। তৎপর তাঁহার কায় হইতে চিত্রগুপ্ত নামে এক পুরুষ উৎপন্ন হইলেন। ব্রহ্মা তাঁহাকে ধর্ম্মরাজপুরে তাঁহার সহকারিত্ব গ্রহণ করিতে আদেশ করিলেন। চিত্রগুপ্ত তপস্যা করিয়া সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিলেন এবং তদনন্তর ধর্ম্মরাজের সহিত মিলিত হইলেন। (3)

এই সময়ে ধর্ম্মশর্ম্মা নামে এক ব্রাহ্মণ অপত্যার্থী হইয়া ব্রহ্মার আরাধনা করেন। ব্রহ্মার প্রসাদে তিনি ইরাবতী নামে কন্যা লাভ করেন এবং চিত্রগুপ্তের সহিত সেই কন্যা বিবাহ দেন। তাঁহার গর্ভে চিত্রগুপ্তের ৮টী পুত্র হয়—চারু, সুচারু, চিত্র, মতিমান্, হিমবান্, চিত্রচারু, অরুণ ও অতীন্দ্রিয়। তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নী দেবকন্যা দক্ষিণা। তাঁহার গর্ভে চারি পুত্র হয়—ভানু, বিভানু,

---

(2) "অহল্যাকামধেনু" নামক প্রাচীন নিবন্ধের নবম বৎসে (নবম অধ্যায়ে) যমসংহিতার উপাখ্যান সবিস্তার উদ্ধৃত হইয়াছে। ব্যবস্থাদর্পণে 'দেবকন্যাচ' স্থলে 'দেবকন্যৈব' পাঠ দৃষ্ট হয়। আমাদের মতে 'দেবকন্যাচ' পাঠ সুসঙ্গত।

(3) উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের কায়স্থগণ অদ্যাপি মাথুর, শ্রীবাস্তব, সূর্য্যধ্বজ, অম্বষ্ঠ, ভটনাগর প্রভৃতি শাখায় বিভক্ত হইয়া আছেন।

বিশ্বভানু ও বীর্য্যবান্। এই বিখ্যাত দ্বাদশ পুত্র মহীতলে বিরাজ করেন। চারু মথুরাতে বাস করিয়া মাথুর নাম প্রাপ্ত হন। সুচারু গৌড়দেশে বাস করিয়া গৌড় আখ্যা, চিত্র ভট্টনদী তীরে বাস করিয়া ভট্টনাগরিক, ভানু শ্রীবাস নগরে বাস করিয়া শ্রীবাস্তব সংজ্ঞা, অম্বাদেবীর আরাধনা করিয়া হিমবান্ অম্বষ্ঠ আখ্যা, মতিমান্ ভার্য্যা সহ স্থানান্তরে যাইয়া সখসেন আখ্যা এবং বিভানু সুরসেন প্রদেশে যাইয়া সুরধ্বজ নাম প্রাপ্ত হন। (৩)

পূর্ব্বে অবসর্ণ বিবাহ প্রচলিত ছিল, কিন্তু নিম্ন বর্ণের পক্ষে উচ্চবর্ণের কন্যা বিবাহ করার নিয়ম ছিল না। এরূপ অবস্থায় ক্ষত্রিয় চিত্রগুপ্ত ধর্ম্মশর্ম্মা নামক ব্রাহ্মণের কন্যা কেন বিবাহ করিলেন, এইরূপ প্রশ্ন হইতে পারে। যমসংহিতায় উক্ত হইয়াছে যে ধর্ম্মশর্ম্মা ব্রহ্মার আরাধনা করিয়া ইরাবতী নামে কন্যা লাভ করেন। এই কন্যা যে ধর্ম্মশর্ম্মার ঔরসজাতা তাহার প্রমাণ নাই। সম্ভবতঃ তিনি ব্রহ্মার মানসজাতা। তাহা হইলে ইরাবতীকে চিত্রগুপ্তের সহিত বিবাহ দেওয়াতে কোন দোষ হয় নাই। পরন্তু "তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো যথা।"—শ্রেষ্ঠব্যক্তিদিগের নিয়ম ভঙ্গেও দোষ হয় না। তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত শাস্ত্রে রহিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, চন্দ্রবংশীয় রাজা যযাতি মহর্ষি শুক্রাচার্য্যের কন্যা দেবযানীকে বিবাহ করেন এবং তাহা হইতে যদুবংশের উৎপত্তি হয়। ১৯৩০ সংবতে প্রদত্ত কাশীর পণ্ডিতগণের ব্যবস্থাতেও এইরূপ যুক্তি-প্রদর্শিত হইয়াছে। *

গ্রন্থকার যমসংহিতার বচন উদ্ধার করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন :—

"The primitive Kayasthas of Bengal are descendants of sucharu, who, as already shown, came to and settled

---

* বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার ১৩০৯-১১ সনের কার্য্যবিবরণী দ্রষ্টব্য।

in Goura or Bengal. Subsequently during the reign of Raja Adishur here came from Kanyakubja five Kayasthas named Makaranda Ghose, Dasharatha Basu, Kalidasha Mitra, Dasharatha Guha (4) and Puroshottam Datta in company with five learned Brahmans, who at the request of the said Raja, were sent to him by the King of Kanyakubja to officiate in a sacrifice. The said five Kayasthas thenceforward lived in Bengal and their descendants are, in intermarriage & mixed with the other Kayasthas of the country." (5)

---

(4) গ্রন্থকার 'কুলদীপিকা' অনুসারে পঞ্চকায়স্থের নাম করিতে "দশরথ গুহ" লিখিয়াছেন; ঐ স্থানে "বিরাট গুহ" হইবে। বিরাট-বংশধর যিনি বল্লালের সভায় কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রাপ্ত হন তাঁহার নাম দশরথ গুহ। তাঁহাকেই কুলদীপিকায় ভ্রমে আদিশূরানীত বলিয়া লেখা হইয়াছে। বঙ্গজ কায়স্থকারিকা দ্রষ্টব্য।

(5) গ্রন্থকারের মতানুসারে দশরথাদি পঞ্চকায়স্থ ব্যতীত আর সকল কায়স্থই সুচারুর বংশধর এবং পূর্ব্ব হইতেই এদেশে ছিলেন। আদিশূরের সময়ে দশরথাদি পঞ্চকায়স্থ বঙ্গে আগমন করেন. এই প্রসিদ্ধ প্রবাদের উপর নির্ভর করিয়াই তিনি এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কিন্তু দ্বিজবাচস্পতির বঙ্গজ কারিকাতে উক্ত আছে যে পঞ্চকায়স্থ ব্যতীত আরও ২২জন কায়স্থ আদিশূরের রাজত্বকালেই বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন। বল্লাল এই ২৭ ঘর কায়স্থকে কুলীন, মধ্যল্য ও মহাপাত্র এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। এতদ্ব্যতীত আইচ, শূর গুপ্ত, গুই, বল, লোধ, ভূমিক, রুদ্র, আদিত্য, হেস, রাউত, ইন্দ্র, বর্দ্ধন, শীল, চাকী, হোম, বিন্দু, বর্ম্মা, শ্যাম, রাণা, ব্রহ্মা—ইত্যাদি

বিজ্ঞানতন্ত্র।

ব্রহ্মোবাচ—

নাম্না ত্বং চিত্রগুপ্তোঽসি মম কায়াদভূর্যতঃ।
তস্মাৎ কায়স্থবিখ্যাতি র্লোকে তব ভবিষ্যতি॥
কায়স্থঃ ক্ষত্রিয়বর্ণো নতু শূদ্রঃ কদাচন। (i)
অতো ভবেয়ুঃ সংস্কারা গর্ভাধানাদিকা দশ॥
গর্ভাধান মৃতৌ কার্য্যং তৃতীয়ে মাসি পুংসক্রিয়া।
মাসেঽষ্টমে স্যাৎ সীমন্ত উৎপত্তৌ জাতকর্ম্মচ॥
দশাহে নামকরণং পঞ্চমে মাসি নিষ্ক্রমঃ।
ষষ্ঠেঽন্নপ্রাশনং মাসি চূড়া কার্য্যা যথাকুলম্॥
তথোপনয়নে ভিক্ষা ব্রহ্মচর্য্যব্রতাদিকম্।

---

৭২ পদ্ধতিযুক্ত কায়স্থকে বল্লাল গুণহীন দেখিয়া 'অচল' সংজ্ঞা প্রদান করেন। ইঁহারা যে কান্যকুব্জ হইতে আসিয়াছেন এমন প্রমাণ কুলগ্রন্থে দৃষ্ট হয়না। ইঁহারাই চিত্রগুপ্তের পুত্র সুচারুর বংশধর, বাঙ্গলার আদিম কায়স্থ। ইহাদের মধ্যে অনেকে এক্ষণ গুণ, জ্ঞান ও ক্রিয়া দ্বারা সমাজে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছেন. পক্ষান্তরে ২৭ ঘরের অন্তর্গত অনেক কায়স্থ হীনাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

"কুলীন ও মৌলিক"-অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

(i) কায়স্থগণ সংস্কারভ্রষ্ট হইয়া, পরে যখন হিন্দুধর্ম্ম বা তান্ত্রিক ধর্ম্মের অভ্যুদয় কালে পুনঃসংস্কারাদি গ্রহণেচ্ছু হইলেন, তখন ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য সকল জাতি এদেশে শূদ্র বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিল। তাহার প্রতিবাদ স্বরূপেই বিজ্ঞানতন্ত্রে "নতু শূদ্রঃ কদাচন" এই কথাটী লিখিত হইয়াছে।

বাসো গুরুকুলেষু স্যাৎ স্বাধ্যায়াধ্যয়নং তথা॥
কৃত্বা তু মাতৃকাপূজাং বসোর্ধারাং বিধায়চ।
আয়ুষ্যাণি চ শান্ত্যর্থং জপেদত্র সমাহিতঃ॥
কুর্য্যান্নান্দীমুখং শ্রাদ্ধং দধিমধ্বাজ্যসংযুতম্।
ততঃ প্রধানসংস্কারাঃ কার্য্যা এষ বিধিঃ স্মৃতঃ॥

ব্রহ্মা বলিতেছেন—"তোমার নাম চিত্রগুপ্ত, আমার কায় হইতে উৎপন্ন হইয়াছ, অতএব কায়স্থ বলিয়া জগতে খ্যাত হইবে। কায়স্থ ক্ষত্রিয়বর্ণ, কদাচ শূদ্র নহে। অতএব কায়স্থের গর্ভাধানাদি দশ সংস্কারই হইবে। ঋতুকালে গর্ভাধান, তৃতীয় মাসে পুংসবন, অষ্টম মাসে সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম্ম, সন্তান জন্মিলে দশমদিনে নামকরণ, পঞ্চমমাসে নিষ্ক্রমণ, ষষ্ঠমাসে অন্নপ্রাশন, কুলরীতি অনুসারে চূড়াকরণ, তদ্রূপ উপনয়নে ভিক্ষা, ব্রহ্মচর্য্যব্রতাদি, গুরুগৃহে বাস, বেদাধ্যয়ন ইত্যাদি কায়স্থদিগের কর্ত্তব্য। মাতৃকাপূজা করিয়া, বসুধারা রচনা করিয়া, শ্রীবৃদ্ধি ও মঙ্গলার্থ সমাহিত চিত্তে জপ করিবে। দধি, মধু ও ঘৃত সংযুক্ত নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ করিবে। এইসকল অনুষ্ঠান পূর্ব্বক প্রধান সংস্কারসমূহ করিবে, ইহাই বিধি।"

ব্যোমসংহিতাবচন।

ব্রহ্মকায়সমুদ্ভূতঃ কায়স্থো বর্ম্মসংজ্ঞকঃ।
কলৌহি ক্ষত্রিয়স্তস্য জপযজ্ঞেষু ভূপতে॥
মাধবাচার্য্যধৃতব্যোমসংহিতাবচনম্।

ব্যোম সংহিতা আমরা দেখি নাই। দ্বিতীয় চরণের শেষাংশের সহিত পরবর্ত্তী শ্লোকের অন্বয় হইবে। তাহা না পাইলে সম্যক্ অর্থবোধ হইতে পারে না। যাহা হউক উদ্ধৃত শ্লোকে একথা স্পষ্ট রহিয়াছে যে কায়স্থ ক্ষত্রিয় এবং তাহার বর্ম্ম সংজ্ঞা।

স্কন্দপুরাণে রেণুকামাহাত্ম্যে।

এবং হত্বার্জ্জুনং রামঃ সন্ধায় নিশিতান্ শরান্।
অন্বধাবৎ স তান্ হন্তুং সর্ব্বানেবতুরান্ নৃপান্॥
সগর্ভা চন্দ্রসেনস্য ভার্য্যা দাল্ভ্যাশ্রমং যযৌ।
ততো রামঃ সমায়াতো দাল্ভ্যাশ্রমমনুত্তমম্।
তবাশ্রমে মহাভাগ সগর্ভা স্ত্রী সমাগতা।
চন্দ্রসেনস্য রাজর্ষেঃ ক্ষত্রিয়স্য মহাত্মনঃ॥
তন্মে তাং প্রার্থিতাং দেহি হিংসেয়ং তাং মহামুনে।
ততো দাল্ভ্যঃ প্রত্যুবাচ দদামি তব বাঞ্ছিতম্॥
স্ত্রিয়া গর্ভমমুং বালং তং মে ত্বং দাতুমর্হসি।
ততো রামো ব্রবীদ্দালভ্যং যদর্থমহমাগতঃ॥
ক্ষত্রিয়ান্তকরশ্চাহং তং ত্বং যাচিতবানসি।
প্রার্থিতশ্চ ত্বয়া বিপ্র কায়স্থো গর্ভ উত্তমঃ॥
তস্মাৎ কায়স্থ ইত্যাখ্যা ভবিষ্যতি শিশোঃ শুভা।
কায়স্থ এষ উৎপন্নঃ ক্ষত্রিয্যাং ক্ষত্রিয়াত্ততঃ॥
দত্তঃ কায়স্থধর্ম্মোহস্মৈ চিত্রগুপ্তস্য যঃ স্মৃতঃ। (7)

পরশুরাম কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুনকে নিহত করিয়া অন্য কাতর রাজগণকে বধ করিতে ধাবিত হইলেন। চন্দ্রসেন রাজার সগর্ভা ভার্য্যা দালভ্যাশ্রমে গেলেন। রাম দালভ্যাশ্রমে আসিয়া বলিলেন, হে মহাভাগ, ক্ষত্রিয় রাজর্ষি চন্দ্রসেনের সগর্ভা পত্নী আপনার আশ্রমে আসিয়াছেন। সেই প্রার্থিতা রাজপত্নীকে প্রদান করুন। তাহাকে আমি বিনাশ করিব। দালভ্য বলিলেন, আপনার বাঞ্ছিত বস্তু

(7) বাচস্পত্যধৃত বচনের সহিত স্থলবিশেষে পাঠান্তর দৃষ্ট হয়। পরে তাহা প্রদর্শিত হইবে।

দিতেছি। কিন্তু রাজপত্নীর গর্ভস্থ ঐ শিশুটী আমাকে দান করিতে হইবে। রাম এই প্রার্থনা শুনিয়া বলিলেন, ক্ষত্রিয়ান্তকারী আমি যে জন্য আসিয়াছি. আপনিও তাহাই চাহিলেন! হে বিপ্র. আপনি কায়স্থ (শরীরের অভ্যন্তরস্থ) উত্তম গর্ভ প্রার্থনা করিয়াছেন, অতএব শিশুর শুভ কায়স্থ আখ্যা হইবে। এই কায়স্থ ক্ষত্রিয় হইতে ক্ষত্রিয়াতে উৎপন্ন হইল। চিত্রগুপ্তের যে কায়স্থধর্ম্ম তাহাই তাহাকে প্রদান করা হইল।

এই সকল প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া গ্রন্থকার চিত্রগুপ্তের ক্ষত্রিয়ত্ব সম্বন্ধে আরও বলিতেছেন.—

"Among the yamas Chitragupta is enumerated to be the fourteenth. In the mantra of Tarpan he is said to be the fourteenth yama. In the Vrihadaranyaka upanishad yama is plainly mentioned to be Kshatriya."

চতুর্দ্দশ ভুবনে যে চতুর্দ্দশ যম আছেন তন্মধ্যে চিত্রগুপ্ত একতর যম। তর্পণমন্ত্রেও চিত্রগুপ্ত চতুর্দ্দশ যম বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদে যম ক্ষত্রিয় বলিয়া সুস্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছেন। (৪)

উপসংহারে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন ঃ—

"There is, therefore, a preponderance of authority to evince that the Kayasthas, whether of Bengal or of any other country, were Kshatriyas. But since several centuries passed, the Kayasthas (at least those of Bengal) have been degenerated and degraded to shudradom not

(৪) যান্যেতানি দেবত্রা ক্ষত্রানান্দ্রোবরুণঃ সোমো রুদ্রঃ পর্য্যন্যো যমো মৃত্যুরীশানঃ। বৃহদারণ্যক শ্রুতিঃ।১।৪।১১।

only by using after their proper names the surname "Dasa" peculiar to the shudras giving up their own which is "Barma," but principally by omitting to perform the regenerating ceremony upanayana hallowed by the Gayatri." (9)

"সুতরাং বাঙ্গলার ও অন্যান্য প্রদেশের কায়স্থগণের ক্ষত্রিয়ত্ব সম্বন্ধে বহু অখণ্ডনীয় প্রমাণ রহিয়াছে। কিন্তু কতিপয় শতাব্দী অতীত হইল, বাঙ্গলার কায়স্থগণ নিজেদের বর্ম্ম উপাধি ত্যাগ করিয়া নামান্তে শূদ্রদের দাস উপাধি ব্যবহার করিয়া, বিশেষতঃ গায়ত্রীসংযুক্ত উপনয়ন সংস্কার না করিয়া শূদ্রত্বে পতিত হইয়াছে।"

---

(৯) হাইকোর্টে বিচারপতি ফিল্ড্ ও ম্যাক্ডোনাল্ড্ সমীপে এক মোকদ্দমায় কায়স্থের বর্ণ সম্বন্ধে তর্ক উপস্থিত হয়। বিচারপতিদ্বয় উভয় পক্ষের তর্ক শ্রবণ করিয়া ব্যবস্থাদর্পণের এই শেষ অংশ উদ্ধৃত করিয়া তাহার সহিত একমত হইয়া বিচারনিষ্পত্তি করিয়াছেন। সুতরাং এই বিচারে কায়স্থ যে মূলে ক্ষত্রিয়বর্ণ তাহা স্বীকৃত হইয়াছে। এইক্ষণ কায়স্থগণ উপনয়নাদি লোপ হেতু শূদ্রধর্ম্মা হইয়াছেন ইহাই হাইকোর্টের অভিমত। (I. L. R. 10 Cal. 688) এইরূপ নিষ্পত্তি C. W. N. 7এ ও দ্রষ্টব্য।

এলাহাবাদ হাইকোর্টে এই তর্ক একবার উত্থাপিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান শূদ্রধর্ম্মত্ব সম্বন্ধে কলিকাতা হাইকোর্ট যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহা তাঁহারা গ্রহণ করেন নাই।

(২) বাচস্পত্য অভিধান।

পরলোক গত পণ্ডিতকুলপতি তারানাথ তর্কবাচস্পতি-কৃত বাচস্পত্য অভিধান সংস্কৃত ভাষায় লিখিত সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ প্রামাণিক অভিধান। ইহাতে কায়স্থ জাতি সম্বন্ধে যে সকল শাস্ত্রবচন উদ্ধৃত হইয়াছে এবং বাচস্পতি মহাশয় যে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, আমরা সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিব।

কায়স্থ শব্দের অর্থ কায়ে, সর্ব্বভূতে অবস্থিত ব্রহ্ম বা পরমাত্মা এবং জাতি বিশেষ। কায়স্থজাতি সম্বন্ধে কোষকার স্কন্দপুরাণ রেণুকা মাহাত্ম্য, পদ্মপুরাণ সৃষ্টিখণ্ড, পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ড ও ভবিষ্যপুরাণ হইতে প্রমাণ উদ্ধার করিয়াছেন। তিনি প্রথমে স্কন্দ পুরাণের বচন ধরিয়াছেন। ব্যবস্থাদর্পণের সহিত কোথায় অনৈক্য তাহা প্রদর্শনের জন্য আমরা শেষ তিন পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম ঃ—

* * * *

কায়স্থ এষ উৎপন্নঃ ক্ষত্রায়াং ক্ষত্রিয়াত্ততঃ।
রামাজ্ঞয়া স দালভ্যেন ক্ষাত্রধর্ম্মাৎ বহিস্কৃতঃ॥
কায়স্থধর্ম্মো দত্তোহস্মৈ চিত্রগুপ্তস্য যঃ স্মৃতঃ।

এস্থলে "ক্ষাত্রধর্ম্মাদ্‌বহিস্কৃত" এই কথা থাকাতে কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন যে রামের আজ্ঞায় উপনয়নাদি সংস্কার হইতেও কায়স্থগণ বারিত হইয়াছেন। এস্থলে ক্ষাত্রধর্ম্ম দ্বারা যুদ্ধ ও প্রজা-পালন বুঝিতে হইবে। উপনয়ন দশসংস্কারের অন্তর্গত একটী সংস্কার। যদি ক্ষাত্রধর্ম্ম বলিতে উপনয়ন বুঝায়, তবে গর্ভাধান, চূড়াকরণ প্রভৃতি কেন না বুঝাইবে? তবে কি চন্দ্রসেনপুত্রের সকল সংস্কারই লোপ হইয়াছিল? চিত্রগুপ্তের কায়স্থধর্ম্ম তাহাকে দেওয়া হইল, ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে উপনয়নাদি সংস্কার ও বেদাধিকার তাহার ছিল, অন্য জাতির ধর্ম্ম হইতে পৃথক্ ক্ষত্রিয়ের যে যুদ্ধাদি

ধর্ম্ম তাহাই লোপ হইয়াছিল। কোষকার বাচস্পতিমহাশয়ও ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন ঃ—

"অত্র ক্ষাত্রধর্ম্মাদ্বহিষ্কৃতঃ ইত্যনেন সগরেণ কাম্বোজাদীনামিব তস্য তদ্বংশস্য চ ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম যুদ্ধোপনয়নাদিরাহিত্য প্রতীতাবপি চিত্রগুপ্ত-ধর্ম্মত্বদানকথনেন উপনয়নাদিসত্ত্বং বেদাধিকারিত্বঞ্চ সূচিতং তেন কেবল যুদ্ধাদিরাহিত্যমাত্রং। চিত্রগুপ্তধর্ম্মত্বদানেন লেখনাধিকারঃ সূচিতঃ।"

ত্রিশতাধিক বৎসর পূর্ব্বে কাশীর বিখ্যাত পণ্ডিত গাগাভট্ট তদীয় "কায়স্থ ধর্ম্ম প্রদীপে" এই স্কন্দপুরাণীয় বচন উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন—"ক্ষাত্রধর্ম্মশব্দঃ শৌর্য্যাদি ক্ষত্রিয়সাধারণধর্ম্মপরঃ নতু শ্রৌতস্মার্ত্ত যাবদ্ধর্ম্মপরঃ। * * যজ্ঞদানতপঃশীলা ব্রততীর্থরতাঃ সদা ইত্যুপসংহৃতে উপক্রমোপসংহারাভ্যামপি চান্দ্রসেনীয় কায়স্থানাং শুদ্ধক্ষত্রিয়ত্বং প্রতীয়তে।"

"কায়স্থধর্ম্মপ্রদীপে" গাগাভট্ট এই উপাখ্যান যেরূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতে চান্দ্রসেনীয় কায়স্থগণ,

"দেববিপ্রপিতৃণাং বৈ অতিথীনাঞ্চ পুজকাঃ।
যজ্ঞদানতপঃশীলা ব্রততীর্থরতাঃ সদা॥" বলিয়া প্রশংসিত হইয়াছেন। আর "তস্মাৎ কায়স্থ ইত্যাখ্যা ভবিষ্যতি শিশোঃ শুভা।" এই ছত্রের পর— "জায়মানো যদা বালো ক্ষাত্রধর্ম্মা ভবিষ্যতি।
দৃষ্টাদ্বৈ ক্ষাত্রধর্ম্মাৎ তু বারিতুঞ্চ ত্বমর্হসি॥"

এই শ্লোকটী আছে। এই শ্লোকে পরশুরামের বাক্যেই ক্ষাত্র-ধর্ম্মের অর্থ স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। বালক ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া যখন ক্ষাত্রধর্ম্মা হইবে, অর্থাৎ অসি ও ধনুর্ব্বাণের চর্চ্চা করিতে চাহিবে, তাহা দেখিয়াই আপনি (দালভ্য) তাহাকে বারণ করিবেন।" ইহার এমন অর্থ হইতে পারেনা যে বালক ক্রমশঃ বড় হইয়া যজ্ঞোপবীত

ধারণ করিতেছে দেখিয়া তিনি তাহাকে বারণ করিবেন! কাশীর বিখ্যাত পণ্ডিতগণ ১৯৩০ সংবতে যে ব্যবস্থা দিয়াছিলেন তাহাতে "দুষ্টাদেনং ক্ষাত্রধর্ম্মাৎ রারিতুঞ্চ ত্বমর্হসি" এইরূপ পাঠ দৃষ্ট হয়।

নাগপুরের ভোন্‌সলে সরকারের মাধবরাও গঙ্গাধর চিত্‌নিসের গৃহে রক্ষিত স্কন্দপুরাণের পুরাতন হস্তলিপিতে চান্দ্রসেনীয় কায়স্থের যে বিবরণ আছে. ১২১৩ সনের চৈত্রসংখ্যার কায়স্থপত্রিকায়, সম্পাদক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব তাহা সবিস্তার উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহাতে দেখা যায় চন্দ্রসেনমহিষী পরশু রামকে বলিতেছেন ঃ—

স্তুতোয়ং মম কায়স্থো ভবিষ্যতি বচস্তব ॥ ৬৫
ধর্ম্মোঽস্য কো ভবেদ্‌ব্রহ্মন্ ক্ষত্রধর্ম্মাদ্‌বহিষ্কৃতঃ।
শ্রুত্বা তদ্বচনং রামঃ পুনরাহ মহামতিঃ ॥ ৬৬
ক্ষত্রিয়াণাং হি সংস্কারোঽধ্যয়নং যজ্ঞকর্ম্মবৎ।
তৎ করিষ্যতি পুত্রস্তে প্রজাপালন কর্ম্মণি ॥ ৬৭
নিয়তশ্চিত্রগুপ্তস্য স্বধর্ম্মোঽস্য ভবিষ্যতি।

* * *

এই রামবাক্য হইতে স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে চান্দ্রসেনীয় কায়স্থগণের ক্ষত্রিয়ের দশ সংস্কার ও বেদাধ্যয়নাদি সবই ছিল। অদ্যাপি মহারাষ্ট্রবাসী চান্দ্রসেনীয় প্রভুদিগের উপনয়নাদি সকল সংস্কার বর্ত্তমান আছে। অতএব চান্দ্রসেনীয় কায়স্থের কথা লইয়া বাঙ্গলাদেশে এত তর্কযুদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন ছিল না।

চিত্রগুপ্তধর্ম্মশ্চ তদুৎপত্তি সহিতঃ পদ্মপুরাণে সৃষ্টিখণ্ডে উক্তো যথা ঃ—

ক্ষণং ধ্যানস্থিতস্যাস্য সর্ব্বকায়াদ্বিনির্গতঃ।
দিব্যরূপঃ পুমান্ বিভ্রৎ মসাপাত্রঞ্চ লেখনীম্ ॥
চিত্রগুপ্তইতি খ্যাতো ধর্ম্মরাজসমীপতঃ।
প্রাণিনাং সদসৎ কর্ম্ম লেখায় স নিরূপিতঃ ॥

ব্রহ্মণাঽতীন্দ্রিয়জ্ঞানী দেবাগ্নোর্যজ্ঞভুক্ স বৈ। (১০)
ভোজনাচ্চ সদা তস্মাৎ আহুতির্দীয়তে দ্বিজৈঃ॥
ব্রহ্মকায়োদ্ভবো যস্মাৎ কায়স্থো জাতিরুচ্যতে।
নানা গোত্রাশ্চ তদ্বংশ্যাঃ কায়স্থা ভুবি সন্তি বৈ॥

ক্ষণকাল ধ্যানে নিমগ্ন থাকিলে পর ব্রহ্মার সর্ব্বকায় হইতে লেখনী ও মসীপাত্র সহ এক দিব্যরূপ পুরুষ উৎপন্ন হন। তিনি চিত্রগুপ্ত নামে খ্যাত। ব্রহ্মাকর্ত্তৃক তিনি ধর্ম্মরাজ সমীপে প্রাণিগণের সদসৎ কর্ম্মলেখনে নিযুক্ত হন। সেই অতীন্দ্রিয় জ্ঞানি পুরুষ দেবাগ্নিতে যজ্ঞ ভাগ প্রাপ্ত হন। তজ্জন্য ব্রাহ্মণগণ ভোজনকালে তাঁহাকে আহুতি দিয়া থাকেন। ব্রহ্মকায়োদ্ভব বলিয়া কায়স্থজাতি বলা হয়। তদ্‌বংশীয় কায়স্থগণ পৃথিবীতে নানা গোত্রে বিভক্ত আছেন।

ভবিষ্য পুরাণে।

দত্তাত্রেয় উবাচ ঃ—

ত্রিকালজ্ঞং মহাপ্রাজ্ঞং পুলস্ত্যমুনিপুঙ্গবম্।
উপসংগম্য পপ্রচ্ছ ভীষ্মঃ শাস্ত্রভৃতাং বরঃ॥
কায়স্থোৎপত্তয়ো লোকে খ্যাতাশ্চৈব মহামুনে।
ভূয় এব মহাপ্রাজ্ঞ! শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ॥
বৈষ্ণবা দানশীলাশ্চ পিতৃযজ্ঞপরায়ণাঃ।
সুধিয়ঃ সর্ব্বশাস্ত্রেষু কাব্যালঙ্কারবোধকাঃ॥
পোষ্টারো নিজবর্গাণাং ব্রাহ্মণানাং বিশেষতঃ।
তানহং শ্রোতুমিচ্ছামি কথয়স্ব মহামুনে॥

---

(১০) ১৯৩০ সংবতে কাশীর প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ যে ব্যবস্থা দিয়াছেন তাহাতে "দেবাগ্নৌ যজ্ঞভুক্ সদা"—পাঠ ধৃত হইয়াছে :

পুলস্ত্য উবাচ ঃ—

*   *   *   *

তচ্ছরীরা মহাবাহুঃ শ্যামঃ কমললোচনঃ।
কম্বুগ্রীবো গূঢ়শিরাঃ পূর্ণচন্দ্রনিভাননঃ॥
লেখনীচ্ছেদনীহস্তো মসাভাজনসংযুতঃ।
নিঃসৃত্য দর্শনে তস্থৌ ব্রহ্মণোঽব্যক্তজন্মনঃ।

*   *   *   *

ব্রহ্মোবাচ ঃ—

মচ্ছরীরাৎ সমুদ্ভূতস্তস্মাৎ কায়স্থসংজ্ঞকঃ।
চিত্রগুপ্তেতি নাম্না বৈ খ্যাতো ভুবি ভবিষ্যসি॥
ধর্ম্মাধর্ম্মবিবেকার্থং ধর্ম্মরাজপুরে সদা।
স্থিতি র্ভবতু তে বৎস মমাজ্ঞাং প্রাপ্য নিশ্চলাম্॥
ক্ষত্রবর্ণোচিতো ধর্ম্মঃ পালনীয়ো যথাবিধি।
প্রজাঃ সৃজস্ব ভো পুত্র ভুবি ভাবসমন্বিতাঃ॥

*   *   *   *

এই উপাখ্যানে দেখা যাইতেছে যে ভীষ্ম কায়স্থদিগকে বৈষ্ণব, দানশীল, সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, সজাতিপোষক, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণপ্রতি-পালক বলিয়া অভিহিত করিতেছেন। ব্রাহ্মণপোষক বলাতে কায়-স্থের ক্ষত্রিয়বর্ণত্বই সূচিত হইতেছে। ব্যবস্থাদর্পণের আলোচনায় এই উপাখ্যানের ব্যাখ্যা পূর্ব্বেই করা হইয়াছে।

পদ্মপুরাণে পাতালখণ্ডে।

সূতং প্রতি শৌনকাদ্যুক্তিঃ।
বিচিত্রো জগতাং হেতু র্ভগবচ্ছম্বদাশ্রয়ঃ।
তদুদ্ভবোপি বৈচিত্র্যো জগতঃ কৃতবান্ বিধিঃ॥

চিত্রোবিচিত্র ইতি তৎবিজ্ঞপ্তৌ তাবুভাবপি।
ধর্ম্মরাজস্য সচিবৌ দত্তাবস্যতু বেধসা॥
অসতাং দণ্ডনেতারৌ নৃপনীতিবিচক্ষণৌ।
কায়স্থসংজ্ঞয়া খ্যাতৌ সর্ব্বকায়স্থপূর্ব্বজৌ॥
লেখনজ্ঞানবিধিনা মুখ্যকার্য্যপরায়ণৌ।
*   *   *   *

ব্রহ্মোবাচ ঃ— *   *   *   *

ভবন্তৌ ক্ষত্রবর্ণস্থৌ দ্বিজন্মানৌ মহাশয়ৌ। *   *

সকল বস্তুর আশ্রয় বিচিত্র ভগবান্ জগতের হেতু। তাঁহা হইতে উৎপন্ন বৈচিত্রে ব্রহ্মা জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই জগতের সকল তথ্য অবগতির জন্য ব্রহ্মা চিত্র ও বিচিত্র এই উভয়কে সচিবরূপে ধর্ম্মরাজকে প্রদান করেন। তাঁহারা অসৎদিগের দণ্ডদাতা, রাজনীতি বিশারদ, কায়স্থনামে খ্যাত এবং সকল কায়স্থের পূর্ব্বজাত। লেখন বিষয়ে নৈপুণ্য হেতু তাঁহারা শ্রেষ্ঠকার্য্য অবলম্বন করিয়াছিলেন।

চিত্র ও বিচিত্র বর্ণধর্ম্ম সম্বন্ধে ব্রহ্মার উপদেশ প্রার্থনা করিলে ব্রহ্মা বলিলেন, 'তোমরা দুইজন ক্ষত্রিয়বর্ণস্থ, দ্বিজন্মা ও মহাশয়' ইত্যাদি।

এই সকল বচন প্রমাণ উদ্ধার করিয়া বাচস্পতি মহাশয় যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল ঃ—

"এবং চিত্রগুপ্তবংশ্যানাং চন্দ্রসেনবংশ্যানাঞ্চ ক্ষত্রিয়বদুপনয়ন বেদাধিকারে স্থিতে কালবশাৎ তদন্বয়জাতানামুপনয়নাদিলোপাৎ ব্রাত্যক্ষত্রিয়ত্বম্। ব্রাত্যানাঞ্চাকৃতপ্রায়শ্চিত্তানাম্ উপনয়নাদি রাহিত্যাৎ শূদ্রধর্ম্মত্বম্। * * ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্তঞ্চ মিতাক্ষরায়া-মাপস্তম্বেনোক্তং যথা "যস্যপিতৃপিতামহাবনুপনীতৌ স্যাতাং তস্য সংবৎসরং ত্রৈবিদ্যকং ব্রহ্মচর্য্যং, যস্য প্রপিতামহাদের্নানুস্মর্য্যতে উপনয়নং

তস্য দ্বাদশবার্ষিকং ত্রৈবিদ্যকং ব্রহ্মচর্য্যং।" * * বহুকাল-পতিতসাবিত্রীকস্যাপি প্রাগুক্ত-আপস্তম্ববচনেন প্রায়শ্চিত্তস্য বিধানাৎ তথা প্রায়শ্চিত্তাচরণে চ উপনয়নাদ্যধিকারিতা ভবিতু মর্হত্যেব।"

অর্থাৎ "চিত্রগুপ্ত বংশীয়দিগের এবং চন্দ্রসেনবংশীয়দিগের ক্ষত্রিয়বৎ উপনয়ন ও বেদাধিকার ছিল, কালবশে তাঁহাদের সন্ততিগণের উপনয়নাদি লোপহেতু এক্ষণ ব্রাত্যক্ষাত্রিয়ত্ব হইয়াছে। ব্রাত্যগণ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া যজ্ঞোপবীত গ্রহণ না করিলে উপনয়নাদি লোপহেতু তাহাদের শূদ্রবৎ ধর্ম্ম পালনীয় হয়। মিতাক্ষরাতে আপস্তম্বোক্ত ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্তের এইরূপ বিধান রহিয়াছে ঃ— যাহার পিতা ও পিতামহ অনুপনীত তাহার সংবৎসর ত্রৈবিদ্যক ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করিয়া উপবীত গ্রহণ করিতে হইবে। আর যাহার প্রপিতামহাদিরও উপনয়ন স্মরণ হয় না তাহার দ্বাদশবার্ষিক ত্রৈবিদ্যক ব্রহ্মচর্য্যব্রত সম্পন্ন করিলে পর উপনয়ন হইবে। বহুপুরুষ যাবৎ যাহাদের উপনয়ন লোপ হইয়াছে তাহাদেরও পূর্ব্বোক্ত আপস্তম্ব বচন মতে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া উপনয়-নাদি সংস্কার গ্রহণের অধিকার আছে।"(১১)

অর্থদ্বারা সংগৃহীত ব্যবস্থার প্রতি অনেকে আস্থাহীন, কিন্তু ব্যবস্থা দর্পণ ও বাচস্পত্য অভিধানের নিরপেক্ষ অভিমত কেহ অগ্রাহ্য করিতে পারেন না। কায়স্থ সমাজের বর্ত্তমান আন্দোলনের বহু পূর্ব্বে এই উভয়গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে। উভয় লেখকই প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণপণ্ডিত। একজন হিন্দু-আইন, অপরজন সুবৃহৎ কোষশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া-ছেন। উভয়কেই বিশেষ দায়িত্ব জ্ঞানের সহিত নিজ নিজ অভিমত ব্যক্ত করিতে হইয়াছে।

---

(১১) এ বিষয়ের বিশেষ আলোচনা "প্রায়শ্চিত্ত" অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

৩। অন্য পৌরাণিক প্রমাণ।

স্কন্দপুরাণে প্রভাসখণ্ডে।

মিত্রো নাম পুরা দেবি ধর্ম্মাত্মাভূদ্ধরাতলে ॥২
কায়স্থঃ সর্ব্বভূতানাং নিত্যং প্রিয় হিতে রতঃ।
তস্যাপত্যং হ্যযং যজ্ঞে ঋতুকালাভিগামিনঃ ॥ ৩
পুত্রঃ পরম তেজস্বী চিত্রোনাম বরাননে।
তথা চিত্রাভবৎ কন্যা রূপাঢ্যাশীলমণ্ডনা ॥ ৪
আভ্যাং তু জাতমাত্রাভ্যাং মিত্রঃ পঞ্চত্বমাপ্তবান্।
অথ তস্য চ সা ভার্য্যা সহ তেনাগ্নিমাবিশৎ ॥ ৫
অথ তৌ বালকৌ দীনাবৃষিভিঃ পরিপালিতৌ।
বৃদ্ধিং গতৌ মহারণ্যে বালাবেব স্থিতৌ ব্রতে ॥ ৬
প্রভাস ক্ষেত্র মাসাদ্য তপঃ পরম মাস্থিতৌ।
প্রতিষ্ঠাপ্য মহাদেবং ভাস্করং বারিতস্করম্ ॥ ৭

* *

ততঃ সর্ব্বজ্ঞতাং প্রাপ্তশ্চিত্রো মিত্রকুলোদ্ভবঃ।
তং জ্ঞাত্বা ধর্ম্মরাজস্তু বুদ্ধ্যা চ পরয়া যুতং ॥ ৩৪
চিন্তয়ামাস মেধাবী লেখকোহয়ং ভবেদ্ যদি।
ততো মে সর্ব্বসিদ্ধিস্তু নিবৃত্তিশ্চ পরা ভবেৎ ॥ ৩৫
এবং চিন্তয়ত স্তস্য ধর্ম্মরাজস্য ভামিনি।
অগ্নিতীর্থগতশ্চিত্রঃ স্নানার্থং লবণাম্ভসি ॥ ৩৬
স তত্র প্রাবিশন্নেব নীতস্তু যমকিঙ্করৈঃ।
সশরীরো মহাদেবি যমাদেশপরায়ণৈঃ ॥ ৩৭
স চিত্রগুপ্ত নামাভূদ্ বিশ্বচারিত্র লেখকঃ। ১২৩ অঃ। (১)

(১) এসিয়াটিক সোসাইটীতে রক্ষিত প্রাচীন হস্তলিপি দেখুন।

শিব পার্ব্বতীকে বলিতেছেন, হে দেবি পুরাকালে পৃথিবীতে মিত্র নামে সতত সর্ব্বভূতের হিতে রত এক ধর্ম্মাত্মা কায়স্থ ছিলেন। তাঁহার চিত্র নামে এক পরম তেজস্বী পুত্র ও চিত্রা নামে এক রূপবতী ও শীলবতী কন্যা জন্মে। এ দুইয়ের জন্ম মাত্রেই মিত্র পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। তাঁহার ভার্য্যা তাঁহার সহিত অগ্নিতে প্রবেশ করেন। ঐ দীন শিশুদ্বয় ঋষিগণ কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হন এবং মহারণ্যে শৈশব হইতেই ব্রতশীল হইয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হন এবং প্রভাস ক্ষেত্রে যাইয়া সূর্য্যবিগ্রহ স্থাপন করিয়া পরম তপস্যায় লিপ্ত হন। * এইরূপে মিত্রকুলোদ্ভব চিত্র সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করেন। পরমাবুদ্ধিযুক্ত তাঁহাকে ধর্ম্মরাজ জানিতে পারিয়া চিন্তা করিলেন.এই মেধাবী লেখক হইলে আমার সর্ব্বসিদ্ধি এবং পরমা শান্তি লাভ হইবে। ধর্ম্মরাজ এইরূপে চিন্তা করিতেছেন. এদিকে চিত্র একদা অগ্নিতীর্থে যাইয়া স্নানার্থ লবণসমুদ্রে প্রবেশ করিবেন এমন সময় ধর্ম্মরাজের আদেশে যমকিঙ্করগণ চিত্রকে শশরীরে যম-পুরীতে লইয়া গেলেন। সেই চিত্রই বিশ্বচারিত্রলেখক চিত্রগুপ্ত নামে খ্যাত হন।

এই উপাখ্যানে চিত্রগুপ্ত কোন্ বর্ণ তাহা উক্ত হয় নাই; কিন্তু তাঁহার উগ্র তপস্যা ও অসামান্য গুণাবলি এবং তাঁহার মাতাপিতার শ্রেষ্ঠ চরিত্র কথা হইতে সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে তিনি ক্ষাত্রিয় হইতে নিম্নবর্ণের হইতে পারেন না।

গরুড় পুরাণে।

ব্রহ্মণা নির্ম্মিতং পূর্ব্বং বিষ্ণুনা পালিতং তদা।
রুদ্রঃ সংহারমূর্ত্তিশ্চ নির্ম্মিতো ব্রহ্মণা ততঃ॥ ৭
বায়ুঃ সর্ব্বগতঃ সৃষ্টঃ সূর্য্যস্তেজোবিবৃদ্ধিমান্।
ধর্ম্মরাজস্ততঃ সৃষ্ট শ্চিত্রগুপ্তেন সংযুতঃ॥ ৮

প্রেতকল্পে ৭ম অঃ। (২)

(২) সোসাইটীর পুস্তক। বঙ্গবাসি সংস্করণেও এই শ্লোক কয়টী আছে।

ব্রহ্মা প্রথমে জগত্ সৃষ্টি করেন এবং বিষ্ণু তাহা পালন করেন; রুদ্র জগত্ সংহার করিলে ব্রহ্মা পুনরায় নির্ম্মাণ করেন। তিনি সর্ব্বগত বায়ু, এবং বর্দ্ধনশীলতেজোবিশিষ্ট সূর্য্যকে সৃষ্টি করেন। তৎপর চিত্রগুপ্তকে সহ ধর্ম্মরাজকে সৃষ্টি করেন।

অতএব দেখা যাইতেছে যে গরুড় পুরাণ মতে চিত্রগুপ্ত ধর্ম্মরাজের সহজন্মা। ধর্ম্মরাজ যম ক্ষাত্রিয়বর্ণ, সুতরাং ধর্ম্মরাজের সহজন্মা চিত্রগুপ্তও ক্ষত্রিয়বর্ণ।

চিত্রগুপ্তের অলৌকিক উৎপত্তি বিবরণ ভিন্ন ২ পুরাণে ভিন্ন ২ রূপ দৃষ্ট হয় কেন, এই প্রশ্নের উত্তরে পণ্ডিতগণ বলেন—ভিন্ন ২ কল্পের ভিন্ন ২ উৎপত্তি পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে। অন্যান্য দেবগণের উৎপত্তি সম্বন্ধেও এই কথা।

গরুড় পুরাণের উত্তর খণ্ডে এই শ্লোকটী দৃষ্ট হয়ঃ—

চিত্রগুপ্ত পুরং তত্র যোজনানান্তু বিংশতিঃ।
কায়স্থাস্তত্র পশ্যন্তি পাপ পুণ্যানি সর্ব্বশঃ॥ ২।১৯ অঃ।

ধর্ম্মরাজপুরীতে বিংশতি যোজন বিস্তৃত চিত্রগুপ্তপুর আছে। তথায় কায়স্থগণ প্রাণিগণের পাপ পুণ্য দর্শনে নিযুক্ত আছেন।

৪। চিত্রগুপ্ত দেবসমাজে সম্মানিত, পূজার্হ ও তর্পণীয়।

বাচস্পত্য অভিধানে চিত্রগুপ্ত শব্দে স্কন্দপুরাণ প্রভাসখণ্ডের নিম্নোক্ত বচন উদ্ধৃত হইয়াছেঃ—

সপ্তম্যাং নিয়তাহারো যস্তং পূজয়তে নরঃ।
সপ্ত জন্মানি দারিদ্র্যং ন দুঃখং তস্য জায়তে॥

সপ্তমীতে সংযতাহার হইয়া যে চিত্রগুপ্তের পূজা করে, তাহার সপ্তজন্ম মধ্যে দারিদ্র্য বা দুঃখ হইবে না। (১)

উক্ত অভিধানে আরও উক্ত হইয়াছে—"পুরাণসমুচ্চয়ে শিবধর্ম্মোত্তরে উক্তো যথা :—

নির্ভর্ৎসয়তি চাত্যর্থং যমস্তান্ পাপকর্ম্মিণঃ।
চিত্রগুপ্তশ্চ ভগবান্ ধর্ম্মবাক্যৈঃ প্রবোধয়েৎ॥
ভো ভো দুষ্কৃতকর্ম্মাণঃ পরদ্রব্যাপহারিণঃ।
গর্ব্বিতা রূপবীর্য্যার্থৈঃ পরদারবিমর্দ্দকাঃ॥ * *"

অর্থাৎ যম পাপীদিগকে অত্যন্ত ভর্ৎসনা করিতেছেন এবং ভগবান্ চিত্রগুপ্ত ধর্ম্মবাক্যে প্রবোধ দিতেছেন।

মহাভারতে অনুশাসনপর্ব্বে

চিত্রগুপ্তরহস্য নামক ১৩০ অধ্যায়ে উক্ত আছে যে একদা ঋষিগণ, পিতৃগণ ও দেবগণ তপোবৃদ্ধা অরুন্ধতী দেবীর নিকট ধর্ম্মরহস্য শ্রবণ করিতে উপস্থিত হন। দেবী অরুন্ধতী কপিলাদানাদি ধর্ম্মরহস্য বলিলে ব্রহ্মাদি দেবগণ অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। তৎপর যম বলিলেন, আপনার রমণীয় দিব্য ধর্ম্ম কথা আমি শ্রবণ করিয়াছি। এখন আমার প্রিয় চিত্রগুপ্তকথিত ধর্ম্ম শ্রবণ করুন। এই ধর্ম্মরহস্য মহর্ষিদিগের এবং আত্মহিতকামী মনুষ্যগণের শ্রদ্ধা পূর্ব্বক শ্রবণ করা উচিত।

রমণীয়া কথা দিব্যা যুষ্মত্তো যা ময়া শ্রুতা।
শ্রূয়তাং চিত্রগুপ্তস্য ভাষিতং মম চ প্রিয়ম্॥ ১৪।

---

(১) রঘুনন্দনের তিথিতত্ত্বে, গরুড—উত্তর খণ্ড. ৭ অধ্যায়ে, মৎস্য ৯৩ অধ্যায়ে, মহাভারত—অনুশাসন, ১২৫ অধ্যায়ে এবং ভবিষ্যপুরাণীয় চিত্রগুপ্তব্রতকথা সন্দর্ভে চিত্রগুপ্তের প্রীত্যর্থে পূজার উল্লেখ আছে।

রহস্যং ধর্ম্মসংযুক্তং শক্যং শ্রোতুং মহর্ষিভিঃ।
শ্রদ্দধানেন মর্ত্ত্যেন আত্মনো হিতমিচ্ছতা॥ ১৫।

*　　*　　*　　*

অয়ং চৈবাপরো ধর্ম্মশ্চিত্রগুপ্তেন ভাষিতঃ॥ ২০।
ফলমস্য পৃথক্তে্ন শ্রোতু মর্হন্তি সত্তমাঃ।

*　　*　　*　　*

চিত্রগুপ্ত মতং শ্রুত্বা হৃষ্টরোমা বিভাবসুঃ॥ ৩৪।
উবাচ দেবতাঃ সর্ব্বাঃ পিতৄংশ্চৈব মহাদ্যুতিঃ।
শ্রুতং হি চিত্রগুপ্তস্য ধর্ম্মগুহ্যং মহাত্মনঃ॥ ৩৬। * *

যম চিত্রগুপ্ত কথিত বিভিন্ন ধর্ম্মরহস্য বিবৃত করিলে তাহা শ্রবণ করিযা মহাদীপ্তিশালী সূর্য্যদেব পুলকিত হইলেন এবং সমুদয় দেবগণও পিতৃগণকে বলিলেন, মহাত্মা চিত্রগুপ্ত কথিত ধর্ম্মের গূঢ় রহস্য আপনারা শ্রবণ করিয়াছেন, যে মানব শ্রদ্ধা পূর্ব্বক মহাত্মা ব্রাহ্মণগণকে এইরূপ দান করে তাহার আর ভয় নাই।

ধর্ম্মরহস্য বেত্তা চিত্রগুপ্ত দেবসমাজে কিরূপ সম্মানিত ছিলেন মহাভারতের এই বাক্য হইতে তাহা জানা যাইতেছে। যাহারা চিত্রগুপ্তকে ধর্ম্মরাজ সদনে পাপ পুণ্যের লেখক মাত্র মনে করেন এই সকল প্রমাণে তাহাদের অজ্ঞতা দূরীভূত হইবে।

যম তর্পণম্।

যমায় ধর্ম্মরাজায় মৃত্যবে চান্তকায়চ।
বৈবস্বতায় কালায় সর্ব্বভূতক্ষয়ায়চ॥
ঔড়ুম্বরায় দধ্নায় নীলায় পরমেষ্ঠিনে।
বৃকোদরায় চিত্রায় চিত্রগুপ্তায় বৈ নমঃ॥

চতুর্দ্দশভুবনে চতুর্দ্দশ যম বিরাজ করেন, তন্মধ্যে চিত্রগুপ্ত একতর যম, সর্ব্ব বর্ণের নমস্য ও তর্পণীয়।

বলি বৈশ্যদেব বিধিতে মন্ত্র দৃষ্ট হয় ঃ—

"ধর্ম্মরাজ চিত্রগুপ্তাভ্যাং নমঃ।"

পদ্মপুরাণ সৃষ্টিখণ্ডের বচনে প্রদর্শিত হইয়াছে যে চিত্রগুপ্তকে দ্বিজগণ ভোজন কালে আহুতি দিয়া থাকেন। ধর্ম্মশাস্ত্রেও তদ্রূপ আদেশ দৃষ্ট হয় ঃ—

উশনঃ সংহিতা।

চিত্রগুপ্তবলিং দত্বা তদন্নং পরিষিচ্য চ।

অমৃতোপস্তরণমসীত্যাপোশনক্রিয়াং চরেৎ॥ ৩।৯৮

ব্যাহৃতি উচ্চারণ পূর্ব্বক জলদ্বারা ভোজ্য অন্ন বেষ্টন করিয়া চিত্রগুপ্তকে অন্ন বলি দিবে। তৎপর 'অমৃতোপস্তরণমসি' বলিয়া আপোশন ক্রিয়া করিবে।

যাঁহাকে দ্বিজগণ ভোজনকালে আহুতি দিতে আদিষ্ট হইয়াছেন, যিনি সকলের নমস্য ও তর্পণীয়, তিনি ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় ব্যতীত অন্যবর্ণ হইতে পারেন না। সর্ব্বমানবের পূজ্য ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ ও বুদ্ধদেব ক্ষত্রিয়কুলেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ভগবান্ চিত্রগুপ্তদেব ক্ষত্রিয় বলিয়াই সর্ব্ববর্ণের অর্চ্চনীয় ও তর্পণীয় হইয়াছেন।

৫। কায়স্থ রাজ-লেখক ও গণক, সান্ধি-বিগ্রহিক ও বেদাধিকারী।

বিষ্ণু সংহিতা।

অথ লেখ্যং ত্রিবিধং। রাজসাক্ষিকম্ সসাক্ষিকমসাক্ষিকঞ্চ।

রাজাধিকরণে তন্নিযুক্তকায়স্থকৃতং তদধ্যক্ষকরচিহ্নিতং রাজসাক্ষিকম্॥

৩।৭ অঃ

লেখ্য বা দলিল তিনপ্রকার—রাজসাক্ষিক, সসাক্ষিক ও অসাক্ষিক। রাজার ধর্ম্মাধিকরণে রাজনিযুক্ত কায়স্থ লিখিত এবং ধর্ম্মাধিকরণের অধ্যক্ষের করচিহ্নিত যে দলিল তাহাই রাজসাক্ষিক।

বৃহৎপরাশর সংহিতা।

শুচীন্ প্রজ্ঞাংশ্চ ধর্ম্মজ্ঞান্ বিপ্রান্ মুদ্রাকরান্বিতান্।
লেখকানপি কায়স্থান্ লেখ্যকৃত্য বিচক্ষণান্॥ ১০।১০ অঃ

রাজা শুচি, জ্ঞানবান্, ধর্ম্মজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগকে মুদ্রাকরান্বিত করিবেন (সহি মোহর প্রয়োগের দায়িত্ব অর্পণ করিবেন); এবং লেখ্যরচনায় বিচক্ষণ কায়স্থদিগকে লেখক নিযুক্ত করিবেন।

শুক্রনীতিসার। (১)

গ্রামপো ব্রাহ্মণো যোজ্যঃ কায়স্থো লেখক স্তথা।
শুল্কগ্রাহী তু বৈশ্যো হি প্রতিহারশ্চ পাদজঃ॥ ৪২৮।২ অঃ

গ্রামনেতা ব্রাহ্মণকে নিযুক্ত করিবে, লেখক কায়স্থকে, তহসিলদার বৈশ্যকে এবং চৌকিদার শূদ্রকে নিযুক্ত করিবে। কেহ কেহ বলিয়াছেন, ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত কায়স্থ শব্দ জাতিবাচক নহে, কর্ম্মোপাধি মাত্র। বৃহৎপরাশর ও শুক্রনীতির বচনে সেই সংশয় নিরাকৃত হইতেছে।

মিতাক্ষরা।

"কায়স্থা গণকা লেখকাশ্চ।" ব্যবহারাধ্যায়।

কায়স্থ গণক ও লেখক। প্রাচীনকালে এই গণক ও লেখকগণ

---

(১) এই নীতি শাস্ত্র সম্বন্ধে শান্তিপর্ব্বের ৫৯ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে ব্রহ্মা লক্ষাধ্যায় যুক্ত নীতিশাস্ত্র প্রণয়ন করেন, ক্রমে মহেশ্বর, ইন্দ্র, বৃহস্পতি ও যোগাচার্য্য ভগবান্ শুক্রাচার্য্য তাহার সংক্ষেপ করেন। মহাভারতে উল্লেখ থাকাতে এই নীতিশাস্ত্রের প্রাচীনতা প্রমাণিত হইতেছে।

রাজ্যের আয়ব্যয় সংক্রান্ত কার্য্য এবং লেখাপড়ার যাবতীয় কার্য্য করিতেন। কেহ কেহ কায়স্থকে হীন করিবার জন্য গণক ও লেখক শব্দদ্বয়ের 'পোদ্দার' ও 'মুহুরি' অর্থ করিয়াছেন। তাঁহাদের শাস্ত্রার্থজ্ঞানের প্রশংসা করিতে পারি না।

মহাভারত।

সভাপর্ব্ব ৪র্থ অধ্যায়ে গণক-লেখকের এইরূপ উল্লেখ রহিয়াছে ঃ—

কচ্চিচ্চায়ব্যয়ে যুক্তাঃ সর্ব্বে গণকলেখকৌ।
অনুতিষ্ঠন্তি পূর্ব্বাহ্ণে নিত্যমায়ব্যয়ং তব॥

গণক ও লেখকগণ রাজ্যের আয়ব্যয় সংক্রান্ত কার্য্য যথারীতি নির্ব্বাহ করেন কিনা, রাজাকে তাহা জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে। এই গণক-লেখক সামান্য পোদ্দার বা মুহুরি নহেন। সেকালকার গণকই আজকালকার একাউন্টেণ্ট জেনারেল ও ফাইন্যান্স মিনিষ্টারের কার্য্য করিতেন।

নারদসংহিতায়

রাজ্যশাসনের যে আটটি সাধনাঙ্গ উল্লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে গণক-লেখক একটী। যথা ঃ—

রাজা সৎপুরুষঃ সভ্যাঃ শাস্ত্রং গণকলেখকৌ।
হিরণ্যমগ্নি রুদকমষ্টাঙ্গঃ সমুদাহৃতঃ॥ ১।১৫

শুক্রনীতিসারে

রাজ্যের দশটী সাধনাঙ্গ উল্লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে গণক ও লেখক দুইটী। যথা ঃ—

নৃপোঽধিকৃত সভ্যাশ্চ স্মৃতির্গণকলেখকৌ।
হোমাগ্ন্যম্বু স্বপুরুষাঃ সাধনাঙ্গানি বৈ দশ॥ ৪ অঃ

যে গণক ও লেখক রাজ্যের অপরিহার্য্য সাধনাঙ্গ, তাঁহারা পোদ্দার বা মুহুরি নহেন।

রাজার গণক ও লেখকের বিশেষ লক্ষণ শাস্ত্রে যেরূপ উক্ত হইয়াছে তাহাও নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

শুক্রনীতি।

গণকো গণয়েদর্থং লিখেন্ন্যায্যঞ্চ লেখকঃ॥
শব্দাভিধানতত্ত্বজ্ঞৌ গণনাকুশলৌ শুচী।
নানা লিপিজ্ঞৌ কর্ত্তব্যৌ রাজ্ঞা গণকলেখকৌ॥ ৪অঃ।

গণক অর্থ গণনা করিবেন, লেখক ন্যায্য লিখিবেন। গণক ও লেখক শুচি, গণনাকুশল, শব্দশাস্ত্রজ্ঞ ও নানা লিপিজ্ঞ হইবেন। গণক অর্থ গণনা করিবেন, এই কথার অর্থ এই নহে যে কেবল এক দুই করিয়া মুদ্রা গণনা করিবেন, আয় ব্যয় সংক্রান্ত রাজকার্য্য করিবেন ইহাই শাস্ত্রের অভিপ্রায়। কেবল মুদ্রাসংখ্যা গণনার জন্য শব্দশাস্ত্রজ্ঞ হওয়ার প্রয়োজন কি?

মৎস্য পুরাণ।

উপায়বাক্যকুশলঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ।
বহ্বর্থবক্তা চাল্পেন লেখকঃ স্যান্নৃপোত্তমঃ॥ ১১৫ অঃ

রাজকার্য্যে, লিপিলেখনাদিতে যে স্থলে যেরূপ বাক্য প্রয়োগ আবশ্যক তাহা নির্ণয় করিতে যিনি দক্ষ, যিনি সর্ব্বশাস্ত্রে সুপাণ্ডিত, অল্প কথায় যিনি বহু অর্থ প্রকাশ করিতে পারেন এমন ব্যক্তি রাজার লেখক হইবেন।

গরুড় পুরাণ উত্তর খণ্ড।

মেধাবী বাকপটুঃ প্রাজ্ঞঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্ব্বশাস্ত্রসমালোকী হ্যেষ সাধুঃ স লেখকঃ॥ ১১২অঃ

যিনি সর্ব্বশাস্ত্র সম্যক্ দর্শন করিয়াছেন, যিনি মেধাবী. বাক্ পটু, প্রাজ্ঞ, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় ও সাধু তিনি রাজার লেখক হইবেন।

এই লেখক যে দ্বিজাতি এই সকল লক্ষণ দ্বারা তাহা সম্যক্ প্রমাণিত হইতেছে।

বীরমিত্রোদয়।

মিত্রমিশ্র বীরমিত্রোদয় নামক নিবন্ধের ব্যবহারাধ্যায়ে ব্যাস-বচন উদ্ধার করিয়াছেন ঃ—

"অর্থি-প্রত্যর্থিনৌ সভ্যাল্লেখকঃ প্রেক্ষকাশ্রয়ঃ।
ধর্ম্মবাক্যে রঞ্জয়তি সভাস্তারয়িতাস্ময়াৎ॥
স্ফুটলেখং নিযুঞ্জীত শব্দলাক্ষণিকং শুচিম্।
স্ফুটাক্ষরং জিতক্রোধমলুব্ধং সত্যবাদিনম্॥
ত্রিস্কন্ধং জ্যোতিষাভিজ্ঞং স্ফুটপ্রত্যয়কারকম্।
শ্রুতাধ্যয়নসম্পন্নং গণকং যোজেয়েন্নৃপঃ॥

নিবন্ধকার এই বচন সম্বন্ধে মন্তব্য লিখিয়াছেনঃ—

"শ্রুতাধ্যয়ন সম্পন্নমিত্যুক্তৈর্গণকো দ্বিজাতি স্তৎসাহচর্য্যাৎ লেখকোপি দ্বিজাতিঃ।" অর্থাৎ শ্রুতাধ্যয়নসম্পন্ন বলাতে গণকের দ্বিজাতিত্ব এবং তৎসাহচর্য্যবশতঃ লেখকেরও দ্বিজাতিত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে।

কায়স্থই রাজার লেখক ও গণক ; এই লেখক ও গণককে সর্ব্ব-শাস্ত্রবিশারদ ও শ্রুতাধ্যয়নসম্পন্ন বলাতে তাহার দ্বিজাতিত্ব নিঃসন্দেহ-রূপে প্রমাণিত হইতেছে। লেখক ও গণকের আর যে সকল উচ্চগুণ শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, তদ্দ্বারাও তাহাদের দ্বিজাতিত্ব প্রমাণিত হয়।

এই ব্যাসবচন সম্বন্ধে দুইটী আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে। প্রথম আপত্তি—"শ্রুতাধ্যয়ন সম্পন্ন" বলিতে যে বেদাধ্যয়নসম্পন্ন বুঝাইবে তাহার প্রমাণ কি? প্রমাণ নিবন্ধকার স্বয়ং এবং বিজ্ঞানেশ্বর। "শ্রুতাধ্যয়নশালিনঃ শ্রুতাধ্যয়নসম্পন্নাঃ। শ্রুতেন মীমাংসা ব্যাকরণাদি শ্রবণেন অধ্যয়নেন বেদাধ্যয়নেন সম্পন্নাঃ।" মিতাক্ষরা ২।২

দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, এই গণক কায়স্থগণক নহে; গণক অর্থ গ্রহাচার্য্য ব্রাহ্মণ, কেননা তাহাকে জ্যোতিষাভিজ্ঞ বলা হইয়াছে। উদ্ধৃত তিনটী বচন পাঠ করিলেই এই সংশয় দুর হইতে পারে। অন্যান্য শাস্ত্রে যে রাজসভাস্থ গণক ও লেখকের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, এস্থলেও সেই গণক ও লেখকের বিষয়ই উক্ত হইয়াছে। অশুচি, পতিত গ্রহাচার্য্য রাজসভাস্থ গণক হইতে পারে না। সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ কায়স্থ গণক ও লেখকগণের জ্যোতিষাভিজ্ঞ হওয়ারও প্রয়োজন ছিল উক্তবচন হইতে ইহাই জানিতে পারা যায়। গ্রহাচার্য্যেরা গ্রহাদির অবস্থান বিষয়ক গণনা করেন বলিয়া তাহাদিগকেও গণক বলে, এইমাত্র।

রাজসাক্ষী।

রাজসভাস্থ লেখক রাজার রাজকার্য্যের সাক্ষী বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছেন।—

লেখকঃ প্রাড্‌বিবাকশ্চ সভ্যাশ্চৈবানুপূর্ব্বশঃ।
নৃপে পশ্যতি তৎকার্য্যং সাক্ষিণঃ সমুদাহৃতাঃ॥

ব্যবহারাধ্যায়ে মিতাক্ষরাধৃত বচন।

মনু বলিয়াছেন দ্বিজাতির সাক্ষী সদৃশ দ্বিজাতিকে করিতে হইবে:—

স্ত্রীণাং সাক্ষ্যং স্ত্রিয়ঃ কুর্য্যু দ্বিজানাং সদৃশা দ্বিজাঃ।
শূদ্রাশ্চ সন্তঃ শূদ্রাণাম ন্ত্যানাম ন্ত্যযোনয়ঃ॥ ৮অঃ

এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে কায়স্থ লেখক রাজার সদৃশ দ্বিজাতি।

সান্ধিবিগ্রহিক।

প্রাচীনকালে কায়স্থ লেখকগণই রাজগণের তাম্রশাসনাদি লিখিতেন এবং সান্ধিবিগ্রহিক মন্ত্রীর কার্য্য করিতেন।

সান্ধিবিগ্রহকারী তু ভবেদ্ যস্তস্য লেখকঃ।
স্বয়ংরাজ্ঞা সমাদিষ্টঃ স লিখেৎ রাজশাসনম্॥

মিতাক্ষরা, আচার অধ্যায়।

রাজার সন্ধিবিগ্রহকারী যে লেখক তিনি স্বয়ং রাজার দ্বারা আদিষ্ট হইয়া রাজশাসন লিখিবেন।

অপরার্কের যাজ্ঞবল্ক্যনিবন্ধেও এইরূপ ব্যাসবচন দৃষ্ট হয়ঃ—

রাজ্ঞাতু স্বয়মাদিষ্টঃ সন্ধিবিগ্রহলেখকঃ।
তাম্রপট্টে পটে বাপি প্রালখে দ্রাজশাসনম্॥

সন্ধিবিগ্রহলেখক স্বয়ং রাজকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া তামার পাতে বা সাধারণ পটে রাজশাসন লিখিবেন।

মেধাতিথি মনুর অষ্টম অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকের ভাষ্যে লিখিয়াছেন—"রাজাগ্রহারশাসনান্যেককায়স্থহস্তলিখিতান্যেব প্রমাণী ভবন্তি।"

অর্থাৎ রাজদত্ত ব্রহ্মোত্তর ভূম্যাদির শাসনপত্র যাহা কেবল কায়স্থহস্তলিখিত তাহাই প্রমাণ বলিয়া গণ্য। অতএব কায়স্থ সান্ধিবিগ্রাহকগণই যে প্রাচীনকালে রাজাদের শাসন পত্রাদি লিখিতেন তাহা সুস্পষ্ট জানা যাইতেছে। বিদেশীয় ও স্বদেশীয় প্রাত্নতত্ত্বিকগণের অনুসন্ধানে যে সকল প্রাচীন তাম্রশাসন ও শিলালিপি সংগৃহীত হইয়াছে তাহার অধিকাংশেরই শেষভাগে কায়স্থ সান্ধিবিগ্রহিকের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে।

৮৬৬ সংবতে উৎকীর্ণ চেদিরাজ জাজল্ল দেবের শিলালিপিতে একজন গৌড় কায়স্থের পরিচয় এইরূপ লিখিত হইয়াছে ঃ—

"গুরুপ্রস্পর্দ্ধি-মন্ত্রাগ্রণী কায়স্থোঽসমশাস্ত্রসারস্মৃতিঃ শ্রীমান্ স গৌড়ান্বয়ঃ।" (১)

রাজার উপর প্রভাবে ও মন্ত্রণা বিষয়ে যিনি শুক্রর প্রতিদ্বন্দ্বী, কায়স্থ, শাস্ত্রজ্ঞানে যাহার সমকক্ষ নাই, সেই শ্রীমান্ গৌড় বংশীয়।

জাজল্লদেবের আর একখানি প্রশস্তি ফলকে বাস্তব্যবংশীয় রত্নসিংহের এইরূপ পরিচয় রহিয়াছে ঃ—

কাশ্যপীয়াক্ষপাদীয় নয়সিদ্ধান্তবেদিনা।
বিপক্ষবাদিসিংহেন রত্নসিংহেন ধীমতা॥

বাস্তব্যবংশকমলাকরভানুনেয়ং মামেসুতেন রচিতা রুচিরা প্রশস্তিঃ। (২)

যিনি কাশ্যপীয় ও অক্ষপাদায় নীতিসিদ্ধান্ত অবগত আছেন, যিনি বিপক্ষবাদিপণ্ডিতগণের সিংহস্বরূপ, সেই বাস্তব্যবংশীয় মামেপুত্র রত্নসিংহ কর্ত্তৃক এই সুন্দর প্রশস্তি রচিত হইয়াছে।

চেদিরাজ পৃথ্বাদেবের শিলাফলকে এই রত্নসিংহের পুত্র দেবগণের এইরূপ পরিচয় লিখিত হইয়াছে ঃ—

নিঃশেষাগমশুদ্ধবোধবিভবঃ কাব্যেষু যো ভব্যধী ঃ
সংতর্কাম্বুধিপারগো ভৃগুসুতো যো দণ্ডনীতৌ মতঃ। (৩)

নিখিল শাস্ত্রালোচনায় যাঁহার বুদ্ধি বিশুদ্ধ হইয়াছে, যিনি কাব্যে সুপণ্ডিত, যিনি তর্কসাগরের পারগামী, যিনি দণ্ডনীতি জ্ঞানে ভার্গব শুক্রাচার্য্য সদৃশ, সেই দেবগণ এই প্রশস্তি রচনা করিয়াছেন।

দশম শতাব্দীতে উৎকীর্ণ জয়াদিত্যের তাম্রফলকে কায়স্থ নাগদত্তের পরিচয়ে আছে ঃ—

(১), (২), (৩)—Epigraphica Indica vol. I,

স্বগতপ্রতিমঃ কৃপয়া গুণনিধিরভবজ্জিতেন্দ্রিয়ো বিদ্বান্।
বিপ্রিয়বাদে বিমুখঃ কায়স্থ নাগদত্ত ইতি ॥
সচিবেন তেন রচিতা লক্ষণযুক্তা স্ববর্ণকৃতশোভা।
সদ্বৃত্তা ললিতপদা ভক্ত্যা পরয়া প্রশস্তিরিয়ং ॥
স্বগুণজ্ঞাপনভীরোস্তস্য ভ্রাত্রা কনীয়সা রচিতং।
আর্য্যাণাং ত্রিতয়মিদং বিদ্যাদত্তেন ভূতার্থং ॥ (৪)

দয়ায় সুগত (বুদ্ধ) সদৃশ, গুণনিধি, জিতেন্দ্রিয়, বিদ্বান, প্রিয়ভাষী কায়স্থ নাগদত্ত। পরমা ভক্তি সহকারে তিনি এই ললিতপদান্বিত প্রশস্তি রচনা করিয়াছেন। তিনি নিজের গুণ জ্ঞাপনে ভীরু, সুতরাং তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিদ্যাদত্ত কর্ত্তৃক এই তিনটী আর্য্যা রচিত হইল।

কোশলাধিপতি মহাভব গুপ্তের তাম্রশাসনে আছেঃ—

লিখিতমিদং ত্রিফলা তাম্রশাসনং মহাসান্ধিবিগ্রহি রাণক শ্রীমল্ল দত্ত প্রবিশুদ্ধ কায়স্থ * * আদিত্যসুতেনেতি। (৫)

মহাসন্ধিবিগ্রহী রাণক শ্রীমল্লদত্ত প্রবিশুদ্ধ কায়স্থ এই তাম্রশাসন লিখিয়াছেন।

মহারাজ বল্লালের যে তাম্রশাসন কাটোয়ার নিকটে আবিস্কৃত হইয়াছে তাহারও শেষে "হরিঘোষঃ সান্ধিবিগ্রহিকঃ" নাম রহিয়াছে। দিনাজপুরে প্রাপ্ত লক্ষ্মণসেনের তাম্রশাসনে সান্ধিবিগ্রহিক নারায়ণ দত্তের উল্লেখ আছে। নারায়ণ দত্ত বল্লাল সভায় মধ্যল্য পদ প্রাপ্ত হন, ইহা সকলেই অবগত আছেন। ইনি ঘটক গ্রন্থেও লক্ষ্মণসেনের সান্ধিবিগ্রহিক বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। বিশ্বরূপসেনের তাম্রশাসনে

(৪)—Colebrooke's Miscellaneous Essays vol. II.

(৫) Indian Antiquary Vol. V. এই সমুদয় এবং এতদ্ব্যতীত শিলালিপির আরও বহু প্রমাণ প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব পণ্ডিত নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্ম সিদ্ধান্তবারিধি-কৃত বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে দ্রষ্টব্য।

মহাসান্ধিবিগ্রহিক কোপিবিষ্ণুর উল্লেখ দৃষ্ট হয়—"শ্রীকোপি বিষ্ণুরভবৎ গৌড় মহাসান্ধিবিগ্রহিকঃ।" 'রামচরিত' কাব্য হইতে জানা যাই-তেছে যে প্রজাপতি নন্দী পালবংশের রাজত্বের শেষভাগে সান্ধি-বিগ্রহিক পদে নিযুক্ত ছিলেন।

ইণ্ডিয়ান এণ্টিকোয়েরী (ভারতীয় পুরাতত্ত্ব) নামক গ্রন্থের পঞ্চম খণ্ডে সম্পাদক লিখিয়াছেন "It is a noticeable fact that the sandhivigrahi or minister of war and peace and the secretary were always kayasthas, or men of the writer caste. This not only occurs in the kataka plates, but in grants or inscriptions found in ceylon and central India" ইহা একটী লক্ষ্য করিবার বিষয় যে হিন্দুরাজাদের সান্ধিবিগ্রহিক বা যুদ্ধ ও সন্ধি বিষয়ক মন্ত্রী ও সেক্রেটেরী সর্ব্বদাই কায়স্থেরাই হইতেন। কেবল কটকের তাম্রফলকে নহে, সিংহল ও মধ্য ভারতে প্রাপ্ত তাম্রশাসনাদিও এবিষয়ে সাক্ষ্যদান করিতেছে।

এ বিষয়ে আর অধিক প্রমাণ অনাবশ্যক। সান্ধিবিগ্রহিকের কার্য্য যথার্থ ক্ষত্রিয়ের কার্য্য। মহর্ষি হারীত ক্ষত্রিয়ের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতে বলিয়াছেনঃ—

নীতিশাস্ত্রার্থকুশলঃ সন্ধিবিগ্রহতত্ত্ববিৎ।
দেবব্রাহ্মণভক্তশ্চ পিতৃকার্য্যপরস্তথা॥ ২অঃ

উক্ত তাম্রশাসনাদির প্রমাণে জানাযায় যে কায়স্থগণ নীতিশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং সন্ধিবিগ্রহবিজ্ঞানে অদ্বিতীয় ছিলেন। অনেক কায়স্থ যে নিখিলশাস্ত্রপারদর্শী ছিলেন তদ্বিষয়েও বহু প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে। অতএব তাম্রশাসনাদির প্রমাণেও কায়স্থের দ্বিজত্ব ও ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে। কেহ২ তর্ক উত্থাপন করিয়াছেন— "অনেক কায়স্থ বহুশাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন, কিন্তু বেদ যে পড়ি-

তেন তাহার প্রমাণ কি ?” অতএব কায়স্থগণ যে বেদ পাঠ করিতেন তদ্বিষয়ে শিলালিপির একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ প্রদর্শিত হইতেছে।

অজয়গড়ের শিলালিপি।

দ্বাদশ শতাব্দীতে রাজা ভোজবর্ম্মার সময়ে অজয়গড় দুর্গের নিকট পর্ব্বতোপরি বৃহদক্ষরে ১৬টী সুদীর্ঘ পংক্তিতে একটী শিলালিপি উৎকীর্ণ হইয়াছে। এই লিপিতে একটী শ্রীবাস্তবশাখার কায়স্থবংশের কীর্ত্তিকলাপ বর্ণিত হইয়াছে। তাহার তিনটি পংক্তি নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

প্রথম পংক্তি।

গঙ্গাতরঙ্গতরলীকৃতসর্প-রাজবেষ্টায়
চারুশশিখণ্ডবিভূষণায়।
কন্দর্পদর্পশমনায় সুরার্চ্চিতায়
কেদাররূপবিধৃতায় নমঃ শিবায় ॥
ষট্ত্রিংশতঃ করণকর্ম্মনিবাসপূতা
আসন্ পুরাঃ পরমসৌখ্যগুণাতিরিক্তাঃ।
তন্মধ্যগা বিবুধলোকমতা বরিষ্ঠা
টক্কারিকা সমজনি স্পৃহনীয়কল্পা ॥
সর্ব্বোপকারকরণৈ—

২য় পংক্তি— কনিধেঃ

স্বকীয় বংশস্থ পাত্রসুভগস্থ দ্বিজাশ্রয়স্য।
কল্পাবসানসময়স্থিতয়ে পুরীং যাং
বাস্তুঃ স্বয়ং সমধিগম্য সমাসসাদ ॥
তস্যাং শ্রুতেন্নিনদসজ্জনিনাদিতায়াং
বাস্তব্যবংশভবিনক্করণাস্ত আসন্।

আশাঃ সমস্তভুবনানি যদীয় কীর্ত্ত্যা
পূর্ণানি হংসধবলানি বিশেষয়ন্ত্যা ॥
বিদ্যাশ্চতুর্দ্দশ কলাঃ সকলাঃ সমীয়ু পদ্মাভিরা

৩য় পংক্তি--

অমিব যদ্ভ মায়ত্বাক্ষ্যঃ।
যংগর্ভমবিলম্বিত মদ্বিতীয়ং দুঃখং
বিয়োগজমসংবৃতমুদ্বহন্ত্যাঃ ॥
তদ্‌বংশতঃ স উদপাদি নরেশ্বরেণ
গণ্ডাহ্বয়েন যুধি দুর্জ্জয়তাং গতেন।
জাজূকসংজ্ঞ ইতি ঠকুর ধর্ম্ম যুক্তঃ।
সর্ব্বাধিকারকরণেষু সদানিযুক্তঃ ॥
আরাধ্য তং নৃপতিমণ্ডলমণ্ডনৈকং
দেবং গদাধরমিবাচ্যুতবাস মাদ্যম্‌।

৪র্থ পংক্তি—

কায়স্থবংশনলিনীগণত্যাদিনেশো
গ্রামং দুগৌড়মপি তাম্রক মাশু লেভে ॥

গঙ্গার তরঙ্গে যাঁহার মস্তকের সর্পরাজবেষ্টন আন্দোলিত হইতেছে, চারু শশিখণ্ড যাঁহার ভূষণ, যিনি কামদেবের দর্পদলন করিয়াছেন, সুরগণের পূজিত কেদাররূধারী সেই শিবকে নমস্কার। করণদিগের (১) কর্ম্ম ও নিবাস দ্বারা পবিত্র পরম সমৃদ্ধিশালী ছত্রিশটী পুর ছিল। তন্মধ্যে পণ্ডিতজনসমাদৃত সর্ব্বজনবাঞ্ছিত টক্কারিকা পুরই শ্রেষ্ঠ। সকলের উপকার সাধন যাহার একমাত্র সম্পদ সেই সৎপাত্রবিশিষ্ট, দ্বিজগণের আশ্রয় স্বরূপ, স্বকীয় বংশের কল্পান্তকালপর্য্যন্ত স্থিতির নিমিত্ত স্বয়ং বাস্তু যেন সেই পুরীতে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। বেদনিনাদে মুখরিত সেই পুরীতে বাস্তব্য বংশীয় কায়স্থগণ বাসকরেন,

যাঁহাদের শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তিদ্বারা হংসবৎ ধবলীকৃত সমস্ত ভুবন ও দিক্সমূহ পরিপূর্ণ হইয়াছে। আয়তনয়না রমণীগণ যেমন বিচ্ছেদ জনিত অদ্বিতীয় দুঃখ বহন করিয়া পদ্মের ন্যায় মনোহর প্রিয়তমকে প্রাপ্ত হন, সেইরূপ চতুর্দ্দশ বিদ্যা ও সকল কলা গর্ভবাস কালেই যাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছিল সেই ঠক্কুরধর্ম্মযুক্ত জাজুক উক্ত বাস্তব্যবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া রণদুর্জ্জয় গণ্ড নামক নরপতিকর্ত্তৃক রাজ্যের সর্ব্বাধিকার কার্য্যে সর্ব্বদা নিযুক্তছিলেন। গদাধরসদৃশ নৃপকুলমণি সেই গণ্ডদেবের আরাধনা করিয়া কায়স্থবংশপদ্মের সূর্য্যস্বরূপ জাজুক শীঘ্রই তাম্রশাসন সহ অচ্যুতাবাস দুগৌড় নামক শ্রেষ্ঠ গ্রাম লাভ করেন। * * (২)

এই শিলালিপিতে উক্ত বংশের বহু কীর্ত্তিমান ব্যক্তির উল্লেখ রহিয়াছে, তাঁহারা মন্ত্রী, সেনাপতি, দুর্গরক্ষক প্রভৃতি উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইহার দুইটী কথা বিশেষ প্রণিধানের যোগ্য।
১। টক্কারিকা নামক কায়স্থপল্লী সর্ব্বদা শ্রুতিনিনাদে মুখরিত হইত।
২। জাজুক শৈশবেই চতুর্দ্দশ বিদ্যায় সুপণ্ডিত হইয়াছিলেন। চতুর্দ্দশ বিদ্যা কি? চারিবেদ, ছয়টী বেদাঙ্গ (শিক্ষা, কল্প, ব্যকরণ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ ও ছন্দঃ) এবং ন্যায়, মীমাংসা, পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্র। (৩)

অতএব নিশ্চয়রূপে জানা যাইতেছে যে পূর্ব্বে কায়স্থগণ বিলক্ষণ বেদাভ্যাস করিতেন। পশ্চিমভারতে কায়স্থগণ এখনও বেদ চর্চ্চা করেন। শাস্ত্রে বা তাম্রশাসনাদিতে যেখানে কায়স্থকে সর্ব্ব-

(১) 'করণ' কায়স্থের অপর নাম। বৈশ্যশূদ্রাজাত 'করণ' আর কায়স্থ করণ এক নহে। "গৌড়কবি সন্ধ্যাকর নন্দী" প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

(২) সম্পূর্ণ লিপি প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব কৃত "কায়স্থেরবর্ণনির্ণয়ে" দ্রষ্টব্য।

(৩) পুরাণ ন্যায় মীমাংসা ধর্ম্মশাস্ত্রাঙ্গমিশ্রিতাঃ। বেদাঃ স্থানানি বিদ্যানাং ধর্ম্মস্য চ চতুর্দ্দশ॥ ১ অঃ যাজ্ঞবল্ক্য।

শাস্ত্রবিশারদ, বা নিঃশেষাগমশুদ্ধ বা অখিলবিদ্যোত্তম বলা হইয়াছে সেখানেই অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত "সর্ব্বশাস্ত্র" অর্থে বেদ ব্যতীত অন্য সকল শাস্ত্র বুঝাইতে চাহেন। এক্ষণ শিলালিপি হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে সর্ব্বশাস্ত্র বা অখিলবিদ্যা হইতে বেদ শাস্ত্রকে বাদ দেওয়ার প্রয়াস নিরর্থক।

সাহিত্যে কায়স্থের পরিচয়।

রাজতরঙ্গিণী।

কলৃহনবিরচিত রাজ-তরঙ্গিণী কাশ্মীরের প্রাচীন ইতিহাস। এই ইতিহাসের প্রায় অধ্যায়েই কায়স্থের উল্লেখ আছে। তাহা হইতে জানা যায় যে কাশ্মীররাজ্যে কায়স্থগণ অত্যন্ত প্রভাবশালী ছিলেন এবং প্রজাপীড়ন করিতেন; রাজা অনেক সময় তাহাদিগকে শাসন করিতে পারিতেন না। কায়স্থদের প্রভাব সম্বন্ধে দুই একটী বাক্য নিম্নে উদ্ধৃত হইল:--

কাশ্মীরকাণামুৎপন্নং নিজাজ্ঞাব্যবধায়কম্।
কায়স্থবক্তৃপ্রেক্ষিত্বং ততঃ প্রভৃতি ভূভৃতাম্॥ ৪।৬২২,

তদবধি কাশ্মীররাজগণের নিজ আজ্ঞার আর মূল্য রহিল না, তাঁহারা কায়স্থমুখপ্রেক্ষী হইলেন।

তথা কায়স্থভোজ্যা ভূর্যাতা তৎপ্রত্যবেক্ষয়া। ৫।১৮০

'তাঁহার প্রত্যবেক্ষণে ভূমণ্ডল কায়স্থদিগেরই ভোগ্য হইল।' কায়স্থগণ যে কাশ্মীররাজ্যে সর্ব্বাধিকারী (Lord Chancellor), গঞ্জাধিকারী (Treasurer), সেনাপতি, সামন্ত, সান্ধিবিগ্রহিক প্রভৃতি উচ্চপদে নিযুক্ত ছিলেন তাহার অনেক প্রমাণ এই ইতিহাসে দৃষ্ট হয়।

এই ইতিহাস হইতে জানাযায় যে গোনন্দবংশের শেষরাজা

বালাদিত্য তাঁহার একমাত্র কন্যা অনঙ্গলেখাকে অশ্বঘোষবংশীয় কায়স্থ দুর্লভবর্দ্ধনের সহিত বিবাহ দেন।

হেতুং সুরূপতামাত্রং কৃত্বা জামাতরং নৃপঃ।
অথাশ্বঘোষকায়স্থঞ্চক্রে দুর্লভবর্দ্ধনম্ ॥
* * * * * *
প্রজ্ঞয়া দ্যোতমানং তং প্রজ্ঞাদিত্য ইতি প্রথাম্ ॥ ৩।৪৮৮-৯০

রাজা সুরূপতা হেতু অশ্বঘোষবংশীয় কায়স্থ দুর্লভবর্দ্ধনকে কন্যাদান করিলেন। * জ্ঞানে দীপ্তিশালী দুর্লভবর্দ্ধন প্রজ্ঞাদিত্য উপাধি গ্রহণ করিয়া কাশ্মীরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। যাহার পাণি-গ্রহণের সহিত কাশ্মীরের রাজলক্ষ্মীও হস্তগতা হইবেন, রাজার সেই একমাত্র কন্যা অনঙ্গলেখাকে বিবাহ করিতে কত ক্ষত্রিয়কুমার লালায়িত হইতেন। তথাপি কায়স্থ দুর্লভবর্দ্ধনকে কন্যাদান করাতে জানা যাইতেছে যে কায়স্থের ক্ষত্রিয়বর্ণত্ব সম্বন্ধে তখন কোন সন্দেহ ছিল না, এবং ক্ষত্রিয় ও কায়স্থের মধ্যে তখন আদান প্রদানও অপ্রচলিত ছিল না।

দুর্লভবর্দ্ধনের বংশীয় ১৬ জন কায়স্থ রাজা কাশ্মীরে রাজত্ব করেন। তন্মধ্যে জয়াপীড় বা জয়াদিত্য সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ, দিগ্বিজয়ী বীর ছিলেন। দুর্লভবর্দ্ধনের পুত্র প্রতাপাদিত্য, তৎপুত্র ললিতাদিত্য, তৎপুত্র বজ্রাদিত্য, তৎপুত্র জয়াদিত্য। দুর্লভবর্দ্ধন ৫৪২ শকে, এবং জয়াদিত্য ৬৯০—৯৪ শক মধ্যে কাশ্মীরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। জয়াদিত্য তদীয় মন্ত্রী বামনের সহিত পাণিনি সূত্রের "কাশিকা" বৃত্তি রচনা করেন। এই বৃত্তি হইতে জানা যায় যে জয়া-পীড় চারিবেদেই সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি গৌড়েশ্বর জয়ন্তের কন্যা কল্যাণদেবীকে বিবাহ করেন। (১)

(১) আইন-ই-আকবরীতে শূর বংশের পূর্ব্ববর্ত্তী কায়স্থ ভোজবংশের এবং তদ্বংশে রাজা জয়ন্তের উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

কথাসরিৎসাগর।

১০২৪ শকে কাশ্মীরাধিপতি হর্ষদেবের মৃত্যু হইলে তাঁহার জননীর শান্ত্বনার জন্য সোমদেব "কথাসরিৎসাগর" রচনা করেন। তাহাতে কায়স্থের উল্লেখ অনেক স্থলে দৃষ্ট হয়।

৭২ অধ্যায়ে সোমদেব লিখিয়াছেন ঃ—

কায়স্থোঽপি করোত্যেকো ব্যাপারং ব্রহ্মরুদ্রয়োঃ।
লিখত্যুৎপুংসয়তি চ ক্ষণাদ্ বিশ্বং করস্থিতম্॥

কায়স্থ একাই সৃষ্টিকারী ব্রহ্মা ও সংহারকারী রুদ্রের কার্য্য-করেন। তিনি লিখেন, আবার ক্ষণকাল মধ্যে করস্থিত সমস্ত বিশ্ব লোপ করেন। রাজ্যের আয়ব্যয়, দলিলপত্র, লেখাপড়ার যাব তীয় কায যাহাদের হাতে তাহাদের যে অসীম ক্ষমতা ছিল তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

হিতোপদেশ।

বিষ্ণুশর্ম্মা তদীয় হিতোপদেশে বানরকীলক কথায় লিখিয়াছেন "মগধদেশে ধর্ম্মারণ্যসন্নিহিতবসুধায়াং শুভদত্ত নাম্না কায়স্থেন বিহারঃ কারয়িতুমারব্ধঃ।" 'মগধ (বিহার) দেশে ধর্ম্মারণ্যের নিকট শুভদত্ত নামক কায়স্থ বিহার নির্ম্মাণ করাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।'

গল্পের মধ্যে ধর্ত্তত্তার কথা বলিতেই নাপিতের কথা, মৃগয়ার কথা বলিতে রাজপুত্রের কথা, দরিদ্রতার প্রসঙ্গে ব্রাহ্মণের কথা প্রায়শ উল্লিখিত হয়। এ স্থলে বৌদ্ধবিহার নির্ম্মাণ প্রসঙ্গে কায়স্থের উল্লেখ থাকাতে অনুমান হয় পূর্ব্বে মগধদেশে কায়স্থগণ প্রায়শ বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। আমাদের দেশে নামকরণে যেমন কুমার ও চন্দ্র শব্দের বহুল প্রয়োগ হয়, অযোধ্যা, কাশী ও মগধে তদ্রূপ দত্ত

শব্দের বহুল প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। কায়স্থকারিকামতে "সুদত্তবংশদীপক" "অগ্নিদত্তকুলোদ্ভূত" পুরুষোত্তম আদিশূরের রাজ্যে আসিয়াছিলেন।

মৃচ্ছকটিক।

"ততঃ প্রবিশতি শ্রেষ্ঠিকায়স্থাদি পরিবৃতোঽধিকরণিকঃ।" ৯অঙ্ক। অধিকরণিক (ধর্ম্মাধিকরণের অধ্যক্ষ বা বিচারপতি) শ্রেষ্ঠি কায়স্থাদি সভ্য (assessor) দিগকে সহ প্রবেশ করিলেন। অতএব দেখাযায় যে ধর্ম্মাধিকরণে কায়স্থ কেবল লেখক নহেন, তিনি বিচারককে বিচারকার্য্যেও সাহায্য করিতেছেন। ধর্ম্মশাস্ত্রমতে বিচারকার্য্যে দ্বিজাতিব্যতীত অন্যের অধিকার নাই।

মুদ্রারাক্ষস।

মুদ্রারাক্ষস নামক নাটকে শকটদাস নামে একজন কায়স্থের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। শকটদাস একজন পাত্র, মন্ত্রী রাক্ষসের সুহৃদ। চাণক্য চন্দ্রগুপ্তের সাহায্যে নন্দবংশের রাজ্যধ্বংস করিতে চেষ্টিত। এরূপ অবস্থায় মন্ত্রী রাক্ষস শকটদাসকে চন্দ্রগুপ্তের গতিবিধি লক্ষ্য করিতে নিযুক্ত করিয়াছেন। চাণক্য প্রথমাঙ্কে শকটদাসকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন ঃ—

"কায়স্থ ইতি লঘ্বীমাত্রা। তথাপি ন যুক্তং প্রাকৃতমপি রিপুমবজ্ঞাতুম্।"

"কায়স্থ ত ক্ষুদ্র। তথাপি সাধারণ শত্রুকেও অবজ্ঞা করা সঙ্গত নহে।" এ স্থলে রাজনীতিক কূটকৌশলে কায়স্থকে নগণ্য বলা হইয়াছে। মুদ্রারাক্ষসের কবি যে কালে যে প্রদেশে বাস করিতেন, সে কালে সেই প্রদেশে কায়স্থগণের প্রভাব বা যোগ্যতা বিশেষ ছিল না, এই উক্তি হইতে তাহা অনুমিত হয়। অথবা প্রজাপীড়ক কায়স্থ জাতির প্রতি বিদ্বেষ ও কটূক্তি যেমন অন্য অনেক স্থলে দৃষ্ট হয়, এখানেও কবি তদ্রূপ বিদ্বেষের পরিচয় দিয়াছেন মাত্র।

উত্তরনৈষধচরিত।

বিদর্ভরাজ ভীমের কন্যা দময়ন্তীর স্বয়ম্বরে তাঁহার পাণিগ্রহণ অভিলাষে ইন্দ্র, অগ্নি, যম ও বরুণ উপস্থিত হইয়াছিলেন। নিষধ-পতি বীরসেনের পুত্র নলের প্রতি দময়ন্তীর অনুরাগ জানিয়া দেবগণ নলের রূপ ধারণ করিয়া উপবিষ্ট হইয়াছিলেন। কবি শ্রীহর্ষ এই ঘটনার বর্ণনা প্রসঙ্গে চিত্রগুপ্তের এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেনঃ—

দৃগ্‌গোচরো ভূদথ চিত্রগুপ্তঃ কায়স্থ উচ্চৈর্গুণ এতদীয়ঃ।
উর্দ্ধংতু পত্রস্থ মসীদ একো মসের্ধচ্চোপরি পত্রমন্যঃ।

১৪ সর্গঃ।

অনন্তর যমের সহকারী চিত্রগুপ্ত দৃষ্টিগোচর হইলেন। ইনি কায়স্থ এবং উচ্চগুণযুক্ত। একজন (চিত্রগুপ্ত) উর্দ্ধে কপাল পত্রে মসাদান করেন, অন্যজন (যম) মসীর উপর পত্র দিয়াছেন, অর্থাৎ নিজের মসীবর্ণ দেহের উপর কৃত্রিম আবরণ ধারণ করিয়াছেন।

রামচরিতম্।

ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় ১৩১৯—চৈত্রের "সাহিত্যে" "রাম চরিতম্"—প্রণেতা গৌড়কবি সন্ধ্যাকরনন্দীর বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। সেই আলোচনার সারমর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১৮৯৬ খৃঃ অব্দে সন্ধ্যাকর নন্দীর "রামচরিতম্" নামক কাব্যগ্রন্থ নেপালের রাজপুস্তকালয় হইতে এসিয়াটিক সোসাইটী পণ্ডিত পাঠাইয়া আনয়ন করেন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রি মহাশয় ১৯১০ খৃঃ অব্দে বহু উদ্যমে গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়াছেন। ৮০০ শত বৎসর পূর্ব্বে যেরূপ বঙ্গলিপি প্রচলিত ছিল, গ্রন্থখানি সেইরূপ অক্ষরে লিখিত। কবি গ্রন্থের সমাপ্তিবাক্যে মদনপাল দেবের

সুদীর্ঘ রাজ্যভোগকামনা বিজ্ঞাপিত করিয়া রচনাকাল সূচিত করিয়াছেন। মদনপাল দেব ১৭শ বা শেষ পালনরপাল, সেন বংশের পূর্ব্ববর্ত্তী।

কাব্যশেষে কবি এইরূপ আত্মপরিচয় দিয়াছেন ঃ—

বসুধাশিরো বরেন্দ্রীমণ্ডলচূড়ামণিঃ কুলস্থানম্।
শ্রীপৌণ্ড্রবর্দ্ধনপুরপ্রতিবদ্ধঃ পুণ্যভূর্ব্বৃহদ্বটুঃ॥
তত্র বিদিতে বিখ্যোতিনি নন্দিরত্নসন্তানে।
সমজনি পিনাকনন্দী নন্দীব নিধি র্গুণৌঘস্য॥
তস্য তনয়ো যতনয়ঃ করণ্যানামগ্রণী রনর্ঘগুণঃ।
সান্ধি-শ্রীপদা সম্ভাবিতাভিধানতঃ প্রজাপতি র্জাতঃ॥
নন্দিকুলকুমুদকাননপূর্ণেন্দু র্নন্দনোঽভবত্তস্য।
শ্রীসন্ধ্যাকর নন্দী পিশুনাস্কন্দী সদানন্দী॥

অর্থাৎ কবি নন্দিকুলের চন্দ্রস্বরূপ. সান্ধিবিগ্রাহিক প্রজাপতি নন্দী তাঁহার পিতা, তিনি করণ (কায়স্থ) দিগের অগ্রণী, পিনাকনন্দী তাঁহার পিতামহ। পৌন্ড্রবর্দ্ধনপুরপ্রতিবদ্ধ পুণ্যভূমি বৃহদ্বটু তাঁহাদের কুলস্থান। সেই স্থান বসুধার শীর্ষ স্থানীয় বরেন্দ্রীমণ্ডলের চূড়ামণি।

শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রি মহাশয় রামচরিতের ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে সন্ধ্যাকর নন্দী বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন। কিন্তু বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণকুলভূষণ মৈত্রেয় মহাশয় সন্ধ্যাকরকে সজাতি বলিয়া "বাঙ্গলার পুরাতত্ত্ব ক্ষুণ্ণ" করিতে সম্মত হন নাই। বারেন্দ্রদেশে কায়স্থ নন্দীবংশ প্রসিদ্ধ। বিশেষতঃ করণ্যানামগ্রণী বলাতে তাঁহার কায়স্থ জাতিত্ব প্রমাণিত হইতেছে। মৈত্রেয় মহাশয় লিখিয়াছেন ঃ—

"এক সময়ে বারেন্দ্র কায়স্থসমাজে 'করণ' শব্দ অপরিচিত ছিল না। 'করণ' বর্ণসঙ্কর বলিয়া উল্লিখিত থাকায় বারেন্দ্র কায়স্থগণ এখন 'করণ' বলিতে অসম্মত। কিন্তু বর্ণসঙ্কর 'করণ'

ব্যতীত আরও 'করণ' আছে। * * 'করণ' হইতে [তত্র সাধু এই অর্থে] করণ্য শব্দ হইতে পারে। সন্ধ্যাকরের কাব্যের টীকায় তৎকালবিদিত অজয় নামক কোষকার হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে। অজয়ের পূর্ণ নাম অজয় পাল। তাহার কোষের নাম "নানার্থ সংগ্রহ", তাহা ভারতবিখ্যাত। তাহাতে করণ শব্দের নানার্থ এইরূপ উল্লিখিত আছে—

"করণং করণে কায়ে সাধনেন্দ্রিয় কর্ম্মষু।
কায়স্থে ব্রতবন্ধে চ নাট্যগীত প্রভেদয়োঃ।
পুষাঞ্চ্ শূদ্রাবিশোঃ পুত্রে বানরাদৌ চ কীর্ত্ত্যতে॥"

বিশ্বপ্রকাশে, মেদিনীকোষে ও পরকালবর্ত্তী অন্যান্য নানার্থকোষেও ইহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। (১) ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায় —"করণ" শব্দে কায়স্থকেও বুঝাইত, বর্ণসঙ্করকেও বুঝাইত; একই শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রচলিত ছিল; বর্ণসঙ্কর 'করণ' অমরকোষের

---

(১) করণ শব্দে মেদিনী।

কায়স্থে সাধনে ক্লীবং পুংসি শূদ্রাবিশোঃ সুতে।

করণ শব্দে "শব্দরত্নাকর।"

করণং সাধনে গাত্রে পুমান্ শূদ্রাবিশোঃ সুতে।
যুদ্ধে কায়স্থভেদেঽপি জ্ঞেয়ং করণ মস্ত্রিয়াম্॥

অর্থাৎ 'কায়স্থ' অর্থে 'করণ' শব্দ ক্লীবলিঙ্গ, বর্ণসঙ্কর বৈশ্যশূদ্রা-পুত্র অর্থে পুংলিঙ্গ। শব্দরত্নাকরের মতে 'কায়স্থ' অর্থে করণ শব্দ পুংলিঙ্গ বা ক্লীবলিঙ্গ দুইই হইতে পারে, বৈশ্য-শূদ্রাপুত্র অর্থে কেবল পুংলিঙ্গ হইবে। অতএব কায়স্থ 'করণ' ও বৈশ্য-শূদ্রাজাত 'করণ' যে এক নহে, প্রাচীন কোষশাস্ত্র তাহার অখণ্ডনীয় প্রমাণ।

শূদ্রবর্গে উল্লিখিত। এতদ্ ব্যতীত আরও এক 'করণের' পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। 'করণ' মনুসংহিতায় [১০। ১২] সুপরিচিত। সে করণ ব্রাত্যক্ষত্রিয়।"

"সন্ধ্যাকর বরেন্দ্র নন্দীবংশের পূর্ব্বপুরুষ হইলে কুলশাস্ত্রগ্রন্থের কিছু অগতি হইবার কথা। * * তাহাতে যাহাদের কথা উল্লিখিত আছে তাহারা পঞ্চ শূদ্র বলিয়াই উল্লিখিত। আদিশূর সশূদ্র ব্রাহ্মণ প্রেরণের জন্য বীরসিংহকে পত্র লিখিয়াছিলেন,—বীরসিংহও দ্বিজান্ পঞ্চগোত্রান্ সদারাদি ভৃত্যান্" প্রেরণ করিয়াছিলেন। [বঙ্গজ কুলাচার্য্য কারিকার মতে] ব্রহ্মার পাদাব্জ হইতে "ত্রিবর্ণস্য চ সেবকঃ" শূদ্র জন্মগ্রহণ করে। তাহার পুত্র হীম, হীমের পুত্র প্রদীপ, তাহারই পুত্রের নাম লিপিকারক "কায়স্থ।" কায়স্থের তিন পুত্র ; তন্মধ্যে চিত্রগুপ্ত স্বর্গে, বিচিত্র নাগ লোকে এবং চিত্রসেন পৃথিবীতে স্থান প্রাপ্ত হয়। ' চিত্রসেনের সাত পুত্র—বসু, ঘোষ, গুহ, মিত্র, দত্ত, করণ ওমৃত্যুঞ্জয়। করণ হইতে নাগ, নাথ ও দাস; মৃত্যুঞ্জয় হইতে দেব, সেন, পালিত ও সিংহ উৎপন্ন হইয়াছিল। * *" (২)

---

(২) রামানন্দ কারিকায় অগ্নিপুরাণের নামে এই উপাখ্যান প্রাক্ষিপ্ত হইয়াছে। শব্দকল্পদ্রুমে উহাই অবিকল উদ্ধৃত হইয়াছে। বলা বাহুল্য অগ্নিপুরাণে এরূপ কোন উক্তি নাই। শ্লোকগুলি পাঠমাত্রেই বোধ হইবে যে উহা বঙ্গীয় কায়স্থ দিগকে 'শূদ্র' করিবার অভিসন্ধি মূলক। রাজা সার রাধাকান্ত দেব বহাদুর ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নিয়োগ করিয়া শব্দকল্পদ্রুম লিখাইয়াছেন, তাঁহারা কায়স্থজাতি সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন রাজা তাহাতে আপত্তি করেন নাই। ফলতঃ শব্দ-কল্পদ্রুম বিশেষ দায়িত্বজ্ঞানের সহিত লিখিত হয় নাই। সমুদয় ঘটক গ্রন্থেই যে পঞ্চ কায়স্থকে শূদ্র বলা হইয়াছে, এমন নহে। তাহা পরে প্রদর্শিত হইবে।

"ইহার সহিত মনুসংহিতার মিল নাই। সে কালের কোষগ্রন্থে যাহা সুপরিচিত ছিল, তাহারও মিল নাই। ইহা এক পৃথক্ শাস্ত্র, বাঙ্গলাদেশই ইহার জন্মস্থান, বাঙ্গালীর ইতিহাসের অধঃপতন যুগই ইহার জন্মকাল। ইহার প্রভাবে বাঙ্গালীর পুরাতন সমাজের ঐতিহাসিক তথ্যালোচনার পথ ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল; কুলশাস্ত্রপন্থিগণের বাদানুবাদে তাহা বিলক্ষণ কণ্টকাকীর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।"

"রামচরিত" কাব্য হইলেও ইতিহাস;—তাহা "ঘটনা পরি-স্ফুটরসে" সুপরিপক্ক। সে কথা স্মরণ করিলে সন্ধ্যাকর নন্দীকে বাঙ্গলার কবিকঙ্কন বলিয়াই সমাদর করিতে ইচ্ছা হয়। সন্ধ্যাকরের আত্মপরিচয়ে আত্মপ্রশংসা আছে, কিন্তু তাহা অত্যুক্তি নহে। "কলিযুগ-রামায়ণ মিহ কবিরপি কলিকাল-বাল্মীকিঃ।" একপক্ষে রামচন্দ্রের সীতা উদ্ধার কাহিনী" এবং অপরপক্ষে রামপাল দেবের "বরেন্দ্রী উদ্ধার কাহিনী" (৩) বিবৃত করিয়া একই শ্লোকের দুইটী অর্থে দুইটী বিভিন্ন বিষয়ের বর্ণনায়, সন্ধ্যাকর পদবিন্যাস কৌশলের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহার ভাষায় তাঁহাকে যথার্থই বলা যাইতে পারে ঃ—

কাব্য কলাকুলনিলয়ো গুণমণিমেরুর্ম নীষিনামীশঃ।
সীমা সাহিত্যবিদামশেষ ভাষাবিশারদঃ স কবিঃ॥

প্রায় ৯০০ শত বৎসর পূর্ব্বে বারেন্দ্রকায়স্থকুলমণি সন্ধ্যাকর

---

(৩) দ্বিতীয় মহীপাল দেবকে কৈবর্ত্তপতি দিব্বোক, তাহার ভ্রাতা রুদোক ও রুদোকের পুত্র ভীম নিহত করেন। তৎপর ভীম রাজা হন। রামপালদেব ভীমকে নিহত করিয়া "জনকভূর" উদ্ধারসাধন করেন। ইহাই "বরেন্দ্রী উদ্ধার কাহিনী।"

রামচরিতের ন্যায় উৎকৃষ্ট কাব্য রচনা করিয়া "কলিকাল বাল্মীকি" এই গৌরব জনক উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তৎকালীন বাঙ্গলার কায়স্থ জাতির মান ও গৌরবের ইহা উত্তম নিদর্শন।

শ্রীচৈতন্য ভাগবত।

শ্রীলবৃন্দাবন দাস ঠাকুর প্রণীত চৈতন্য ভাগবতের মধ্য খণ্ডে যম ও চিত্রগুপ্তের উল্লেখ দেখিতে পাই। বৃন্দাবন দাস ঠাকুর জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। সেকালের বৈষ্ণব সাধুগণ সকলেই নামান্তে বিনয়সূচক দাস শব্দ ব্যবহার করিতেন।

প্রভুস্থানে নিত্য আইসে যম ধর্ম্মরাজ।
আপনে দেখিল প্রভু চৈতন্যের কাজ॥
চিত্রগুপ্ত স্থানে জিজ্ঞাসয়ে প্রভু যম।
কিবা এ দু'য়ের পাপ কিবা উপশম॥
চিত্রগুপ্ত বলে শুন ধর্ম্ম যমরাজ।
এ বিফল পরিশ্রমে কিবা আর কাজ॥
লক্ষেক কায়স্থ যদি এক মাস পড়ি।
তথাপি পাইতে অন্ত শাগ্র হয় বড়ি॥

* * * *

এ দু'য়ের (১) পাপ নিরন্তর দূতে কহে।
লিখিতে কায়স্থ সব উৎপাত গণয়ে॥

* * * *

কভুনাহি দেখে যম এমত মহিমা।
পাতকী উদ্ধার যত এই তার সীমা॥ (২)

---

(১) জগাই মাধাই। (২) মহাপাপী জগাই মাধাইকে মহাপ্রভু উদ্ধার করিলেন।

স্বভাববৈষ্ণব যম মূর্ত্তিমন্ত ধর্ম্ম। ভাগবত ধর্ম্মের জানয়ে সব মর্ম্ম॥
যখন শুনিলা চিত্রগুপ্তের বচন। কৃষ্ণাবেশে দেহ পাশরিলা ততক্ষণ॥

* * * *

যমের যতেক গণ, দেখিয়া যমের প্রেম
আনন্দে পরিয়া গড়ি যায়।
চিত্রগুপ্ত মহা ভাগ, কৃষ্ণে বড় অনুরাগ,
মালসাট পূরি পূরি ধায়॥

গরুড়পুরাণ প্রেতকল্পের বচন মতে চিত্রগুপ্ত ব্যতীত আরও অনেক কায়স্থ ধর্ম্মরাজপুরে প্রাণিগণের পাপপুণ্য দর্শন করেন। চৈতন্য ভাগবতের উক্তিও তদ্রূপ।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি-বিরচিত চরিতামৃতে কায়স্থকুল জাত শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর বিষয় এইরূপ উল্লিখিত আছে ঃ—

মধ্যখণ্ড—হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন দুই সহোদর।
সপ্তগ্রামে বার লক্ষ মুদ্রার ঈশ্বর॥
মহৈশ্বর্য্য যুক্ত দুঁহে বদান্য ব্রহ্মণ্য।
সদাচার সৎকুল ধাম্মিক অগ্রগণ্য॥
নদীয়া বাসী ব্রাহ্মণের উপজীব্য প্রায়।
অর্থ ভূমি গ্রাম দিয়া করেন সহায়॥
সেই গোবর্দ্ধনের পুত্র রঘুনাথ দাস।
বাল্যকাল হৈতে তিহো বিষয়ে উদাস॥ ১৬ পরিচ্ছেদ।

অন্ত খণ্ড—প্রতিদিন রঘুনাথে করয়ে ভৎসনা।
বাপ জেঠা আন নহে পাইবে যাতনা॥
মারিতে আনয়ে যদি দেখে রঘুনাথে।

মন ফিরি যায় তবে না পারে মারিতে॥
বিশেষ কায়স্থ বুদ্ধে অন্তরে করে ডর।
মুখে তর্জ্জে গর্জ্জে মারিতে সভয় অন্তর॥ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

"সপ্তগ্রাম মুলুকের তুরুষ্ক চৌধুরী" রঘুনাথকে আবদ্ধ করিয়া তাঁহার বাপ জেঠা গোবর্দ্ধন ও হিরণ্যকে আনিয়া দেওয়ার জন্য পীড়ন করিতেছেন। তাঁহাকে মারিতে আনিয়াও মারিতে পারিতে-ছেন না, বিশেষতঃ কায়স্থ বুদ্ধিকে অন্তরে বড় ভয় করিতেছেন।

রঘুনাথ দাস গোস্বামী কবিরাজ গোস্বামীর রাগানুগা ভক্তির গুরু। তিনি চৈতন্যচরিতামৃতে প্রত্যেক পরিচ্ছেদের অন্তেই লিখিয়াছেন ঃ— শ্রীরূপরঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্য চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

আদিলীলা, ১০ম পরিচ্ছেদে কবিরাজ গোস্বামী আবার বলিতেছেন ঃ—মহাপ্রভুর যত লীলা বাহির অন্তর।
দুই ভাই তাঁর (৩) মুখে শুনে নিরন্তর॥
তাঁহার সাধনরীতি শুনিতে চমৎকার।
সেই রঘুনাথ দাস প্রভু যে আমার॥

সেই দিন আর নাই যে দিনে ধর্ম্মের রাজ্যে ধার্ম্মিকই বড় ছিল, ভক্তির রাজ্যে ভক্তই বড় ছিল; যে দিনে ধর্ম্মের মহিমায় বৈদ্য কায়স্থের শিষ্য হইতেন, কায়স্থ বৈদ্যের শিষ্য হইতেন, কত ব্রাহ্মণতনয় কায়স্থ বৈদ্য সাধু মহাত্মগণের নিকট দীক্ষিত হইয়া কৃতার্থ হইতেন। মহাপ্রভুর পার্শ্বচর শ্রীল হরিহোড়ের বংশধরগণ বহুকাল যাবৎ গুরুতা ব্যবসায়ী ছিলেন। কায়স্থকুলপাবন নরোত্তম ঠাকুর মহাপ্রভুর অবতার বলিয়া বৈষ্ণবসাহিত্যে ও বৈষ্ণবসমাজে পরিজ্ঞাত। যে

---

(৩) রূপ সনাতন।

সকল ব্রাহ্মণ তাঁহার শিষ্য হইয়াছিলেন তাঁহাদের বংশধরগণ এখনও 'নরোত্তম ঠাকুরের পারবার' বলিয়া প্রসিদ্ধ আছেন। সানড়ার কায়স্থ গোস্বামীদিগের এবং সিংহরাগা ও কাওয়ালি পাড়ার শ্রীল রামানন্দ বসু ঠাকুরের বংশধরগণেরও অনেক ব্রাহ্মণ শিষ্য ছিল। তাঁহারা এখন কায়স্থ গুরু পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণ গুরু অবলম্বন করিতেছেন। যাহারা "নরোত্তম ঠাকুরের পরিবার" বলিয়া এক সময়ে গৌরব বোধ করিতেন তাহারা এখন কায়স্থশিষ্য বলিয়া সমাজে নিন্দিত হইতেছেন। কায়স্থদিগের উপনয়ন সংস্কার বিলুপ্ত না হইলে এরূপ অধঃপতন কখনও হইতনা।

এক্ষণ বৈষ্ণব সাহিত্য হইতে আমরা কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বের প্রমাণ প্রদর্শন করিব।

চৈতন্যচন্দ্রোদয়।

কবিকর্ণপূর চৈতন্যচন্দ্রোদয়ের নবম অঙ্কে লিখিয়াছেন ঃ—

"কেশব বসু নাম্না তদমাত্যেন কথিতম্—শূরত্রাণ শ্রীচৈতন্য নাম কোঽপি মহাপুরুষঃ পুরুষোত্তমান্মথুরাং প্রযাতি, তদ্দিদৃক্ষয়া অমী লোকাঃ স ঞ্চরন্তি।"

মহাপ্রভু হরিনাম করিতে করিতে মথুরার পথে তদানীন্তন গৌড়ের রাজধানী রামকেলীতে উপস্থিত হইয়াছেন। মহাপ্রভুর চতুর্দ্দিকে অগণিত লোক। গৌড়ের মুসলমান শাসনকর্ত্তা লোকসমাগম দেখিয়া বিচলিত হইলেন এবং অমাত্য কেশব বসুকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কেশব বসু বলিলেন, শূরত্রাণ! শ্রীচৈতন্য নামক এক মহাপুরুষ পুরুষোত্তম হইতে মথুরায় যাইতেছেন, তাঁহাকে দেখিবার জন্য ঐ লোক সকল সঞ্চরণ করিতেছে।

চৈতন্য ভাগবত।

বৃন্দাবন দাস ঠাকুর চৈতন্য ভাগবতে এই ঘটনা সম্বন্ধে বলিতেছেন ঃ—কেশব খানেরে রাজা ডাকি আনাইয়া।

জিজ্ঞাসয়ে রাজা বড় বিস্ময় হইয়া ॥
কহত কেশব খান কেমত তোমার।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য বলি নাম বোল যার ॥ অন্তখণ্ড ৪ অঃ।

চৈতন্য চরিতামৃত।

এই একই ঘটনা উপলক্ষ্য করিয়া চৈতন্য চরিতামৃতের মধ্যলীলা, ১ম পরিচ্ছেদে কবিরাজ গোস্বামি মহাশয় লিখিতেছেন ঃ—

গৌড়েশ্বর যবন রাজা প্রভাব শুনিয়া।
কহিতে লাগিলা কিছু বিস্মিত হইয়া ॥
বিনা দানে এত লোক যার পাছে হয়।
সেইত গোঁসাই ইহা জানিও নিশ্চয় ॥
কেশব ছত্রিয়ে রাজা বার্ত্তা পুছিল।
প্রভুর মহিমা ছত্রি উড়াইয়া দিল ॥

দেখা যাইতেছে একই ব্যক্তিকে 'কেশব বসু,' 'কেশব খাঁন' ও 'কেশব ছত্রি' বলা হইয়াছে। খাঁন, নবাব প্রদত্ত উপাধি। ছত্রি, ক্ষত্রিয় শব্দের অপভ্রংশ। মহাপ্রভুর সময়েও যে বাঙ্গলা দেশে কায়স্থদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া লোকে জানিত তদ্বিষয়ে ইহা প্রমাণ।

বহুদিন হইল শ্রীল অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী বৈষ্ণবসাহিত্যের এই সকল বাক্য অবলম্বনে কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রমাণ করিয়া 'আনন্দ বাজারে' প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন।

পরাগলী মহাভারত।

চট্টগ্রামে যাহা পরাগলী মহাভারত নামে প্রসিদ্ধ তাহা

"শ্রীশ্রীহোসেন সাহা পঞ্চগৌড়নাথ" এর 'লস্কর' বা "সেনাপতি" পরাগল খাঁন, কবীন্দ্র পরমেশ্বর নামক কবির দ্বারা লিখাইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এই পুস্তকের প্রায় দেড়শত বৎসরের পুরাতন একখানা হস্তলিপি চট্টগ্রামে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের ষষ্ঠ অধিবেশনে প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাহাতে পরাগল খাঁর পরিচয় কিরূপ লিখিত আছে তাহা তিনি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলেশচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ পণ্ডিতবর্গকে দেখাইয়াছিলেন। ১৩২০ সনের জ্যৈষ্ঠের কায়স্থ পত্রিকায় এ বিষয়ে বিদ্যা-বিনোদ মহাশয়ের এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধে তিনি লিখিয়াছেন—"প্রদর্শিত মহাভারতখানির ৯০ পাতায় লিখিত আছে ঃ—

রুদ্রবংশ রত্নাকর, তাতে জন্ম সুধাকর,
লস্কর পরাগল খাঁন।
পয়ার প্রবন্ধ স্বরে, কবীন্দ্র পরমেশ্বরে,
বিরচিল ভারত বাখান॥

অর্থাৎ রুদ্রবংশরূপ রত্নাকরে পরাগলরূপ সুধাকরের জন্ম হইয়াছে। ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় পরাগল খাঁন রুদ্রবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। রুদ্র কায়স্থের একটী উপাধি। এই উপাধি অন্য কোন জাতিতে দৃষ্ট হয় না। চট্টগ্রামেও এক সময়ে রুদ্রবংশীয় কায়স্থগণ বিশেষ প্রতিপত্তি-শালী ছিলেন। এই বংশের ভরত রুদ্র রাজা বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। অদ্যাপি চক্রশালায় রুদ্রবংশের বিস্তর কীর্ত্তিকলাপের নিদর্শন দৃষ্ট হয়। পরাগল মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন কি না বলা যায় না। * * পরাগল শব্দ মুসলমান ভাব অপেক্ষা হিন্দু ভাবই বেশী প্রকাশ করে বলিয়া বোধ হয়। শব্দটী অনেকটা সংস্কৃত ভাবাপন্ন দেখায়। * *

আরো একটী বিস্ময়ের কথা এই প্রদর্শনীয় পুথির ১০১ পাতায় একটী সংস্কৃতের অনুকরণে শ্লোক লিখিত হইয়াছে, তাহা যথাদৃষ্ট তথা

লিখিত হইল ঃ—"দাতাকর্ণগুণান্বিত কৃতিমতিসঙ্গীতি বিদ্যাপতি নানাবাক্যবিলাসতি সিদ্ধান্তবাচস্পতি নিত্যং ধর্ম্মসুমতি জিতেন্দ্রিয় তথি কর্ম্ম শুভগতি খান শ্রীপরাগল সঞ্জীবতি ক্ষত্রিয়সেনাপতিঃ। সভাপর্ব্ব সাঙ্গ।" শ্লোকটীতে ব্যাকরণ ও ছন্দ রক্ষিত হয় নাই। এই দাতাকর্ণ গুণান্বিত, সিদ্ধান্ত বাচস্পতি, জিতেন্দ্রিয়, নিত্যকর্ম্ম বিষয়ে আসক্তি শূন্য খান শ্রীপরাগলকে ক্ষত্রিয় বলিয়া স্পষ্ট বুঝা যায় না কি? লস্কর না বলিয়া কবি এখানে তাঁহাকে সেনাপতি বলিয়াছেন। খাঁন তাঁহার রাজদত্ত উপাধি এই টুকু বুঝাইবার জন্য নামের পূর্ব্বে খাঁন শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, এইটা তাঁহার জাতিগত উপাধি নহে। এইক্ষণ দৃঢ়তার সহিত বলা যাইতে পারে তিনি জাতিতে হিন্দু, তাঁহার কৌলিক উপাধি রুদ্র, তবেই কায়স্থ বংশীয় ছিলেন। আবার কায়স্থগণ চিরকালই ক্ষত্রিয়। কবীন্দ্র যে সময়ে মহাভারত রচনা করেন, অর্থাৎ হোসেন সাহার শাসন সময়েও রুদ্রবংশীয় কায়স্থ ক্ষত্রিয় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।"

দেববংশম্।

"শাশ্বতী" পত্রে "দেববংশম্" নামক প্রাচীন পুঁথির আলোচনা চলিতেছে। এই পুস্তক হইতে জানা যায় যে হরিদ্বার হইতে আগত "ক্ষত্রপকায়স্থা দ্বিজাঃ ক্ষত্রিয়কুলসম্ভবাঃ" দেববংশীয়গণ কর্ণস্বর্ণে, পাণ্ডু নগরে এবং চন্দ্রদ্বীপে রাজত্ব করিয়াছেন এবং শাণ্ডিল্য, মৌদ্গল্য, বাৎস্য, পরাশর, ভরদ্বাজ, ঘৃতকৌষিক ও আলম্যান এই সপ্তগোত্রে বিভক্ত ছিলেন। সুরদেবের পুত্র দনুজারি দেব লক্ষ্মণসেনের আত্মীয় ও সুহৃদ্ ছিলেন। তিনি বরেন্দ্র গৌড়রাজ্যভুক্ত করেন এবং পরে যবনের সহিত বহুকাল যুদ্ধ করেন। এই পুথি বহু ঐতিহাসিক তথ্যে পূর্ণ এবং বঙ্গীয় কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বের বিশিষ্ট প্রমাণ। আমরা পরে ইহার আলোচনা করিব।

বিদ্যাসাগরের উক্তি।

১৮৫০ কি ৫১ সনে দুইটী কায়স্থ বালক সংস্কৃতকলেজে পড়িতে যায়। কিন্তু অধ্যাপকগণ পরামর্শ করিলেন যে তাহাদিগকে ভর্ত্তি করা হইবে না। কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় এই অবিচারে নিতান্ত ব্যথিত হন। শিক্ষাবিভাগের তদানীন্তন কর্ত্তৃপক্ষের নিকট তিনি ১৮৫১ খৃঃ অব্দের ২০ মার্চ্চ, বা ১২৫৮ সনের ৮ চৈত্র, এ বিষয়ে রিপোর্ট করেন। শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার প্রণীত বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত ১৪ অধ্যায়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রিপোর্টের অনুবাদ যেরূপ প্রদত্ত হইয়াছে নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল ঃ—

"যখন বৈদ্য কলেজে পড়িতে পারে, তখন কায়স্থ পারিবে না কেন? বৈদ্য শূদ্রজাতি। আর যখন শোভাবাজারের রাজা ৺ রাধাকান্তদেবের জামাতা হিন্দুস্কুলের ছাত্র অমৃতলাল মিত্র সংস্কৃত কলেজে পড়িবার অধিকার পাইয়াছে, তখন অন্যান্য কায়স্থ পড়িতে পারিবে না কেন? কায়স্থ ক্ষত্রিয়, আন্দুলের রাজা রাজনারায়ণ বাহাদুর তাহা প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। কায়স্থেরা অধুনা বাঙ্গলার সম্ভ্রান্ত জাতি। আপাততঃ কায়স্থদিগকে সংস্কৃত কলেজে লওয়া উচিত।"

মহাপণ্ডিত অদ্বিতীয়চরিত্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অভিমতের মূল্য কত অধিক তাহা বিশেষ করিয়া বলা নিস্প্রয়োজন, তিনি অর্থের কাঙ্গাল ছিলেন না; কাহারও অনুরোধে জ্ঞান বিশ্বাসের বিরুদ্ধ কথা বলাও তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল। কায়স্থ ক্ষত্রিয়বর্ণ বলিয়াই তাঁহার ধারণা ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

স্বামী বিবেকানন্দের কথা।

চিকাগো ধর্ম্মমহাসভায় বেদান্তধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিয়া, হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুজাতির মান ও গৌরব জগতের দৃষ্টিতে শত গুণ বৃদ্ধিকরিয়া, স্বীয় অসীম জ্ঞান ও প্রতিভায় সকলকে বিমোহিত করিয়া স্বামীজি যখন ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, যখন তাঁহার যশোদুন্দুভি সমগ্র ধরায় ধ্বনিত হইতে লাগিল, যখন কলম্বো হইতে দাক্ষিণাত্যের নগরে নগরে সনাতন ধর্ম্মের মহীয়সী বাণী প্রচার করিয়া তিনি মান্দ্রাজ নগরে উপনীত হইলেন, তখন তাঁহার স্বদেশের—বঙ্গদেশের—কোন কোন সংবাদপত্রে তাঁহাকে শূদ্র বলিয়া, সন্ন্যাসে অনধিকারী বলিয়া, গালি দিতে লাগিল। তিনি মান্দ্রাজের এক বক্তৃতায় এই অভিযোগের একটা উত্তর দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন ঃ—

"আমি সমাজসংস্কারকগণের মুখপত্রে পড়িলাম যে—তাঁহারা বলিতেছেন—আমি শূদ্র; আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—শূদ্রের সন্ন্যাসী হইবার কি অধিকার আছে? ইহাতে আমার উত্তর এই—যদি তোমরা তোমাদের পুরাণ বিশ্বাসকর, তবে জানিও, আমি সেই মহাপুরুষের বংশধর, যাঁহার পদে প্রত্যেক ব্রাহ্মণ— যমায় ধর্ম্ম-রাজায় চিত্রগুপ্তায় বৈ নমঃ—মন্ত্র উচ্চারণ সহকারে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন, আর যাঁহার বংশধর বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়। এই বাঙ্গালী সংস্কারকগণ জানিয়া রাখুন, আমার জাতি অন্যান্য নানা উপায়ে ভারতের সেবা ব্যতীত শত শত শতাব্দী ধরিয়া ভারতের অর্দ্ধাংশ শাসন করিয়াছিল। যদি আমার জাতিকে বাদ দেওয়া যায়, তবে ভারতের আধুনিক সভ্যতার আর কতটুকু অবশিষ্ট থাকে? কেবল বাঙ্গালা দেশেই আমার জাতি হইতে তাহাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক,

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রত্নতত্ত্ববিৎ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মপ্রচারক সকলের অভ্যুদয় হইয়াছে। আমার জাতি হইতেই আজকালকার ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকের অভ্যুদয় হইয়াছে। উক্ত সম্পাদকের আমাদের ইতিহাস কতকটা জানা উচিত ছিল—তাঁহার জানা উচিত ছিল যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য তিনবর্ণেরই সন্ন্যাসী হইবার সমান অধিকার, ত্রৈবর্ণিকেরই বেদে সমান অধিকার। এসব কথা প্রসঙ্গক্রমে উপস্থিত হইল বলিয়াই বলিলাম। আমাকে শূদ্র বলিলে বাস্তবিক আমার কোন দুঃখ নাই। আমার পূর্ব্ব পুরুষগণ দরিদ্রগণের উপর যে অত্যাচার করিয়াছিলেন ইহা তাহারই কিঞ্চিৎ প্রতিশোধস্বরূপ হইবে। যদি আমি অতি নীচ চণ্ডাল হইতাম, তাহাহইলে আমার আরও অধিক আনন্দ হইত; কারণ, আমি যাঁহার শিষ্য তিনি একজন অতি শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ হইয়াও * * নিজের মাথার বড় বড় চুল দিয়া এক নীচ জাতির পাইখানা পরিস্কার করিতেন। এই করিয়া তিনি আপনাকে সকলের দাস করিয়াছিলেন। আমি তাঁহার শ্রীচরণ মস্তকে ধারণকরিয়া আছি, এবং তাঁহারই অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিব।" ভারতে বিবেকানন্দ।

উদ্বোধন কার্য্যালয় হইতে স্বামী সত্যকাম স্বামী বিবেকানন্দের "পত্রাবলী, প্রথম ভাগ" প্রকাশ করিয়াছেন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ২৪শে মে স্বামী বিবেকানন্দ কোন কায়স্থ শিষ্যাকে যে পত্র লেখেন তাহা হইতে কতিপয় ছত্র উদ্ধৃত হইল ঃ—

"নিত্য যথাশক্তি গীতা পাঠ করিও। তুমি দাসী কেন লিখিয়াছ? বৈশ্য ও শূদ্রেরা দাস ও দাসী লিখিবে, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় দেব ও দেবী লিখিবে। * * আপন আপন গোত্র নাম অর্থাৎ পতির নামের শেষভাগ বলা উচিত, এই প্রাচীন বৈদিক প্রথা, যথা অমুক মিত্র ইত্যাদি।"

বর্ত্তমানযুগের ঋষি, নিখিলশাস্ত্রজ্ঞানশুদ্ধ স্বামী বিবেকানন্দ স্বায় অচঞ্চল গম্ভীর স্বরে বলিয়াছেন—১। চিত্রগুপ্তসন্তান কায়স্থ ক্ষত্রিয়বর্ণ, ২। বেদপাঠ ও সন্ন্যাসে তাহার পূর্ণ অধিকার, ৩। দাস, দাসী উপনাম তাহার ব্যবহার্য্য নহে; কায়স্থের নামান্তে দেবশব্দ ব্যবহার্য্য; কায়স্থকন্যাগণ দেবী শব্দ অথবা বৈদিক প্রথামতে পতিকুলের বন্ধু মিত্রাদি নাম ব্যবহার করিবেন।

স্বামীজির এই উক্তি হইতেই শিক্ষিত জনগণের সকল সংশয় ছিন্ন হওয়া উচিত। বর্ত্তমানে বঙ্গীয় কায়স্থসমাজে উপনয়ন সংস্কার ও ক্ষাত্রিয়োচিত অন্যান্য আচার প্রবর্ত্তনের যে চেষ্টা হইতেছে স্বামী বিবেকানন্দ তাহার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভব করিয়াছিলেন, কিন্তু সন্ন্যাসধর্ম্মী বলিয়াই একার্য্যে ব্রতী হওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই।

পণ্ডিতগণের ব্যবস্থা।

প্রথম ব্যবস্থা।

মহামহোপাধ্যায় বাপুদেব শাস্ত্রী প্রমুখ কাশী, দ্রাবিড় ও বাঙ্গলার ৯৫ জন পণ্ডিত ১৯৩০ সংবতে বা ১২৭৯ বঙ্গাব্দে কাশীর প্রাড়্‌বিবাক (বিচারক) বিহারীলাল কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া বহু শাস্ত্রপ্রমাণ সম্বলিত সুদীর্ঘ ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছিলেন। এই ব্যবস্থা ১৯৩০ সংবতে কাশীর মেডিক্যাল হল প্রেসে এবং বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার ১৩০৯—১১ সনের কার্য্যবিবরণীতে মুদ্রিত হইয়াছে।

"অথ কায়স্থপদেন ব্যবহ্রিয়মাণানাং বিবিধানাং জনানাং মূল পুরুষাঃ কিং জাতীয়াঃ শাস্ত্রতঃ সিদ্ধন্তীতি প্রশ্নে।

উত্তরম্।

কায়স্থপদং হি ন তাবৎ সর্ব্বেষাং কায়স্থপদব্যবহার্য্যাণামেক রূপেণ বোধনে ক্ষমং কিন্তু চিত্রগুপ্তসন্ততৌ চন্দ্রসেনসন্ততৌ চ ক্ষাত্রিয়ত্বব্যাপ্যজাতিবিশেষপুরস্কারেণ প্রবর্ত্তমানং তয়োরেব মুখ্যম। অন্যেষু সঙ্করজাতীয়েষু তু কায়স্থপদপ্রবৃত্তিনিমিত্তঘটকপাটীবীজ গণিতাদি বৃত্তি সাধর্ম্ম্যেন প্রবর্ত্তমানং গৌণম্।

অর্থাৎ কায়স্থশব্দে, কায়স্থ নাম ব্যবহার করে যত লোক তাহাদের সকলকেই একাকারে বুঝাইবে, এমন নহে। কায়স্থ শব্দে ক্ষত্রিয় বর্ণান্তর্গত চিত্রগুপ্তসন্ততি ও চন্দ্রসেনসন্ততিকে মুখ্যরূপে বুঝায়, এতদ্ভিন্ন অন্য সঙ্কর জাতি দিগের মধ্যে যাহারা কায়স্থ নাম লাভে উৎসুক হইয়া ঘটকপাটীবীজগণিতাদি বৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক কায়স্থ নামে পরিচয় দেয়, তাহাদিগকে গৌণভাবে বুঝায়। * এই ব্যবস্থার প্রথমে পদ্মপুরাণ পাতাল খণ্ডের কয়টী বচন উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহার মর্ম্ম এই যে মাণ্ডব্য মুনি তাঁহার অল্প অপরাধ চিত্রগুপ্তের লেখায় বহুতরীকৃত হইয়াছে সন্দেহ করিয়া তাঁহাকে এই বলিয়া অভিশাপ করেন—"হে লেখক, তুমি ধর্ম্মচ্যুত হইয়া শীঘ্র পাপীয়ান্ হও।" ইহাতে মহাবল চিত্রগুপ্ত প্রব্যথিত হইয়া মাণ্ডব্য ঋষির উপাসনা করিলেন। মাণ্ডব্য সন্তুষ্ট হইয়া যাহা বলিলেন, তন্মধ্যে এই কথাটী দ্রষ্টব্যঃ— দ্বিজাতীনাং যথা দানং যজনাধ্যয়নং তথা।

বৈশ্যাদুচ্চা তু তদ্বৃত্তি ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদধঃ॥

অর্থাৎ চিত্রগুপ্ত সন্তানের দ্বিজাতির কর্ত্তব্য দান, যজ্ঞ ও বেদ পাঠে অধিকার থাকিল, কিন্তু তাহার বৃত্তি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি হইতে নিম্ন এবং বৈশ্যের বৃত্তি হইতে উচ্চ নির্দ্দিষ্ট হইল।

তৎপর পদ্মপুরাণ সৃষ্টি খণ্ডের বচন উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহাতে বাচস্পত্যধৃত বচনের সহিত প্রথম চারিছত্রে এই পাঠান্তর দৃষ্টহয়ঃ—

স্থষ্ট্যাদৌ সদসৎ কর্ম্ম জ্ঞপ্তয়ে প্রাণিনাং বিধিঃ।
ক্ষণং ধ্যানস্থিত স্তস্য সর্ব্বকায়াদ্বিনির্গতঃ॥
দিব্যরূপঃ পুমান্ হস্তে মসীপাত্রঞ্চ লেখনী।
দধান শ্চিত্ররূপেণ রক্ষিতো দৈবতৈ হৃদি।
চিত্রগুপ্ত ইতি খ্যাতো ধর্ম্মরাজসমীপতঃ॥

এতদ্ব্যতীত 'দেবাগ্নেঃ' স্থলে 'দেবাগ্রো' পাঠ ধৃত হইয়াছে।

সর্ব্বশেষ অহল্যাকামধেনুর নবমবৎসধৃত ভবিষ্যপুরাণান্তর্গত কার্ত্তিকশুক্লদ্বিতীয়াব্রতকথা সন্দর্ভ সবিস্তার উদ্ধৃত হইয়াছে। ব্যবস্থাদর্পণে এই সন্দর্ভ যমসংহিতার বচন বলিয়া উদ্ধৃত হইয়াছে। ধর্ম্মশর্ম্মার কন্যা ইরাবতীর চিত্রগুপ্তের সহিত বিবাহ সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেনঃ—

"অত্র ধর্ম্মশর্ম্মকন্যাং চিত্রগুপ্তো বিবাহ্য তস্যাং পুত্রান্ জনয়ামাসেতি স্পষ্টম্। তত্র শর্ম্মান্তপদপ্রয়োগেন তস্য ব্রাহ্মণত্বাবগত্যা তৎকন্যা সন্ততে র্ব্রাহ্মণত্বস্য সম্ভাবয়িতুং শক্যত্বাদিতি চেদত্রোচ্যতে প্রদর্শিত প্রমাণকদম্বেন তেষাং ক্ষত্রিয়ত্বসিদ্ধ্যা ধর্ম্মশর্ম্মণা ক্ষত্রিয়ায়া ঊঢ়াযাঃ কন্যেরাবতীতি কল্পনাৎ। অসবর্ণ বিবাহস্যাপি যুগান্তরীয় ধর্ম্মতাযাঃ স্মৃত্যাদিসিদ্ধত্বাৎ।" * * * *

ইত্থংচ মুখ্যকায়স্থপদব্যবহার্য্যাণাং চৈত্রগুপ্তানাং চান্দ্রসেনানাঞ্চ মূলপুরুষাঃ ক্ষত্রিয়া এবেতি সিদ্ধম্। ইতি শম্।

স্বমূলজাতিজিজ্ঞাসু র্নানাবিদ্যাবিশারদঃ।
বিহারীলাল নামাসৌ প্রাড়্বিবাকপদেস্থিতঃ॥
নভোঽগ্নি নন্দ চন্দ্রাব্দে দ্বাদশ্যাং শ্রাবণেঽসিতে।
কাশীস্থমান্যবিদ্বদ্ভ্যোঽলেভি জিজ্ঞাসিতোত্তরম্॥
॥ ইতি ১৯৩০ শ্রাবণ বদি সোমে॥

এই ব্যবস্থায় যাঁহারা স্বাক্ষর করিয়াছেন তাঁহাদের নাম ঃ—

মহামহোপাধ্যায় শ্রী বাপুদেব শাস্ত্রী।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীকৈলাসচন্দ্র শিরোমণি।

পণ্ডিত শ্রীঅম্বিকাদত্ত ব্যাস। সখারাম ভট্ট। ভৈরবদত্ত। অনন্ত ভট্ট শর্ম্মা। ভিকুজি পন্ত। রাজারাম শাস্ত্রী। নারায়ণ ভট্ট। ঢুণ্ঢীরাজ ধর্ম্মাধিকারী। বামনাচার্য্য। রামচন্দ্র শাস্ত্রী। বিভব-রাম। বালকৃষ্ণ শাস্ত্রী। নরসিংহ শাস্ত্রী মানবল্লী। নারায়ণ শাস্ত্রী। গণেশ শাস্ত্রী শ্রৌতি। বালা শাস্ত্রী আচার্য্য। পুরুষোত্তম শাস্ত্রী। গঙ্গাধর শাস্ত্রী। রাজারাম শাস্ত্রী। রাজারাম মোহদল স্মার্ত্ত। ধোণ্ড শাস্ত্রী। নানা শাস্ত্রী। ঢুণ্টীরাজ দীক্ষিত চিতলে। কেশব শর্ম্মা মরাঠা। রামকৃষ্ণ শাস্ত্রী পট্টবর্দ্ধন। দামোদর শাস্ত্রী। বিশ্বনাথ শাস্ত্রী। রক্ষপাল। বলদেব শাস্ত্রী। গোবিন্দ আচার্য্য। বিশ্বনাথ অগ্নিহোত্রী। সিদ্ধেশ্বর জ্যোতির্ব্বিদ্। ভৈয়া শাস্ত্রী। মদনমোহন শিরোমণি। মধুসূদন ন্যায়বাগীশ। কাশীনাথ পর্ব্বতীয়। হরিকৃষ্ণ ব্যাস। যজ্ঞেশ্বর শাস্ত্রী মহাবল। বাল শাস্ত্রী রাণাডে। লক্ষ্মীনাথ দ্রাবিড়। বৈদ্যনাথ দীক্ষিত চতুধর। তারাচরণ তর্করত্ন। শীতল প্রসাদ ত্রিপাঠী। স্বামী রামমিশ্র শাস্ত্রী। যাগেশ শর্ম্মা। লক্ষ্মণ জ্যোতির্ব্বিদ। বস্তিরাম দ্বিবেদী। জবাহীর ত্রিপাঠী। আনন্দ চন্দ্র সার্ব্বভৌম। রামমনোরথ দ্বিবেদী। শিবরাম শাস্ত্রী। রাজাজি জ্যোষী। রামযশন শাস্ত্রী।

বাহুল্যভয়ে আরও ৪০ জনের নাম অনুক্ত রহিল।

দ্বিতীয় ব্যবস্থা।

বাঙ্গলার চিত্রগুপ্তজ কায়স্থগণের ক্ষত্রিয়ত্ব সম্বন্ধে বঙ্গদেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত গণের ব্যবস্থা ঃ—

"চিত্রগুপ্তবংশজাতানাং কায়স্থানাং মূলপুরুষস্য ক্ষত্রিয়ত্বেন

ক্ষাত্রিয়সন্তানত্বেঽপি সুচিরকালং পুরুষপরম্পরয়া উপনয়নাদি ক্রিয়া লোপাৎ ইদানীং ব্রাত্যক্ষত্রিয়ত্ব মিতি বিদুষাম্পরামর্শঃ।"

স্বাক্ষর। মহামহোপাধ্যায়—শ্রীরাজকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন (নবদ্বীপ) শ্রীকৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন (পূর্ব্বস্থলী), শ্রীশিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম (ভাট পাড়া). শ্রীচন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার (কলিকাতা, শ্রীগোবিন্দ শাস্ত্রী (সংস্কৃত কলেজ), শ্রীকামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ (ঐ); পণ্ডিত—শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ (ঐ). শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন (ভাটপাড়া) শ্রীচন্দ্রশেখর চূড়ামণি (কলিকাতা), শ্রীভূতনাথ স্মৃতিকণ্ঠ (ঐ) শ্রীচণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ (ঐ). শ্রীশশিভূষণ তর্করত্ন (ঐ), শ্রীকেদার নাথ শিরোমণি (নবদ্বীপ). শ্রীসিতিকণ্ঠ বাচস্পতি (ঐ), শ্রীঅনুকূলচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ (ঐ), শ্রীশিবনাথ সার্ব্বভৌম (ঐ). শ্রীনৃসিংহ দাস স্মৃতিভূষণ (বাশবেড়ে)।

তৃতীয় ব্যবস্থা।

বহুপুরুষ যাবৎ উপনয়নসংস্কার লোপ হইয়া থাকিলেও প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনরায় উপবীত গ্রহণ করা যাইতে পারে। এ বিষয়ে ১৯৫৯ সংবতে (১৩০৯ সনে) কাশী, কাঞ্চি, দ্রাবিড় প্রভৃতি স্থানের ৬৬ জন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত যে ব্যবস্থা প্রদান করেন তাহা উদ্ধৃত হইল।

"যে শাস্ত্রসিদ্ধসংস্কারা জন্মনা ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা বা সুচিরকাল পতিতসাবিত্রীকা ব্রাত্যতামুপাগতাঃ শাস্ত্রোক্তং প্রায়শ্চিত্ত মনুষ্ঠায় উপনয়নাদিকং কুর্য্যুঃ সামাজিকং চাচারঞ্চ গৃহ্নীয়ুস্তর্হিতে তথা শাস্ত্রতঃ কর্ত্তুং পারয়ন্তি নবেতি প্রশ্নে।

সর্ব্বথা কর্ত্তুং পারয়ন্তী ত্যুত্তরম্। * * শ্রুত্যক্ষরানুপ্রাণিতস্য মদনরত্নাদি নিবন্ধকারৈঃ সুব্যাখ্যাতস্য এবংবিধ ব্রাত্যসংস্কারস্য ন কিঞ্চিদ্বাধকমস্তীতি সুধিয়ঃ পরামৃশন্তি। ইতি বৈশাখ কৃষ্ণচতুর্থ্যাং শনৌ বৈক্রমাব্দে ১৯৫৯।"

স্বাক্ষর। কাশী—মহামহোপাধ্যায় কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি। মহামহোপাধ্যায় সুধাকর দ্বিবেদী। মহামহোপাধ্যায় স্বামী রামমিশ্র শাস্ত্রী। পণ্ডিত শ্রীজগন্নাথ বেদান্তী। শ্রীলক্ষ্মণ ভট্ট। দ্বারকাদত্ত ব্যাস। কুবেরপতি শর্ম্মা। রঘুবর ত্রিবেদী। প্রিয়নাথ তত্ত্বরত্ন। মহাদেব স্মৃতিতীর্থ। হারানচন্দ্র ন্যায়রত্ন। পীতাম্বর বিদ্যাভূষণ। শ্রীকৃষ্ণদত্ত ঝা। ভাগবতাচার্য্য স্বামী। মহিমাদত্ত পাঠক (সাঙ্গবেদাধ্যাপক)। জ্যোতির্ব্বিদ শঙ্করদত্ত শর্ম্মা। মন্নুলাল কর্ম্মকাণ্ডী। শ্রীগৌরীদত্ত শর্ম্মা (কাশীর রাজপণ্ডিত)। দ্রাবিড়—শ্রীলক্ষ্মণ শাস্ত্রী। শ্রীসীতারাম শাস্ত্রী। কাঞ্চি—শ্রীতেরুবেঙ্কটাচার্য্য। নবদ্বীপ—শ্রীজয় নারায়ণ তর্করত্ন (অধ্যাপক)। দ্বারবঙ্গ—শ্রীসীতারাম শাস্ত্রী অধ্যাপক। শ্রীচন্দ্রনাথ ঝা। বর্দ্ধমান--শ্রীহরিনাথ বেদান্তবাগীশ (রাজ চতুষ্পাঠী)। শ্রীধরণীধর স্মৃতিতীর্থ। শ্রীআদ্যাচরণ ন্যায়রত্ন। বুন্দী—শ্রীগঙ্গাসহায় শর্ম্মা (মহারাজের সভাপণ্ডিত)। শ্রীহরিদাস ব্যাস। জম্বু—শ্রীঅনন্তরাম শর্ম্মা (দর্শনাধ্যাপক)। আরও বহুনাম অনুক্ত রহিল।

চতুর্থ ব্যবস্থা।

১৩১১ সনে শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশ (পুঁড়ো), চণ্ডীচরণ তর্কবাগীশ (কলসকাঠী), কৃষ্ণদাস বেদান্তবাগীশ (চাঁদশী), প্রসন্নকুমার তর্কনিধি (বিক্রমপুর), মণীন্দ্রনাথ কাব্যসাংখ্যতীর্থ (সৈদপুর, টাকী), কেদারেশ্বর স্মৃতিতীর্থ (ফরিদপুর), নীলকণ্ঠ স্মৃতিরত্ন (অগ্রদ্বীপ), চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ (কলিকাতা), রামকৃষ্ণ তর্করত্ন (কোটালিপাড়), প্রমুখ প্রায় শত সংখ্যক বঙ্গদেশীয় প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বাঙ্গলার কায়স্থগণের ক্ষত্রিয়ত্ব এবং প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনরায় উপবীত গ্রহণের অধিকার সম্বন্ধে এক বিস্তৃত ব্যবস্থা প্রদান করেন। তাঁহাদের ব্যবস্থা এই ঃ—

শাস্ত্রতঃ কায়স্থনামধেয়স্য চিত্রগুপ্তস্য ক্ষত্রিয়ত্বে সিদ্ধে তদ্বংশ-

পরম্পরাজ্ঞাততয়া সদাচারসম্পন্নানাং তৎসন্ততীনাং কায়স্থানাং ক্ষত্রিয়ত্বং ক্ষত্রোচিতসংস্কারার্হত্বঞ্চ নিরাবাধমেব। পরন্তু তচ্চিত্রগুপ্ত বংশীয়ানাং অস্মদ্দেশীয়ানাং উপনয়নাত্মকসংস্কারস্মরণরহিতপিত্রাদ্যূর্দ্ধ তনানাং অনুপনীতানাং কায়স্থবর্গাণাং ব্রাত্যতোপপাতক বৃদ্ধ্যনু-পাতকতুল্য পাপক্ষয়ার্থিনাং দ্বাদশবার্ষিক ব্রতাদ্যাচরণাশক্তৌ গোশত দক্ষিণকাশীত্যুত্তর শতধেনুদানরূপং প্রায়শ্চিত্ত মাঢ্যমধ্যদরিদ্রাণাং ভাগহারেণ করণীয়মিতি তদনন্তরং যজ্ঞোপবীতাদিভিঃ সংস্কারঃ কর্ত্তব্য ইতি। উপনীতৈতেৎ ক্ষত্রিয়াণাং তৎসন্ততীনাঞ্চ ক্ষত্রিয়-বদশৌচাদ্যা-চরণং তেষান্তু সম্পূর্ণাশৌচং দ্বাদশাহ ইতি খণ্ডাশৌচন্তু ষড়্রাত্রমিতি বিদুষাং পরামর্শঃ।”

পণ্ডিতগণ এই ব্যবস্থার সমর্থক বীরমিত্রোদয়, শুক্রনীতি, বিজ্ঞান তন্ত্র, কমলাকরভট্টধৃত বৃহদ্ব্রহ্মখণ্ড, গরুড়পুরাণ, ভবিষ্যপুরাণ ও স্কন্দপুরাণ হইতে বচন প্রমাণ উদ্ধার করিয়াছেন এবং স্মার্ত্তরঘু-নন্দনের কলিতে ক্ষত্রিয়বৈশ্যের শূদ্রত্বপ্রাপ্তিবিষয়ক উক্তির প্রতিবাদ করিয়াছেন। তৎপর পুনরায় উপবীত গ্রহণের অধিকার সম্বন্ধে বহু যুক্তিপ্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন।

পঞ্চম ব্যবস্থা।

তিনপুরুষের অধিক অনুপনীত থাকিলে আর উপনয়ন হইতে পারে না বলিয়া যাহারা আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন তাহাদের তর্ক খণ্ডন করিয়া ১৩১১ সনের ৯ পৌষ তারিখে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ এবং প্রমথনাথ তর্কভূষণ এক ব্যবস্থা প্রদান করেন। বাহুল্যবোধে তাহা এস্থলে উদ্ধৃত হইল না। এই পুস্তকের “প্রায়শ্চিত্ত” অধ্যায়ে বিরুদ্ধ তর্ক খণ্ডিত হইয়াছে। বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার ১৩০৯-১১ সনের কার্য্য বিবরণীতে এই ৫টী ব্যবস্থা সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হইয়াছে।

অশৌচ তত্ত্ব।

যে দেশে যে রীতি প্রচলিত হয় তাহাই ক্রমে অখণ্ডনীয় শাস্ত্রবিধান বলিয়া সে দেশের লোকের ধারণা জন্মে। বাঙ্গলা দেশে জন্ম ও মরণে ব্রাহ্মণ জাত দশ দিন অশৌচ পালন করেন, আর প্রায় সকল জাতিই ৩০ দিন অশৌচ পালন করেন। উড়িষ্যাতে ব্রাহ্মণও করণ জাতি ১২ দিনে শ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন, আর বিকানীর অঞ্চলে সর্ব্ববর্ণ ই, শূদ্রগণ ও ১০ দিন মাত্র অশৌচ পালন করিয়া একাদশ দিনে শ্রাদ্ধাদি করিয়া থাকে। তথাপি সর্ব্বত্রই প্রচলিত রীতিকেই লোকে ধর্ম্মের আদেশ বলিয়া মানিয়া লইতেছে, আর তাহার কোনরূপ ব্যতিক্রম হইলেই পিতৃ পুরুষের জল পিণ্ড লোপ হইবে বা অশৌচান্ন গ্রহণে প্রত্যবায় হইবে ভাবিয়া শঙ্কিত হয়। কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ অশৌচ সম্বন্ধে যে সকল বিধান লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তৎপ্রতি লক্ষ্য করিলে এই শঙ্কা যে অমূলক তাহা সহজেই উপলব্ধি হয়। এ সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ ধর্ম্ম-শাস্ত্রকারগণের অভিমত নিম্নে প্রদত্ত হইল।

মনুঃ।

শুধ্যেদ্বিপ্রো দশাহেন দ্বাদশাহেন ভূমিপঃ।
বৈশ্যঃ পঞ্চদশাহেন শূদ্রো মাসেন শুধ্যতি। ৮৩। ৫ অং
শূদ্রানাং মাসিকং কার্য্যং বপনং ন্যায়বর্ত্তিনাম্।
বৈশ্যবচ্ছৌচকল্পশ্চ দ্বিজোচ্ছিষ্টঞ্চ ভোজনম্॥ ১৪০। ৫ অং

যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

ক্ষত্রস্য দ্বাদশাহানি বিশঃপঞ্চ দশৈবতু।
ত্রিংশদ্দিনানি শূদ্রস্য তদর্দ্ধং ন্যায়বর্ত্তিনঃ॥ ২২। ৩ অঃ
মহীপতীনাং নাশৌচং হতানাং বিদ্যুতাতথা।
গোব্রাহ্মণার্থে সংগ্রামে যস্য চেচ্ছতি ভূমিপঃ॥ ২৭

ঋত্বিজাং দীক্ষিতানাঞ্চ যজ্ঞীয় কর্ম্ম কুর্ব্বতাম্।
সত্রিব্রতি ব্রহ্মচারি দাতৃ ব্রহ্মবিদাং তথা॥ ২৮
দানে বিবাহে যজ্ঞেচ সংগ্রামে দেশ বিপ্লবে।
আপদ্যপি চ কষ্টায়াং সদ্যঃ শৌচং বিধীয়তে॥ ২৯। ৩ অঃ

পরাশরঃ।

একাহাচ্ছুধ্যতে বিপ্রো যোঽগ্নিবেদ সমন্বিতঃ।
ত্র্যহাৎ কেবল বেদস্তু নির্গুণো দশভির্দ্দিনৈঃ॥ ৫। ৩ অঃ
ভৃগ্বগ্নি মরণে চৈব দেশান্তরে মৃতে তথা।
বালে প্রেতেচ সন্ন্যাসে সদ্যঃ শৌচং বিধীয়তে॥ ১২
শিল্পিনঃ কারুকা বৈদ্যা দাসী দাসাশ্চ নাপিতাঃ।
শ্রোত্রিয়াশ্চৈব রাজানঃ সদ্যঃ শৌচা প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ ২৭
সব্রতী মন্ত্রপূতশ্চ আহিতাগ্নিশ্চ যো দ্বিজঃ।
রাজ্ঞশ্চ সূতকং নাস্তি যস্য চেচ্ছতি পার্থিবঃ॥ ২৮। ৩অঃ

অত্রিঃ।

একহাচ্ছুধ্যতে বিপ্রো যোঽগ্নিবেদসমন্বিতঃ।
ত্র্যহাৎ কেবল বেদস্তু নির্গুণো দশভির্দ্দিনৈঃ॥ ৮৩
ব্যাধিতস্য কদর্য্যস্য ঋণগ্রস্তস্য সর্ব্বদা।
ক্রিয়াহীনস্য মূর্খস্য স্ত্রীজিতস্য বিশেষতঃ॥ ১০২
ব্যসনাসক্তচিত্তস্য পরাধীনস্য নিত্যশঃ।
স্বাধ্যায় ব্রতহীনস্য সততং সূতকং ভবেৎ॥ ১০৩।

দক্ষঃ।

গ্রন্থার্থতো বিজানাতি বেদমঙ্গৈঃ সমন্বিতম্।
সকল্পং সরহস্যঞ্চ ক্রিয়াবাংশ্চেন্নসূতকী॥ ৪
রাজর্ত্বিগ দীক্ষিতানাঞ্চ বালে দেশান্তরে তথা।
ব্রতিনাং সত্রিনাঞ্চৈব সদ্যঃ শৌচং বিধীয়তে॥ ৫

একাহস্তু সমাখ্যাতো যোঽগ্নিবেদ সমন্বিতঃ।
হীনে হীনতরে চৈব দ্বি ত্রি চতুরহস্তথা॥ ৬
জাতি-বিপ্রো দশাহেন দ্বাদশাহেন ভূমিপঃ।
বৈশ্যঃ পঞ্চ দশাহেন শূদ্রো মাসেন শুধ্যতি॥ ৭
অস্নাত্বা চাপ্য হুত্বা চ ভুঙক্তেঽদত্ত্বাচ যঃপুনঃ।
এবংবিধস্য সর্ব্বস্য সূতকং সমুদাহৃতং॥ ৮
ব্যাধিতস্য কদর্য্যস্য ঋণগ্রস্তস্য সর্ব্বদা।
ক্রিয়াহীনস্য মূর্খস্য স্ত্রীজিতস্য বিশেষতঃ॥ ৯
ব্যসনাসক্তচিত্তস্য পরাধীনস্য নিত্যশঃ।
শ্রদ্ধাত্যাগ বিহীনস্য ভস্মান্তং সূতকং ভবেত্॥১০।৬ অঃ

বিষ্ণুঃ।

সপিণ্ডীকরণং মাসিকার্থবদ্ দ্বাদশাহং শ্রাদ্ধং কৃত্বা ত্রয়োদশে অহ্নি বা কুর্য্যাৎ। মন্ত্রবর্জ্জং হি শূদ্রাণাং দ্বাদশেঽহ্নি। ২১ অঃ

যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতিঃ মিতাক্ষরাপ্রকাশ সহিতা।

মুম্বই সংস্করণম্ ৪২৮ পৃষ্ঠা।

সর্ব্বেষামেব বর্ণানাং মৃতকে সূতকে তথা।
দশাহাচ্ছুদ্ধিরেতেষামিতি শাতাতপোব্রবীৎ॥

বশিষ্ঠঃ।

পঞ্চদশরাত্রেণ রাজন্যো বিংশতিরাত্রেণ বৈশ্যঃ।

পরাশরঃ।

ক্ষত্রিয়স্তু দশাহেন স্বকর্ম্মনিরতঃ শুচিঃ।
তথৈচ দ্বাদশাহেন বৈশ্যঃ শুদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ॥

শাতাতপঃ।

একাদশাহাদ্রাজন্যো বৈশ্যো দ্বাদশভিস্তথা।
শূদ্রোবিংশতি রাত্রেণ শুধ্যেত মৃতসূতকে॥

কমলাকরভট্টপ্রণীত নির্ণয়সিন্ধুঃ ।

মুম্বই সংস্করণম্-৩৭৭ পৃষ্ঠা ।

অঙ্গিরা ।

সর্ব্বেষামেব বর্ণানাং সূতকে মৃতকে তথা ।
দশাহাচ্ছুদ্ধিরেতেষামিতি শাতাতপোব্রবীৎ ॥

দেবলঃ ।

আশৌচং দশরাত্রং তু সর্ব্বেষামপরে বিদুঃ ।
নিধনে প্রসবে চৈব পশ্চাত্তুঃ কর্ম্মণঃ ক্ষয়ম্ ॥

গরুড়পুরাণে প্রেত কল্পে ।

মুম্বই সংস্করণম্ ।

সর্ব্বেষামেব বর্ণানাং সূতকে মৃতকেপিবা ।
দশাহাচ্ছুদ্ধিরিত্যেষ কলৌ শাস্ত্রস্য নিশ্চয়ঃ ॥
দ্বাদশাহে ত্রিপক্ষে বা ষণ্মাসে বৎসরে পিবা ।
সপিণ্ডীকরণং প্রোক্তং মুনিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥
ময়াতু প্রোচ্যতে তাক্ষ্য শাস্ত্রধর্ম্মানু সারতঃ ।
চতুর্ণামেব বর্ণানাং দ্বাদশাহে সপিণ্ডনম্ ॥
অনিত্যাৎ কলিধর্ম্মানাং পুংসাং চৈবায়ুষঃ ক্ষয়াৎ ।
অস্থিরত্বাৎ শরীরস্য দ্বাদশাহে প্রশস্যতে ॥

রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে ।

কৃত্বোদকং তে ভরতেন সার্দ্ধং
নৃপাঙ্গনা মন্ত্রি পুরোহিতাশ্চ ।
পুরং প্রবিশ্যাশ্রুপরীতনেত্রা
ভূমৌ দশাহং ব্যনয়ন্ত দুঃখম ॥ ২৩ । ৭সর্গঃ

ততো দশাহেঽতিগতে কৃতশৌচো নৃপাত্মজঃ।
দ্বাদশেহনি সংপ্রাপ্তে শ্রাদ্ধ কর্ম্মণ্যকারয়ৎ ॥ ১
ব্রাহ্মণেভ্যো ধনং রত্নং দদাবন্নঞ্চ পুষ্কলম।
বাস্তিকং বহুশুক্লঞ্চ গাশ্চাপি বহুশস্তদা ॥ ২
দাসী দাসাশ্চ যানানি বেশ্মানি সুমহান্তিচ।
ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ পুত্রো রাজ্ঞস্তস্যৌর্দ্ধদেহিকম্ ॥ ৩
ততঃ প্রভাত সময়ে দিবসে চ ত্রয়োদশে।
বিললাপ মহাবাহু ভরতঃ শোকমূর্চ্ছিতঃ ॥ ৪। ৭৭সর্গ

অত্র রামানুজ ভাষ্যম্ঃ—দুঃখমাশৌচম্। ভূমৌ শয়ানা ইতি শেষঃ। ইদং ব্রহ্মচর্য্যমাত্রোপলক্ষণম্। নন্থ দ্বাদশাহেন ভূপালঃ ক্ষত্রিয়ঃ ষোড়শে হনীতি স্মৃতেঃ কথং ক্ষত্রিয়স্য দশাহেনাশৌচাত্যয়ইতিচেন্ন। ক্ষত্রিয়স্ত দশাহেন স্বকর্ম্মানরতঃ শুচিরিাত পরাশরোক্তেরিতি দিক্ ॥ ২৩।

দশাহেঽতিগতে একাদশে অহনি কৃতশৌচঃ অনুষ্ঠিতপ্রেতবিমুক্তি-দৈকাদশাহ শ্রাদ্ধঃ। শ্রাদ্ধ কর্ম্মাণি দ্বিতীয়মাসিকাদি সপিণ্ডীকরণান্ত শ্রাদ্ধানি। ১

মহাভারতে আদিপর্ব্বে।

কৃতোদকাংস্তানাদায় পাণ্ডবাঞ্ছোককর্শিতান্।
সর্ব্বা প্রকৃতয়ো রাজন্ শোচমানা ন্যবারয়ৎ ॥ ৩০
যথৈব পাণ্ডবা ভূমৌ সুষুপুঃ সহ বান্ধবৈঃ।
তথৈব নাগরা রাজন্ শিশ্যিরে ব্রাহ্মণাদয়ঃ ॥ ৩১
তদ্গতানন্দমস্বস্থমাকুমারমহৃষ্টবৎ।
বভূব পাণ্ডবৈঃ সার্দ্ধং নগরঃ দ্বাদশক্ষপাঃ ॥ ৩২। ১২৭ অঃ

আশ্রমবাসিক পর্ব্বে।

দ্বাদশেহ হনি তেভ্যঃ স কৃতশৌচো নরাধিপঃ।
দদৌ শ্রাদ্ধান বিধিবদ্দক্ষিণাবন্তি পাণ্ডবঃ ॥ ১৬

ধৃতরাষ্ট্রং সমুদ্দিশ্য দদৌ স পৃথিবীপতিঃ।
সুবর্ণং রজতং গাশ্চ শয্যাশ্চ সুমহাধনাঃ॥ ১৭
গান্ধার্য্যাশ্চৈব তেজস্বী পৃথায়াশ্চ পৃথক্ পৃথক্!
সঙ্কীর্ত্ত্য নামনী রাজা দদৌ দান মনুত্তমম্॥ ১৮। ৩৯ অঃ

শান্তিপর্ব্বে রাজধর্ম্মে।

কৃতোদকাস্তে সুহৃদাং সর্ব্বেষাং পাণ্ডুনন্দনাঃ।
বিদুরো ধৃতরাষ্ট্রশ্চ সর্ব্বাশ্চ ভরতস্ত্রিয়ঃ॥ ১
তত্র তে সুমহাত্মানো ন্যবসন্ পাণ্ডুনন্দনাঃ।
শৌচং নির্ব্বর্ত্তয়িষ্যন্তো মাস মাত্রং বহিঃ পুরাৎ॥ ২
কৃতোদকন্তু রাজানং ধর্ম্মপুত্রং যুধিষ্ঠিরম্।
অভিজগ্মুর্মহাত্মানঃ সিদ্ধা ব্রহ্মর্ষি সত্তমাঃ॥ ৩। ১অঃ

অত্র নীলকণ্ঠ কৃতা টীকা।

অত্র গঙ্গাতীরে পুরাদ্বহি র্মাসমাত্রবাসস্য প্রয়োজনন্তু যৎ ক্বচিৎ ছদ্মযুদ্ধং কৃতং তজ্জন্য দোষনির্হরণেন শুদ্ধিসম্পাদনম্। ন ত্বত্র শাবাশৌচশুদ্ধির্মাসমাত্রেণেতি বিবক্ষিতম্। ন চৈতে শূদ্রা যেন মাসাশৌচং কুর্য্যুঃ। সংগ্রামহতানাং সপিণ্ডাঃ সদ্য এব শুধ্যন্তি ইত্যুক্তং মনুনা। তেন দ্বাদশাহমপি নৈষামাশৌচং মাসস্তু দূরতো নিরস্ত ইতি প্রতীয়তে। যদ্বা সৌপ্তিকে পশুবদ্ধতানাং সুহৃদাং দ্বাদশাহমাশৌমস্তি তেন যুদ্ধদিনেষু অষ্টাদশাহপর্য্যন্তং প্রত্যহমাশৌচপ্রাপ্তিঃ সদ্যঃশুদ্ধিশ্চ অন্তদিনে প্রাপ্তস্যাশৌচস্য দ্বাচশাহেন নিবৃত্তিরিতি মাসং শৌচসম্পাদনোক্তিঃ যুজ্যতে।

মনু বলিতেছেন ব্রাহ্মণের দশদিন, ক্ষত্রিয়ের ১২ দিন, বৈশ্যের ১৫ দিন এবং শূদ্রের ৩০ দিন অশৌচ হইবে। কিন্তু ন্যায়বর্ত্তী অর্থাৎ দ্বিজগণের অনুগত শূদ্রের বৈশ্যবৎ ১৫ দিন অশৌচ হইবে। যাজ্ঞ-

বল্ক্যও বলিতেছেন ন্যায়বর্ত্তী শূদ্রের ১৫ দিন অশৌচ হইবে। অতএব দেখা যাইতেছে যে কোন শূদ্রের পিতৃ পিতামহ ৩০ দিন অশৌচ পালন করিলেও সে স্বয়ং সদাচারী হইলে বৈশ্যবৎ ১৫ দিন অশৌচ পালন করিবে।

যাজ্ঞবল্ক্য বলেন রাজগণের অশৌচ নাই, রাজা যাহার অশৌচ না থাকা আবশ্যক মনে করিবেন তাহার অশৌচ থাকিবেনা, যুদ্ধে বা বজ্রপাতে মৃত্যু হইলে সপিণ্ডদিগেব অশৌচ হইবে না। দীক্ষিত দিগের, যজ্ঞীয় কর্ম্মরত পুরোহিতাদির, যিনি অন্ন সত্র দিয়াছেন, বা ব্রতগ্রহণ করিয়াছেন, ব্রহ্মচারী, দানকার্য্যরত বা ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির অশৌচ হইবে না। আরব্ধ দানকার্য্যে, বিবাহে বা যজ্ঞে, যুদ্ধে, দেশবিপ্লবে, আপৎকালে, বা ক্লেশকর অবস্থাতে সদ্যঃ শৌচ হইবে। পরাশরের মতে বজ্র পাতে মরিলে, শিশুর মৃত্যু হইলে, সন্ন্যাসীর মৃত্যুতে সপিণ্ডদিগের সদ্যঃশৌচ। কর্ম্মকার কুম্ভ-কারাদি শিল্পিদিগের, কারুকর দিগের, চিকিৎসকের, দাস, দাসী, নাপিত, বেদাধ্যায়ী ও রাজার সদ্যঃ শৌচ। ব্রতপরায়ণ, মন্ত্রপূত, সাগ্নিক ব্রাহ্মণ ও রাজার অশৌচ নাই, রাজা যাহার ইচ্ছা করিবেন তাহারও অশৌচ থাকিবে না।

পরাশর ও অত্রি উভয়ের মতে সাগ্নিক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের একদিনে শুদ্ধি,কেবল বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের তিনদিনে, নিগুর্ণ ব্রাহ্মণের দশ দিনে শুদ্ধি হইবে। দক্ষঋষির মতে যিনি চারি বেদ ও তাহার ছয় অঙ্গ কল্প ও রহস্য সহ সবিশেষ জানিয়াছেন এবং যিনি তদনুরূপ ক্রিয়াবান্ তাহার অশৌচ হয় না। সাগ্নিক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের একদিনে শুদ্ধি, ক্রমশঃ হীনতর ব্রাহ্মণের দুই, তিন বা চারি দিনে শুদ্ধি।

রাজা, ঋত্বিক্, দীক্ষিত, শিশু, দেশান্তর গত, ব্রতী ও সত্রীর সদ্যঃ শৌচ। যে স্নান না করিয়া, প্রাণাদিকে আহুতি না দিয়া, দেবতা-

দিগকে অন্নবলি না দিয়া আহার করে সে অশুচি। ব্যাধিগ্রস্ত, অপরিচ্ছন্ন, ঋণগ্রস্ত, ধর্ম্মকর্ম্ম হীন, মূর্খ, বিশেষতঃ স্ত্রীসম্ভোগ মুগ্ধ, ব্যসনাসক্ত, পরগলগ্রহ, শ্রদ্ধাহীন, ত্যাগহীন, বেদাধ্যয়ন হীন, ব্রতহীন ব্যক্তিগণ যাবজ্জীবন অশুচি।

অশৌচ সম্বন্ধে বিষ্ণু স্মৃতির মত এই যে সর্ব্ববর্ণই দশদিন অশৌচ পালন করিবে, আর দ্বাদশ দিনে বারটী মাসিক শ্রাদ্ধ করিয়া ত্রয়োদশ দিনে সপিণ্ডীকরণ করিবে, মন্ত্রবর্জ্জিত শূদ্রগণ দ্বাদশ দিনেই সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধ করিবে।

মুম্বই হইতে প্রকাশিত মিতাক্ষরাপ্রকাশে অশৌচ সম্বন্ধে ঋষিদিগের বিভিন্ন মত উদ্ধৃত হইয়াছে।—

অঙ্গিরা বলিতেছেন সর্ব্ববর্ণেরই জন্ম ও মরণে দশদিন অশৌচ হইবে। বশিষ্ট বলিয়াছেন 'পঞ্চদশ রাত্রে ক্ষত্রিয় এবং বিংশতি রাত্রে বৈশ্যের অশৌচ শেষ হইবে।' পরাশর বলিয়াছেন 'স্বকর্ম্মরত শুদ্ধাচার ক্ষত্রিয়ের অশৌচ ১০ দিন, সেইরূপ বৈশ্যের অশৌচ ১২ দিন।' শাতাতপের বাক্য এই যে '১১ দিনে ক্ষত্রিয়, ১২ দিনে বৈশ্য এবং ২০ দিনে শূদ্র জন্ম ও মরণে শুদ্ধি লাভ করিবে।'

কমলাকর ভট্ট তদীয় সুপ্রসিদ্ধ স্মৃতি নিবন্ধ "নির্ণয় সিন্ধুতে" অশৌচ সম্বন্ধে যে সকল ঋষি বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন, তন্মধ্যে অঙ্গিরা ও দেবল ঋষির অভিমত এই যে সর্ব্ববর্ণেরই জন্ম ও মরণে দশদিন অশৌচ হইবে।

আমাদের দেশে যেমন শ্রাদ্ধকালে গীতা ও বিরাট পঠিত হয় পশ্চিম ভারতে তদ্রূপ গরুড় পুরাণের প্রেতকল্প পঠিত হয়। তাহাতে অশৌচ সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা আছে তাহা এই ঃ—

সকল বর্ণেরই জন্ম ও মরণে দশদিনে শুদ্ধি হইবে, ইহাই কলির জন্য শাস্ত্রের আদেশ। বার দিনে, তিন পক্ষে, ছয়মাসে বা এক

বৎসরে সপিণ্ডীকরণ করিবে, তত্ত্বদর্শী মুনিগণ এইরূপ বলিয়াছেন। কিন্তু হে গরুড়, শাস্ত্র ধর্ম্মানুসারে চারি বর্ণই ১২ দিনে সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধ করিবে। কলিধর্ম্ম অনিত্য, একালে পুরুষদিগের আয়ূঃ শীঘ্র ক্ষয় হইয়া যায়, শরীর কখন বিকল হয় তাহারও স্থিরতা নাই, সুতরাং কলিকালে সর্ব্ববর্ণ ১২ দিনেই সপিণ্ডীকরণ করিবে।

বিষ্ণুস্মৃতির বাক্য, অঙ্গিরা বচন, দেবল বচন এবং এই গরুড় পুরাণীয় বচনানুসারে আর্য্যাবর্ত্তে অনেক স্থানে চারিবর্ণই দশদিন অশৌচ পালন করেন এবং দ্বাদশ দিনে সপিণ্ডীকরণ করিয়া থাকেন। এমন স্থান আছে যেখানে জাতিভেদে অশৌচ কালের ভেদ হয় ইহা সাধারণ লোকে জানে না।

রামায়ণেও দেখা যায় ভরত মহারাজ দশরথের মৃত্যুতে, রাজকুলের বধূগণ, মন্ত্রী, পুরোহিতাদি সহ দশদিন ভূমিতে শয়ন করিয়া অশৌচপালন করিয়াছিলেন। দশদিন অতীত হইলে কৃতশৌচ হইয়া একাদশাহে একোদ্দিষ্টাদি সম্পাদন করিয়া দ্বাদশ দিনে পিতার সপিণ্ডীকরণ সম্পন্ন করেন। এস্থলে রামানুজের টীকা দ্রষ্টব্য। মিতাক্ষরা প্রকাশে পরাশরের যে বচন ধৃত হইয়াছে, রামানুজও সেই পরাশরবাক্য উদ্ধার করিয়া ভরতের দশাহ অশৌচের সমর্থন করিয়াছেন।

মহাভারতে শান্তিপর্ব্বে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অবসানে পাণ্ডবগণের একমাস অশৌচ পালনের কথা আছে, কিন্তু আদি পর্ব্বে দেখিতে পাই মহারাজ পাণ্ডুর মৃত্যু হইলে পাণ্ডবগণের সহিত তাঁহাদের আত্মীয়গণ, আবালবৃদ্ধ নাগরিকগণ ও ব্রাহ্মণগণ সকলে ভূমিতে শয়ন করিয়া দ্বাদশ রাত্রি অশৌচপালন করিয়াছেন। আশ্রম বাসিক পর্ব্বেও দেখিতে পাই বানপ্রস্থাশ্রমে ধৃতরাষ্ট্র, কুন্তী ও গান্ধারীর মৃত্যু হইলে যুধিষ্ঠির দ্বাদশ দিনে অশৌচ ত্যাগ করিয়া তাঁহাদের

শ্রাদ্ধ কার্য্য করিলেন। তবে যুদ্ধাবসানে পাণ্ডবদিগের পুরের বাহিরে থাকিয়া একমাস অশৌচপালনের হেতু কি?

টীকাকার নীলকণ্ঠ বলিতেছেন—"পুরের বাহিরে গঙ্গাতীরে একমাস অবস্থানের প্রয়োজন এই যে কোন কপট যুদ্ধ করিয়া থাকিলে তজ্জনিত পাপ দূর করিয়া শুদ্ধিলাভ করিবেন। পাণ্ডবগণ মরণা-শৌচ এক মাস পালন করিলেন এমন হইতে পারে না। তাঁহারা শূদ্র নহেন যে একমাস অশৌচপালন করিবেন। যুদ্ধে মৃত্যু হইলে সপিণ্ডদিগের সদ্যঃশৌচ হয়, ইহা মনু বলিয়াছেন। সুতরাং তাঁহদের দ্বাদশাহ অশৌচই হইতে পারে না, একমাসের কথা দূরে থাকুক। অথবা এস্থলে এইরূপ অর্থ হইতে পারে—যুদ্ধের অন্তে দ্রৌপদী পুত্রগণকে অশ্বত্থামা পশুবৎ নিহত করেন, তাঁহাদের মৃত্যুতে দ্বাদশাহ অশৌচ হইয়াছে। যুদ্ধকালে যে দিন যে জ্ঞাতির মৃত্যু হইয়াছে সেই দিনই তজ্জনিত অশৌচ শেষ হইয়াছে, কিন্তু যুদ্ধের শেষে দ্রৌপদী পুত্রগণের মৃত্যুতে ১২ দিন অশৌচ হইয়াছে, সুতরাং যুদ্ধের ১৮ দিন ও পরবর্ত্তী ১২ দিন এই ৩০ দিন বা একমাস পাণ্ডবগণ পুরের বাহিরে অশৌচ পালন করিয়াছেন।"

টীকাকারের এই অনুমান সমীচীন নহে। দ্রৌপদ্রীপুত্রগণ যুদ্ধে নিহত না হইলেও তাহাদের অপমৃত্যু হইয়াছিল। সুতরাং তাহাদের মৃত্যুতে পাণ্ডবদিগের পূর্ণ ১২ দিন অশৌচ হইতে পারেনা। কেহ২ বলিয়াছেন, মাস সংখ্যা ১২, সুতরাং মাসমাত্র অর্থ ১২ দিন, অর্থাৎ পাণ্ডবগণ যুদ্ধের পর ক্ষত্রিয়বৎ ১২ দিন অশৌচ পালন করিয়াছেন। ধর্ম্মশাস্ত্র মতে যুদ্ধের পর ১২ দিন অশৌচ পালনের কোন হেতু দেখা যায় না। এক অশৌচ মধ্যে অন্য অশৌচ উপস্থিত হইলে প্রথম অশৌচের সহিতই দ্বিতীয় অশৌচ সমাপ্ত হইবে, ইহাই ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবস্থা। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের অষ্টম দিবসে প্রথম জ্ঞাতি বিয়োগ হয়,

ঐদিন সুনাভাদি ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ নিহত হন। ১০ম দিনে ভীষ্ম নিপাতন, ১৩শে অভিমন্যুবধ, ১৪শে জয়দ্রথবধ, ১৫শে দ্রোণবধ, ১৭শে দুঃশাসনবধ ও কর্ণবধ, ১৮শে শল্য, শকুনি, দুর্য্যোধন ও দ্রৌপদীপুত্রগণ নিহত হন। যদি সংগ্রামে নিহত ক্ষত্রিয়াদির সদ্যঃ শৌচ ধর্ত্তব্য না হয়, তবে ৮ম দিনে সুনাভাদির মৃত্যুতে যে অশৌচ উপস্থিত হইয়াছে, যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরদিন তাহার সমাপ্তি, সুতরাং অন্য সমুদয় জ্ঞাতিবধ জনিত অশৌচেরই ঐ দিনে নিবৃত্তি হইয়াছে। অতএব যুদ্ধের পর ১২ দিন অশৌচ পালনের কোন হেতু নাই।

শাস্ত্রানুসারে যুদ্ধাবসানে পাণ্ডবগণের অশৌচ থাকিতে পারে না। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সমুদয় জ্ঞাতি বন্ধুগণের মৃত্যুতে এবং ভারতের নিখিল ক্ষত্রিয় কুল বিনষ্ট হওয়াতে অতিশয় বিষাদিত হইয়াছিলেন, যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াও নিজকে পরাজিত মনে করিয়াছিলেন। যুদ্ধের পর অশৌচের নিবৃত্তি হইলেও এই ভয়াবহ জ্ঞাতি বন্ধু ও ক্ষত্রিয়কুলের বিনাশে গঙ্গাতীরে অবস্থান করিয়া একমাস অশৌচ পালন করাই তিনি সঙ্গত মনে করিয়াছেন। তিনি এই অসাধারণ শোককর ঘটনার পরে অশৌচের সাধারণ বিধি পালন না করিয়া দীর্ঘকাল অশৌচ পালন করিয়াছেন, এই মাত্র। ইহাতে কিছুই দোষ হয় নাই।

আমরা অশৌচ সম্বন্ধে যে সকল ঋষিবাক্যের উল্লেখ করিয়াছি তাহাতে দেখা যায় যে গুণকর্ম্মের উৎকর্ষে অশৌচ হ্রাস হইতে পারে। যেমন ন্যায়বর্ত্তী শূদ্রের ১৫ দিন অশৌচ, স্বকর্ম্ম নিরত ক্ষত্রিয়ের দশদিন, তদ্রূপ বৈশ্যের ১২ দিন, বেদজ্ঞ সাগ্নিক ব্রাহ্মণের ১দিন, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের তিন দিন, ব্রহ্মবিদ্‌গণের সদ্যঃশৌচ ইত্যাদি। আবার ইহাও দেখা যায় যে লোক যাত্রা নির্ব্বাহের সুবিধার্থ অশৌচ হ্রাস হইতে পারে। যেমন রাজার সদ্যঃশৌচ, রাজকার্য্যানুরোধে রাজার ইচ্ছাতে যে কোন ব্যক্তির সদ্যঃ শৌচ, দাস দাসীর সদ্যঃ শৌচ, চিকিৎসকের সদ্যঃ শৌচ,

আরব্ধ যজ্ঞ বিবাহাদিতে সদ্যঃ শৌচ, দেশান্তরে,অতি ক্লেশকর অবস্থাতে সদ্যঃ শৌচ, ইত্যাদি। পরন্তু চতুর্ব্বর্ণ ই দশদিন অশৌচপালন এবং দ্বাদশ দিনে সপিণ্ডীকরণ করিবেন, এইরূপ ব্যবস্থাও রহিয়াছে। আবার যাঁহারা বর্ণভেদে অশৌচভেদের বিধি করিয়াছেন তাঁহারাও সকলে একমত নহেন। কেহ বলিতেছেন শূদ্রের ত্রিশ দিন, কেহ বলিতেছেন ২০ দিন। ক্ষত্রিয়ের অশৌচ কেহ বলেন ১২ দিন, কেহ বলেন ১১ দিন, কেহ বা ১৫ দিন নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বৈশ্যের অশৌচও কাহারও মতে ১৫ দিন, কাহারও মতে ২০ দিন, কাহারও মতে বা ১২ দিন।

এই সমুদয় পর্য্যালোচনা করিয়া সকলেই অনুভব করিতে পারিবেন যে শাস্ত্রমতে অশৌচ পালনীয় হইলেও প্রয়োজন বোধে তাহার সঙ্কোচ বা বৃদ্ধি করিলেও প্রত্যবায় হয় না, চতুর্ব্বর্ণ ই ইচ্ছা করিলে ১০ দিন অশৌচ পালন করিয়া ১১ দিনে একোদ্দিষ্ট এবং দ্বাদশ দিনে সপিণ্ডীকরণ করিতে পারেন। যাহারা পূর্ব্বে একমাস অশৌচ পালন করিয়াছেন তাহারা এখন ১২ দিন বা ১৫ দিন অশৌচ পালন করিয়া শ্রাদ্ধাদি করিলেও কোন প্রত্যবায়ের সম্ভাবনা নাই, শ্রাদ্ধ পণ্ড হওয়ার কোন কারণ নাই। পূর্ব্বে যে শ্রাদ্ধ একমাসে অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাও পণ্ড হয় নাই। বস্তুতঃ অশৌচ কালের হ্রাস বৃদ্ধি শ্রাদ্ধের সফলতার কারণ নহে। পুত্রাদি অশৌচ কালে দশ দিনে দশটী পূরক পিণ্ড দিয়া থাকেন। তাহা যদি পিতৃলোক গ্রহণ করেন তবে ১১শ বা ১৩শ দিনে প্রদত্ত জল পিণ্ড গ্রহণ না করার কোন হেতু নাই। পিতৃলোক সন্তানের অশৌচ বিচার করেন না। অশৌচবিচার লৌকিক আচার মাত্র। যতী ব্রহ্মচারীকে, নিষ্ঠাবান্ বেদবিদ্ ব্রাহ্মণকে, যোগ্য পাত্রকে শ্রদ্ধার সহিত দান করিলে বা ভোজন করাইলে পিতৃলোক তৃপ্তি লাভ করেন, ইহাই শ্রাদ্ধ। ১১শ দিনে বা

১৩শ দিনে এইরূপ সৎপাত্র আমার শ্রদ্ধাযুক্ত দানাদি গ্রহণ করিবেন কিনা, তাহাই বিবেচ্য বিষয়। ঐ দিনে পিতৃ কার্য্য হইতে পারে কি না তাহা চিন্তার বিষয় নহে। যদি দানের পাত্র ঘটে তবে শ্রাদ্ধ নিষ্ফল হইবে না। বরং অপাত্রে দান করার দরুণই শ্রাদ্ধাদি কার্য্য পণ্ড হইতেছে। তদ্বিষয়ে সমাজের মনোযোগ আকর্ষণ করা আবশ্যক।

পূর্ব্বে যেরূপ মন্ত্রে শ্রাদ্ধাদি কার্য্য হইয়াছে এখন তাহার কোন পরিবর্ত্তন হইলে প্রত্যবায় হইতে পারে এরূপ সংশয় উপস্থিত হওয়া অসম্ভব নহে, যদিও শাস্ত্রানুসারে এরূপ সংশয়ের কোন কারণ নাই। যিনি প্রায়শ্চিত্ত পূর্ব্বক যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিয়াছেন, প্রণব ও বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণে তিনি অধিকার লাভ করিয়াছেন। তদবস্থায় বেদমন্ত্রে শ্রাদ্ধাদি না করিলেই প্রত্যবায়ের সম্ভাবনা। বিষ্ণুপুরাণীয় স্যমন্তক উপাখ্যান অনেকেই অবগত আছেন। স্যমন্তকের অন্বেষণে শ্রীকৃষ্ণ অরণ্যে যাম্ববানের বিবরে প্রবেশ করেন। যাম্ববানের সহিত শ্রীকৃষ্ণের তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হয। অনেক দিন অবিরাম যুদ্ধের পর শ্রীকৃষ্ণ অনাহারে অবসন্ন হইয়া পড়েন। এ দিকে শ্রীকৃষ্ণের সহচর গণ দ্বারকায় ফিরিয়া আসিয়া প্রকাশ করেন যে শ্রীকৃষ্ণ ভল্লুকের বিবরে নিহত হইয়াছেন। তখন দ্বারকায় হাহাকার উপস্থিত হইল। শ্রীকৃষ্ণের পুত্রগণ যথারীতি শ্রাদ্ধ করিলেন। যাম্ববানের বিবরে শ্রীকৃষ্ণ ঐ শ্রাদ্ধীয় জলপিণ্ডাদি প্রাপ্ত হইয়া প্রভূত বলশালী হইয়া যুদ্ধে জয়ী হইলেন। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ স্যমন্তক সহ দ্বারকায় প্রত্যাগমন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ জীবিত থাকিতেই তাঁহার পুত্রগণ তাহাঁকে নিরালম্ব, বায়ুভূত প্রেত কল্পনা করিয়া তাঁহার শ্রাদ্ধ করিলেন। মন্ত্র অলীক, অশৌচাদি সমস্তই অলীক। এমন মিথ্যা শ্রাদ্ধ কিরূপে সিদ্ধ হইল? শ্রীকৃষ্ণ কিরূপে শ্রাদ্ধীয় জল পিণ্ড প্রাপ্ত

হইলেন? পণ্ডিতগণ তদুত্তরে বলেন—পিতৃকার্য্যাদির শেষে সমস্ত দোষ প্রশমনের জন্য শ্রীবিষ্ণু স্মরণ করিতে হয়, বিষ্ণুস্মরণে মন্ত্রাদির সমস্তদোষ খণ্ডন হয়। যদি শ্রীবিষ্ণু স্মরণে এমন মিথ্যা শ্রাদ্ধও সফল হইতে পারে, তবে মন্ত্রের ভাষার সামান্য পরিবর্ত্তন ঘটিলে বিষ্ণুনামে সে দোষ অবশ্য খণ্ডিবে।

কেহ কেহ প্রশ্ন করিয়াছেন সদ্যঃশৌচ হইলে কি সদ্য একোদ্দিষ্টাদি করিতে হইবে না? না, তাহা নহে। অশৌচ ভোগ না করিতে হইলেও দশদিনে দশপিণ্ড প্রদান করিয়া একাদশ দিনে বা তৎপরে একোদ্দিষ্টাদি করণীয় হইবে।

প্রায়শ্চিত্ত।

বহু পুরুষ যাবৎ উপনয়ন লুপ্ত হইয়া থাকিলে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনরায় উপবীত গ্রহণ করা যায় কিনা এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে। ১৯৩০ সংবৎ (১২৭৯ বঙ্গাব্দে) কাশীর তদানীন্তন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় বাপুদেব শাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায় কৈলাস চন্দ্র শিরোমণি, পণ্ডিত ভিকুজি পন্ত, পণ্ডিত বালকৃষ্ণ শাস্ত্রী, পণ্ডিত অম্বিকা দত্ত ব্যাস প্রমুখ প্রায় একশত পণ্ডিত ধর্ম্মাধিকরণের অধ্যক্ষ বিহারীলাল কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া কায়স্থ জাতির বর্ণ সম্বন্ধে এক সুদীর্ঘ ব্যবস্থা প্রদান করেন। এই ব্যবস্থায় পণ্ডিতগণ বহু শাস্ত্রীয় বচন সহযোগে কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব সপ্রমাণ করিয়াছেন।

যে সকল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য বহুকাল পর্য্যন্ত সাবিত্রীহীন হইয়া ব্রাত্যতা প্রাপ্ত হইয়াছে, প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করিয়া তাহারা উপনয়নাদি সংস্কার গ্রহণ করিতে পারে কিনা এই প্রশ্নের উত্তরে ১৯৫৯ সংবতে কাশীর মহামহোপাধ্যায় সুধাকর দ্বিবেদী,

মহামহোপাধ্যায় রামমিশ্র শাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায় কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি, পণ্ডিত জগন্নাথ বেদান্তী, সীতারাম শাস্ত্রী, প্রিয়নাথ তত্ত্বরত্নপ্রমুখ শতাধিক পণ্ডিত আপস্তম্ব বচন, কাত্যায়ন বচন, মদনরত্নাদি নিবন্ধকার দিগের ব্যাখ্যা উদ্ধার করিয়া মীমাংসা করিয়াছেন যে এইরূপ ব্রাত্যসংস্কারের কিছুই বাধক নাই। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার ২য়, ৩য় সাংবৎসরিক কার্য্য বিবরণীতে এই সকল ব্যবস্থা সম্যক্ মুদ্রিত হইয়াছে। এবিষয়ে মিতাক্ষরাতে নিম্নোক্ত আপস্তম্ব বচন ধৃত হইয়াছেঃ—

যস্য পিতৃপিতা মহাবনুপনীতৌ স্যাতাং তস্য সংবৎসরং ত্রৈবিদ্যকং ব্রহ্মচর্য্যং যস্য প্রপিতামহাদের্নানুস্মর্য্যতে উপনয়নং তস্য দ্বাদশ বর্ষাণি ত্রৈবিদ্যকং ব্রহ্মচর্য্যং।

অর্থাৎ যাহার পিতা ও পিতামহের উপনয়ন হয় নাই, নিজেও যথাকালে উপনীত হয় নাই, সে এক বৎসর কাল ত্রিবেদ বিহিত ব্রহ্মচর্য্য করিয়া উপবীত গ্রহণ করিবে। আর যাহার প্রপিতামহাদিরও উপনয়ন স্মরণ হয়না তাহার ১২বৎসর ব্রহ্মচর্য্য করিতে হইবে। স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় তারানাথ তর্কবাচস্পতি তদীয় বাচস্পত্য অভিধানে বলিয়াছেন যে বহু পুরুষ উপবীতহীন কায়স্থগণ উক্ত আপস্তম্ব বচন মতে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনরায় উপবীত গ্রহণ করিতে পারেন। ফলতঃ পূর্ব্বে বঙ্গদেশ ও কাশীর বিখ্যাত পণ্ডিত গণ সকলেই এইরূপ প্রায়শ্চিত্তের বৈধতা স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু সম্প্রতি বঙ্গদেশের দুই চারিটী অর্থবান্ও চাকুরিজীবী ব্রাহ্মণ বাঙ্গলার বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত লইয়া একটী দল করিয়াছেন। তাহারা বলিতেছেন "উক্ত আপস্তম্ব বচনের অর্থ অন্যরূপ, বাচস্পতি মহাশয় এবং কাশীর পণ্ডিত গণ ভুল করিয়াছেন। "প্রপিতামহাদেঃ" পদে প্রপিতামহ, পিতামহ পিতা ইত্যাদি নিম্নতর পুরুষ বুঝাইবে, প্রপিতামহ হইতে উর্দ্ধতন পুরুষ বুঝাইবে না ; অর্থাৎ যাহার প্রপিতামহ পর্য্যন্ত অনুপনীত তাহার

পুনরায় উপনয়ন হইতে পারে, তদূর্দ্ধ পুরুষের উপনয়ন না হইয়া থাকিলে আর প্রায়শ্চিত্ত করিয়া উপনয়ন গ্রহণ করা যাইতে পারেনা।” তাঁহারা কায়স্থের উপনয়নে বিঘ্ন জন্মাইবার জন্য আপস্তম্ব বাক্যের যে নূতন ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা নিতান্তই যুক্তিহীন। “প্রপিতামহ” পদে যদি প্রপিতামহ হইতে পিতা পর্য্যন্ত নিম্নতর পুরুষগণ বুঝায়, তাহা হইলে “নাস্মর্য্যতে” (স্মরণ হয় না). এই উক্তির সঙ্গতি হয় না। প্রপিতামহ ও তদূর্দ্ধ পুরুষের উপনয়ন ছিল কিনা তাহা স্মরণ হয় না, এমন অবস্থা হইতে পারে; কিন্তু প্রপিতামহ হইতে পিতা পর্য্যন্তও উপনয়ন ছিল কি না তাহা স্মরণ হয় না, এমন কি হইতে পারে? আর এক কথা এই যে পিতাও পিতামহের উপনয়ন না থাকা পক্ষে আপস্তম্ব কেবল সংবৎসর ব্রহ্মচর্য্যের, আর প্রপিতামহাদির উপনয়ন স্মরণ না হওয়া পক্ষে দ্বাদশ বৎসর ব্রহ্মচর্য্যের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এস্থলে প্রপিতামহাদি শব্দের নিম্নতর পুরুষ অর্থ করিলে এক পুরুষ মাত্র অধিক অনুপনীত থাকার জন্য এক বৎসর স্থলে ১২বৎসর ব্রহ্মচর্য্যের আদেশ অতিশয় অসঙ্গত হইয়া পড়ে। যে স্থলে কত পুরুষ পর্য্যন্ত উপনয়ন লোপ হইয়াছে তাহার নিশ্চয় নাই, তদ্রূপ স্থলেই এরূপ গুরু প্রায়শ্চিত্তের বিধান যুক্তি সঙ্গত।

এই পণ্ডিতগণ স্বপক্ষ সমর্থনের জন্য নিম্নোক্ত পারস্কর বচন ধরিয়াছেন। “ত্রিপুরুষ পতিতসাবিত্রীকানাং অপত্যে সংস্কারো নাধ্যাপনঞ্চ। তেষাং সংস্কারেপ্সবো ব্রাত্যস্তোমেনেষ্ট্বা কামমধীয়ীরণ ব্যবহার্য্যা ভবন্তি।” পারস্কর বলিতেছেন যাহারা তিন পুরুষ যাবৎ উপনয়ন হীন তাহাদের অপত্যের উপনয়ন বা বেদাধ্যয়ন করাইবেনা। তাহারা ইচ্ছা করিলে ব্রাত্যস্তোম করিয়া উপনীত ও অধ্যাপনের যোগ্য হইবে।

এই বচন উদ্ধার করিয়া পূর্ব্বোক্ত পণ্ডিতগণ বলিতেছেন যে

পারস্কর বচন ও আপস্তম্ব বচনের একবাক্যতা করিয়া আপস্তম্বের প্রপিতামহাদি শব্দের নিম্নতর পুরুষ অর্থ ই গ্রহণ করিতে হইবে। এই তর্কও যুক্তিযুক্ত নহে। পারস্কর ত্রিপুরুষব্রাত্যের প্রায়শ্চিত্ত পূর্ব্বক উপবীত গ্রহণের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তদূর্দ্ধ পুরুষের উপনয়ন না হইয়া থাকলে যে প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারিবেনা, এমন কথা বলেন নাই। আপস্তম্ব তদূর্দ্ধ পুরুষেয় ব্রাত্যতা স্থলেও কিরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে তৎসম্বন্ধে ব্যবস্থা করিয়াছেন। আপস্তম্ব দুই অবস্থার জন্য দুই প্রকার প্রায়শ্চিত্তের--সংবৎসর ব্রতের এবং দ্বাদশবার্ষিক ব্রতরূপ গুরু প্রায়শ্চিত্তের—বিধান করিয়াছেন। কিন্তু পারস্কর তদ্রূপ গুরু প্রায়শ্চিত্তের উল্লেখ করেন নাই। তাহাতেই সুস্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে বহু পুরুষ ব্রাত্যতাস্থলে কিরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে পারস্কর তাহা চিন্তা করেন নাই। শাস্ত্রকারগণ প্রত্যেকেই সকল বিষয়ের সকল অবস্থার মীমাংসা করেন নাই; একজন যে বিষয়ের ব্যবস্থা করেন নাই, আর এক জন সে বিষয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এরূপ সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হইবে।

এ বিষয়ে ঋষিবাক্যের অর্থ লইয়া তর্ক করাও নিষ্প্রয়োজন। জীবন্ত ধর্ম্মস্বরূপ ভারতের অদ্বিতীয় সাধু মহাত্মগণের বাক্য ও কার্য্যই এই সকল তর্কের অভ্রান্ত উত্তর। প্রায় ৩০ বৎসর পূর্ব্বে কাশীর জগৎপূজ্য মহাপুরুষ ভাস্করানন্দ স্বামী বিক্রমপুর বহরের চণ্ডীচরণ বসু রায় চৌধুরী মহাশয়কে যজ্ঞোপবীত প্রদানান্তর দীক্ষিত করিয়াছিলেন। ঢাকাতে শ্রীমৎ ত্রিপুরলিঙ্গ স্বামীজি বিগত ২০ বৎসর মধ্যে ন্যূনাধিক ৫০ জন কায়স্থকে যজ্ঞোপবীত প্রদান পূর্ব্বক দীক্ষিত করিয়াছেন। সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ ও সম্রাজ্ঞী মেরীর দিল্লীতে রাজ্যাভিষেক কালে ভারতীয় সাধু মহাত্মগণের অগ্রণীরূপে যিনি সম্রাট দম্পতীকে ধান্যদূর্ব্বাদ্বারা আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন, শঙ্কর মঠের অধিনায়ক সন্ন্যাসি কুলমণি সেই

জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য্য দুই বৎসর পূর্ব্বে পুরীধামে পরম বৈষ্ণব শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষঠাকুরের পুত্র শ্রীমান্ বীরেন্দ্রনাথের এবং তাহার ধর্ম্মপরায়ণা পত্নীর যথাবিধানে বেদপারগ ব্রাহ্মণগণ দ্বারা উপনয়ন সংস্কার করাইয়াছেন। প্রায় ২৫বৎসর পূর্ব্বে দেওঘরে শ্রীমৎ বালানন্দস্বামী বরিশাল বিল্বগ্রামের জমিদার শ্রীযুক্ত আনন্দ চন্দ্র বিষ্ণু চৌধুরী মহাশয়কে যজ্ঞোপবীত প্রদান করিয়াছিলেন। তর্কবাচস্পতি মহাশয় এবং শত শত নিরপেক্ষ পণ্ডিত আপস্তম্ব বাক্যের যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন উক্ত মহাপুরুষগণের কার্য্য দ্বারা তাহাই সমর্থিত হইতেছে। যদি বহু পুরুষ অনুপনীত থাকিলে পুনরায় উপনয়ন হইতে না পারে তবে মূর্ত্তিমান ধর্ম্মস্বরূপ ভাস্করানন্দ চণ্ডীরায় মহাশয়কে. অথবা জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য্য বীরেন্দ্রনাথকে যজ্ঞোপবীত প্রদান করিতেন না। দীর্ঘকাল পতিতসাবিত্রীক কায়স্থ গণের পুনরায় উপবীত গ্রহণের অধিকার সম্বন্ধে ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণের কোনও সন্দেহ হইতে পারেনা। যাহারা জ্ঞান. কর্ম্ম, ও চরিত্র দ্বারা পূর্ব্ব মান রক্ষা করিতে অসমর্থ, তাহারা সদুপায়ে হউক বা অসদুপায়ে হউক অন্য দশ জনকে খাট করিয়া রাখিতে চেষ্টা করিবেনই। সাধু মহাত্মগণ এই সকল বৈষয়িক স্বার্থ চিন্তার অতীত. সুতরাং তাঁহারাই ধর্ম্ম পথ প্রদর্শনে সমর্থ। বঙ্গের কায়স্থসন্তানগণ যদি বর্ণাশ্রমধর্ম্ম রক্ষা করিতে চাহেন. তবে সাধু মহাপুরুষদিগের অভ্রান্ত ইঙ্গিত অনুসরণ করুন।

আর একটী সংশয় ভঞ্জন করা আবশ্যক। আপস্তম্ব বলিয়াছেন বার বৎসর ত্রিবেদ বিহিত ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করিতে হইবে। কলির মানব কি তাহা করিতে সমর্থ? এবিষয়ে শাস্ত্রে আছে—

কৃতে ব্রতং সমাদিষ্টং ত্রেতায়াং ধেনুরেবচ।
কৃচ্ছ্রাদীনাস্তু সর্ব্বেষাং মূল্যন্তু দ্বাপরে কলৌ॥

প্রায়শ্চিত্তার্থে সত্যযুগের জন্য ব্রত আদিষ্ট হইয়াছে, ত্রেতাতে তৎপরিবর্ত্তে ধেনু দান করিবে, দ্বাপর ও কলিতে ধেনুমূল্য দান করিবে। দ্বাদশবার্ষিক ব্রতের অনুকল্প ধেনুমূল্য কি হইবে, তৎসম্বন্ধে মহামহোপাধ্যায় রামমিশ্র শাস্ত্রি প্রমুখ পণ্ডিতগণের ব্যবস্থা এই যে, দ্বাদশ বার্ষিক ব্রতের অনুকল্প ৩৬০ গাভীদান, তদনুকল্পে ধনী, দরিদ্র ও অতি দরিদ্র ভেদে ৩৬০ রৌপ্যমান, তাম্রমান বা কপর্দ্দকমান দান করিতে হইবে। শক্তি অনুসারে এইরূপ দানের আধিক্য বা সঙ্কোচ করিতে হইবে।

অষ্টমী ও চতুর্দ্দশী ব্যতীত সকল তিথিতে প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে। প্রায়শ্চিত্তের পূর্ব্বদিন কেশনখাদি বপন করাইয়া ত্রিসন্ধ্যা স্নান করিয়া, নক্ষত্রদর্শন হইলে ঘৃতভোজন করিয়া মৌনব্রত অবলম্বন করিয়া থাকিবে।

রাজা বা রাজপুত্রো বা ব্রাহ্মণো বা বহুশ্রুত(উপনয়)ঃ।
কেশানাং বপনং কৃত্বা প্রায়শ্চিত্তং সমাচরেৎ॥
কেশানাং ধারণার্থন্তু দ্বিগুণং ব্রতমাচরেত্।
দ্বিগুণে তু ব্রতে চীর্ণে দ্বিগুণা দক্ষিণা ভবেৎ॥

রাজা বা রাজপুত্র বা বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ হইলেও মস্তক মুণ্ডন করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিবে। যদি কেশধারণ করিতেই হয় তবে দ্বিগুণ ব্রত করিতে হইবে এবং দ্বিগুণ দক্ষিণা দান করিতে হইবে।

প্রায়শ্চিত্ত সিদ্ধ হইল কিনা তাহা জানিবার জন্য শাস্ত্রে এইরূপ বিধান আছে ঃ—

স্বশিরসা যবসমাদায় গোভ্যো দদ্যাৎ
যদিতাঃ প্রমুদিতা গৃহ্লীয়ুরথৈনংপ্রবর্ত্তয়েয়ুঃ।

প্রায়শ্চিত্তের পর নিজ মস্তকে ঘাস লইয়া গাভী সকলকে প্রদান

করিবে. যদি তাহারা আনন্দিত হইয়া ভক্ষণ করে তবে প্রায়শ্চিত্ত সিদ্ধ হইয়াছে জানিবে. নতুবা পুনরায় প্রায়শ্চিত্ত করিবে।

স্ত্রী. শিশু , বৃদ্ধ ও রোগীর প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে শাস্ত্রে উক্ত আছেঃ—

অশীতির্যস্য বর্ষাণি বালো বাপ্যূন ষোড়শঃ।
প্রায়শ্চিত্তার্দ্ধমর্হন্তি স্ত্রিয়ো রোগিন এবচ॥

যাহার বয়স আশী বৎসর হইয়াছে. আর যাহার বয়স ১৬ হইতে কম এবং স্ত্রী ও রোগীর প্রায়শ্চিত্ত অর্দ্ধেক হইবে।

সধবা নারীর কোন পাপেই মস্তক মুণ্ডনের ব্যবস্থা নাই। কেশের অগ্রভাগ চ্ছেদন করিলেই মুণ্ডন সিদ্ধ হইবে। নারীগণের স্বামি সেবাই একমাত্র ধর্ম্ম। জপ, তপস্যা, তীর্থ যাত্রা. সন্ন্যাস, মন্ত্রসাধন, দেবতার আরাধনা— স্বামী বর্ত্তমানে নারী ইহার কিছুই করিতে পারিবে· ·দান ব· পতিতা হইবেন।

·রায় উপ· ·তপস্তীর্থযাত্রা প্রব্রজ্যা মন্ত্রসাধনম।
·হ·দেবতারাধনঞ্চৈব স্ত্রীশূদ্রপতনানি ষট্॥ ১৩৫। অত্রি

তবে স্বামীর সহিত স্বামীর সন্তোষার্থে যে এ সকল করিতে পারিবেন না, তাহা নহে।

স্বামী প্রায়শ্চিত্ত করিয়া উপবীত গ্রহণ করিলে স্ত্রীর তাহাতেই শুদ্ধি হইবে, না স্ত্রীর স্বতন্ত্র প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে, এই প্রশ্ন উঠিতে পারে। পতিব্রতা নারীর স্বামীর শুদ্ধিতেই শুদ্ধি লাভ হয়, স্বামী যে পুণ্য বা ধর্ম্ম কর্ম্ম করিবেন স্ত্রী তাহারই ফল ভাগিনী হইবেন। অথবা কেহ সস্ত্রীক প্রায়শ্চিত্ত করিলেও কোন দোষ হইতে পারেনা। স্বামীর উপবীত গ্রহণান্তর স্বামীর সন্তোষার্থ স্ত্রী স্বতন্ত্র প্রায়শ্চিত্ত করিতে পারেন, তাহাতেও দোষ নাই।

প্রায়শ্চিত্ত পূর্ব্বক যজ্ঞোপবীত গ্রহণের পূর্ব্বে যে সন্তান জন্মিয়াছে তাহারও প্রায়শ্চিত্ত করিয়া উপনীত হইতে হইবে। পিতার উপনয়নের পরে যে সন্তান জন্মিবে তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে না।

ব্রাত্যতার প্রায়শ্চিত্ত করিয়া উপবীত গ্রহণে কালাকাল বিচার অনাবশ্যক। এ বিষয়ে স্মার্ত্ত রঘুনন্দন তদীয় প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বে যাহা বলিয়াছেন এস্থলে তাহা উদ্ধৃত হইলঃ—

"উপনয়ন করণেতু বিশেষয়তি মনুঃ
বপনং মেখলা দণ্ডো ভৈক্ষ্যচর্য্যব্রতানিচ।
নিবর্ত্তেত দ্বিজাতীনাং পুনঃসংস্কার কর্ম্মণি॥
অত্র স্বাধ্যায়াদ্যপেক্ষাদিনাস্তীত্যাহযমঃ
বিপ্রস্য ক্ষত্রিয়স্যাপি মৌঞ্জীস্যাদুত্তরায়ণে।
দক্ষিণেপি বিশাং কার্য্যং নানধ্যায়ে ন সংক্রমে॥
অনধ্যায়েপি কুর্ব্বীত যস্য নৈমিত্তিকং ভবেৎ।

অপিনা দক্ষিণায়ন কৃষ্ণপক্ষয়োঃ সমুচ্চয়ঃ। মলমাসাদি দোষোপ্যত্র নাস্তি। প্রায়শ্চিত্ত রূপত্বেন প্রতিপ্রসূতত্বাৎ। তথাচ দক্ষঃ—নৈমিত্তিকানি কাম্যানি নিপতন্তি যথা যথা। তথা তথৈব কার্য্যাণি ন কালস্তু বিধীযতে॥"

যম বলিয়াছেন ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের উপনয়ন হইবে উত্তরায়ণে, বৈশ্যের উপনয়ন হইবে দক্ষিণায়নে, কিন্তু অনধ্যায় দিনে বা সংক্রমাদিতে হইবে না। কিন্তু নৈমিত্তিক উপনয়ন অনধ্যায় দিনেও হইবে। 'অপি' শব্দদ্বারা দক্ষিণায়ন কৃষ্ণপক্ষাদি সমুদয় দোষই ধর্ত্তব্য নহে বুঝিতে হইবে। এরূপ স্থলে মলমাসাদি দোষও নাই। প্রায়শ্চিত্তরূপ উপনয়ন হওয়াতে এই সমুদয় দোষের প্রতিপ্রসব হইয়াছে।

অতএব ব্রাত্যতার প্রায়শ্চিত্ত পূর্ব্বক যে উপনয়ন সংস্কার হইবে তাহাতে শাস্ত্রানুসারে দক্ষিণায়ন, কৃষ্ণপক্ষ, অনধ্যায়, মলমাসাদি কালাকাল বিচার একেবারেই অনাবশ্যক। প্রায়শ্চিত্ত হেতু অকালাদি সমস্ত দোষের খণ্ডন হইতেছে। পুরোহিতগণ সকলে এই তত্ত্ব অবগত নহেন, সুতরাং অনেক সময় 'অকাল' বলিয়া যজমানের উপনয়নে বাধা উপস্থিত করেন।

পাত্রবিচার।

যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

তপস্তপ্ত্বা সৃজদ্ ব্রহ্মা ব্রাহ্মণান্ বেদ গুপ্তয়ে।
তৃপ্ত্যর্থং পিতৃদেবানাং ধর্ম্মসংরক্ষণায়চ ॥ ১৯৮।
সর্ব্বস্য প্রভবো বিপ্রাঃ শ্রুতাধ্যয়ন শালিনঃ।
তেভ্যঃ ক্রিয়াপরাঃ শ্রেষ্ঠাস্তেভ্যোঽপ্যধ্যাত্মবিত্তমাঃ ॥
ন বিদ্যয়া কেবলয়া তপসা বাপি পাত্রতা।
যত্র বৃত্তমিমে চোভে তদ্ধি পাত্রং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥
গোভূতিল হিরণ্যাদি পাত্রে দাতব্যম চ্চিতম্।
নাপাত্রে বিদুষা কিঞ্চিদাত্মনঃ শ্রেয় মিচ্ছতা ॥
বিদ্যা তপোভ্যাং হীনেন নতু গ্রাহ্যঃ প্রতিগ্রহঃ।
গৃহ্লন্ প্রদাতার মধো নয়ত্যা ত্মানমেব চ ॥ ১অঃ

মনুঃ।

ভিক্ষামপ্যুদপাত্রং বা সৎকৃত্য বিধি পূর্ব্বকম্।
বেদতত্ত্বার্থ বিদুষে ব্রাহ্মণায়ো পপাদয়েৎ ॥ ৯৬
নশ্যন্তি হব্যকব্যানি নরাণাম বিজানতাম্।
ভস্মীভূতেষু বিপ্রেষু মোহাদ্দত্তানি দাতৃভিঃ ॥ ৯৭।৩ অঃ।
দ্বৌদৈবে পিতৃকার্য্যে ত্রীনে কৈক মুভয়ত্রবা।
ভোজয়েত্ সুসমৃদ্ধোপি ন প্রসজ্জেত বিস্তরে ॥ ১২৫
সৎক্রিয়াং দেশ কালৌচ শৌচং ব্রাহ্মণসম্পদঃ।
পঞ্চৈতান্ বিস্তরো হন্তি তস্মান্নেহেত বিস্তরম্ ॥ ১২৬
শ্রোত্রিয়ায়ৈব দেয়ানি হব্য কব্যানি দাতৃভিঃ।
অর্হত্তমায় বিপ্রায় তস্মৈ দত্তং মহাফলম্ ॥ ১২৮

একৈকমপি বিদ্বাংসং দৈবে পিত্র্যে চ ভোজয়েৎ।
পুষ্কলং ফল মাপ্নোতি নামন্ত্রজ্ঞান্ বহূনপি ॥ ১২৯
দূরাদেব পরীক্ষেত ব্রাহ্মণং বেদপারগম্।
তীর্থং তদ্ধব্য কব্যানাং প্রদানে সোঽতিথিঃ স্মৃতঃ ॥ ১৩০
সহস্রং হি সহস্রাণামনৃচাং যত্র ভূঞ্জতে।
একস্তান্ মন্ত্রবিত্ প্রীতঃ সর্ব্বানর্হতি ধর্ম্মতঃ ॥ ১৩১
জ্ঞানোৎকৃষ্টায় দেয়ানি কব্যানিচ হবীংষিচ।
নহি হস্তাবসৃগ্দিগ্ধৌ রুধিরেণৈব শুধ্যতঃ ॥ ১৩২। ৩অঃ

অত্রিঃ।

নাস্তি দানাৎ পরং মিত্রং ইহকালে পরত্রচ।
অপাত্রেহ্পি যদ্দত্তং দহত্যাসপ্তমং কুলং ॥ ১৪৯

দক্ষঃ।

দানঞ্চ বিধিনা দেয়ং কালে পাত্রে গুণান্বিতে ॥ ২৪
সহস্র গুণমাচার্য্যে ত্বনন্তং বেদপারগে ॥
বিধিহীনে তথাপাত্রে যো দদাতি প্রতিগ্রহম্।
ন কেবলং তদ্ বিনশ্যেৎ শেষ মপ্যস্য নশ্যতি ॥ ২৭। ৩অঃ।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন— ব্রহ্মা তপস্যা করিয়া বেদ রক্ষার জন্য, পিতৃগণও দেবগণের তৃপ্তির জন্য এবং ধর্ম্ম সংরক্ষণের জন্য ব্রাহ্মণদিগকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যাঁহারা শ্রুতাধ্যয়ন সম্পন্ন তাঁহারাই উৎকৃষ্ট, তাঁহার মধ্যে ক্রিয়াবান্ ব্রাহ্মণগণ শ্রেষ্ঠ, আবার তাহার মধ্যে যাঁহারা আত্মতত্ত্বজ্ঞ তাঁহারা প্রধান। কেবল বিদ্যা বা কেবল তপস্যা দ্বারা পাত্রতা হয় না, যাহার বিদ্যা ও তপস্যা দুইই আছে তিনিই পাত্র বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। গো, ভূমি, তিল ও সুবর্ণাদি অর্চ্চনা পূর্ব্বক সৎপাত্রে দান করিবে। যে বিদ্বান্ ব্যক্তি নিজের হিত

ইচ্ছা করিবেন, তিনি কখনও অপাত্রে কিছু দান করিবেন না। বেদজ্ঞানহীন বা তপোহীন ব্যক্তি দান গ্রহণ করিবে না, কারণ এইরূপ ব্যক্তি দান গ্রহণ করিলে দাতাকে এবং নিজকে অধোগামী করে।

মনু বলিতেছেন—ভিক্ষাই হউক আর জলপাত্রাদিই হউক, তাহা পূজাপূর্ব্বক যথাবিধি বেদজ্ঞানসম্পন্ন ব্রাহ্মণকে দান করিবে। অজ্ঞ মনুষ্যগণ মোহবশতঃ ভস্মের ন্যায় নিস্তেজ (বেদজ্ঞানহীন) ব্রাহ্মণকে পিতৃলোকের তৃপ্তির জন্য যে হব্য এবং দেবগণের তৃপ্তির জন্য যে কব্য দান করেন তৎসমুদয়ই বিনষ্ট হয়।

দৈবকার্য্যে দুইজন এবং পিতৃকার্য্যে তিনজন ব্রাহ্মণ, অথবা দেবকার্য্যে ও পিতৃকার্য্যে এক এক জন ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। গৃহস্থ সমৃদ্ধিশালী হইলেও ইহা অপেক্ষা অধিক ব্রাহ্মণভোজনে প্রসক্ত হইবে না। ব্রাহ্মণবাহুল্য হইলে তাঁহাদের সৎকার, স্থান, কাল, শুচিতা এবং পাত্রাপাত্রবিচার এই পাঁচ বিষয়ে কোন নিয়ম থাকে না। অতএব ব্রাহ্মণবাহুল্য করিবে না। হব্যকব্যাদি অন্ন সমুদয় যোগ্যতম বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণকে দেয়, এইরূপ ব্রাহ্মণকে দান করিলে মহাফল লাভ হয়। দৈব এবং পিতৃকার্য্যে এক একটী বেদবিৎ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। তাহাতেই সমস্ত ফল প্রাপ্ত হইবে, কিন্তু বেদজ্ঞানহীন বহু ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলেও কোন ফল হইবে না। বেদপারগ ব্রাহ্মণের অতিদূর পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিবে, অর্থাৎ তাঁহার পিতা পিতামহ প্রভৃতি বেদবিৎ ছিলেন কিনা তাহাও জানিবে। এইরূপ বংশানুক্রমে বেদবিৎ ব্রাহ্মণ হব্যকব্য বহনে তীর্থস্বরূপ। এইরূপ ব্রাহ্মণকে দান করিলে অতিথিকে দানের ন্যায় ফল হয়। বেদহীন দশলক্ষ ব্রাহ্মণ যে শ্রাদ্ধে ভোজন করে, তথায় বেদবিৎ একজন ব্রাহ্মণ যদি সৎকৃত হইয়া প্রীত হন, তাহা হইলে ঐ একজনের দ্বারাই দশলক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজনের ফল হয়। জ্ঞানিশ্রেষ্ঠদিগকেই হব্য ও কব্য দান

করিতে হইবে, কারণ রুধিরসিক্তহস্ত রুধিরের দ্বারা ধুইলে শুদ্ধ হয় না, অর্থাৎ পাপী ব্যক্তিগণ দানাদি গ্রহণ করিয়া পাপীকে মুক্ত করিতে পারে না।

অত্রি বলিয়াছেন—ইহকালে বা পরকালে দানের ন্যায় বন্ধু আর নাই, কিন্তু অপাত্রে দান করিলে সেই দান সপ্তম কুল পর্য্যন্ত দগ্ধ করে।

দক্ষ বলিতেছেন—দান বিধিপূর্ব্বক উপযুক্ত কালে গুণান্বিত পাত্রকে দিতে হইবে। আচার্য্যকে দান করিলে দত্ত বস্তুর সহস্র গুণ এবং বেদপারগ ব্রাহ্মণকে দান করিলে অনন্তগুণ ফললাভ হয়। বিধিলঙ্ঘন পূর্ব্বক অপাত্রে যে দান করে, তাহার কেবল সেই দান নষ্ট হয় এমন নহে, অন্য যে কিছু পুণ্য আছে তাহাও নষ্ট হয়।

বিষ্ণু ও বলিয়াছেন "নাপাত্রবর্ষী স্যাৎ" (৩অঃ), অপাত্রে দান করিবেনা।

নিখিল ধর্ম্মশাস্ত্রই দানে, যজ্ঞে, শ্রাদ্ধে পাত্রবিচার করিতে অনুশাসন করিয়াছেন। কিন্তু দেশের এমন দুর্গতি হইয়াছে যে শাস্ত্রের আদেশের প্রতি কেহ লক্ষ্যকরে না। যাহারা শাস্ত্র মানেন তাঁহারা জানিয়া রাখুন যে তাঁহাদের শ্রাদ্ধাদি কার্য্য ফলদায়ক হইতেছে না। বেদ নিখিল জ্ঞানের আকর, বেদই অধীতব্য ও জ্ঞাতব্য : যে ব্রাহ্মণ বেদাধ্যয়ন করেন নাই তাহার দ্বারা যজমানের পিতৃকার্য্যাদ হইতে পারে না। এ বিষয়ে যজমানের বিচার হীনতার দরুনই পুরোহিত কুলের এমন অবস্থা হইয়াছে। বঙ্গদেশ বৌদ্ধতান্ত্রিক মত গ্রহণ করিয়া বেদকে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন। কিন্তু নিখিল হিন্দুশাস্ত্র আজও বেদের মহিমা গান করিতেছেন এবং তারস্বরে বলিতেছেন, বেদ ও বেদপারগ ব্রাহ্মণ ব্যতীত দেবকার্য্য বা পিতৃকার্য্য হইবে না। কিন্তু এই কথা বলিতে না বলিতেই একটী প্রশ্ন কাণে আসিতেছে —"বেদপারগ ব্রাহ্মণ কোথায় পাইব?" যিনি সমর্থ তিনি পিতৃ মাতৃ কার্য্যে কাশী বা মহারাষ্ট্র হইতে বেদপারগ ব্রাহ্মণ আনয়ন করিতে

পারেন. যিনি অসমর্থ তিনি কাশীতে যাইয়া শ্রাদ্ধ করিতে পারেন। অগত্যা দেশের মধ্যে যিনি বহুগুণান্বিত তাঁহার অনুসন্ধান করা উচিত। তাহাই বা কে করে? প্রায় সমুদয় ধর্ম্মশাস্ত্রেই পিতৃকার্য্যে আমন্ত্রণযোগ্য ব্রাহ্মণের লক্ষণ উক্ত হইয়াছে। হীনাঙ্গ বা অধিকাঙ্গ, শ্যাবদন্ত. কুসীদজীবী, চিকিৎসাজীবী, নক্ষত্রজীবী, সুরাপায়ী, তৎসংসর্গকারী, পরদারগামী, ব্রতহীন ও বেদাধ্যয়ন হীন ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধে বর্জ্জনীয়। বড়ই বিস্ময়ের বিষয় এই যে বেদাধ্যয়নের অভাবে ব্রাহ্মণত্ব ও ধর্ম্ম কর্ম্ম সমস্তই নষ্ট হইতেছে জানিয়াও বাঙ্গলার সমৃদ্ধিশালী ব্রাহ্মণগণের বা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতবর্গের মধ্যে তজ্জন্য কোন উৎকণ্ঠা বা উদ্বেগ কখনও দৃষ্ট হয় নাই! কিন্তু কায়স্থগণ যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিতেছেন শুনিয়া তাহারা অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়াছেন. কেহ কেহ কায়স্থদিগকে জব্দ করিবার জন্য বহু অর্থ ব্যয় করিতেও কুণ্ঠিত নহেন!

ব্রাহ্মণ সভা বিদেশ প্রত্যাগত চরিত্রবান্ রাজা বা প্রতিভাবান্ ব্যবহারাজীবকে একঘরে করিতে চেষ্টা করিবাব পূর্ব্বে, গরীব কায়স্থদিগকে জোর করিয়া নরকে পাঠাইবার ব্যবস্থা করার পূর্ব্বে একবার চিন্তা করুন এ হতভাগ্য দেশে ব্রাহ্মণত্ব কতটুকু আছে।

পরাশর বলিয়াছেন ঃ—অগ্নিকার্য্যাৎ পরিভ্রষ্টাঃ সন্ধ্যোপাসনবর্জ্জিতাঃ। বেদঞ্চৈবানধীয়ানাঃ সর্ব্বে তে বৃষলাঃ স্মৃতাঃ॥ ২৯।:২ অঃ। নিরগ্নিক, সন্ধ্যাবর্জ্জিত এবং বেদ যাহারা পাঠ করেনা, তাহারা সকলেই বৃষল।

মনু বলিতেছেন,

যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমম্।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ॥ ২ অঃ।

যিনি বেদ অধ্যয়ন না করিয়া অন্যত্র (অন্য বিদ্যালাভে) শ্রম করেন, তিনি জীবিতকালেই সসন্তান শীঘ্র শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন।

বিষ্ণু স্মৃতিতেও উক্ত আছে—"যস্ত্বনধীতবেদোঽন্যত্র শ্রমং কুর্য্যাদসৌ সসন্তানঃ শূদ্রত্বমেতি"। ২৮ অঃ।

বশিষ্ঠ ও বলিয়াছেন—"নানৃগ্ ব্রাহ্মণো ভবতি"। ৩ অঃ। বেদাধ্যয়ন ব্যতীত ব্রাহ্মণ হয় না।

অতএব মন্বাদি ঋষিগণের অনুশাসনে ব্রাহ্মণত্ব বহুকাল পূর্ব্বেই লুপ্ত হইয়াছে। উপনয়ন পরিত্যাগে যদি কায়স্থের দ্বিজাতিত্ব নষ্ট হইয়া থাকে, তবে বেদাধ্যয়ন পরিত্যাগে ব্রাহ্মণেরও ব্রাহ্মণত্ব নষ্ট হইয়াছে। তথাপি আমরা দেখিতে চাই যে বাঙ্গলাদেশে ক্ষত্রিয় বৈশ্যের দ্বিজত্ব এবং ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হউক, আবার প্রতি আর্য্যগৃহ সামগানে মুখরিত হউক, ঘরে ঘরে বেদ ও উপনিষদের চর্চ্চা হউক, আর্য্য সন্তানগণ ব্রহ্মজ্ঞান লাভে সঞ্জীবিত ও প্রবুদ্ধ হউক। বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সভা সমগ্র বঙ্গদেশে শত শত বেদবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করুন; যাহাতে ভাবী বংশধরগণ পাত্রতা সম্পন্ন হইতে পারেন, যাহাতে হিন্দুর দেবকার্য্য ও পিতৃকার্য্য বিফল না হয় তাহার ব্যবস্থা করুন। ব্রাহ্মণ অন্যকে নির্য্যাতনের আজ যে আয়োজন করিতেছেন, ব্রাহ্মণগণ পাত্রতা সম্পন্ন হইলে তাহার কোন প্রয়োজন থাকিবে না।

ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ যদিও গৃহস্থকে পাত্র বিচার করিতে পুনঃ পুনঃ আদেশ করিয়াছেন, তথাপি এমন লোক অনেক আছেন যাহারা ব্রাহ্মণের ভালমন্দ বিচারে তাহাদের অধিকার নাই বলিয়া মনে করেন। সমাজের অধিকাংশ লোক এমন শোচনীয় কুশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছে যে তাহারা যাহা ঠিক অধর্ম্ম তাহাকেই ধর্ম্ম মনে করিতেছে! মহর্ষি অত্রি বলিতেছেন ঃ—

অব্রতাশ্চানধীয়ানা যত্র ভৈক্ষ্যচরা দ্বিজাঃ।
তং গ্রামং দণ্ডয়েদ্রাজা চৌরভক্তপ্রদং বধৈঃ॥ ২২।

ব্রতহীন ও বেদাধ্যয়ন হীন ব্রাহ্মণগণ যে গ্রামে ভিক্ষাদি দ্বারা জীবন ধারণ করিতে পায়, সেই চৌরপালক গ্রামবাসিদিগকে রাজা বধদণ্ডে দণ্ডিত করিবেন। কি কঠোর অনুশাসন! পাত্রবিচার যে গৃহস্থগণের অবশ্য কর্ত্তব্য এবং এ বিষয়ে তাহাদের দায়িত্ব যে কত গুরুতর এই অনুশাসন হইতেই তাহা জানা যাইতেছে।

হরিবংশে পুষ্কর প্রাদুর্ভাবে উক্ত আছে—

যস্যনৈব শ্রুতং রাজন্ ন গৃহীতং বিশাম্পতে।
কামং তং ধার্ম্মিকো রাজা শূদ্রকর্ম্মাণি কারয়েৎ॥ ২৪।১৩। ভবি।

'যে গুরুপ্রমুখাৎ বেদাদি শ্রবণ করে নাই, শুনিয়াও যে তাহার অর্থ গ্রহণ করিতে পারে নাই (অথবা যে অগ্নি গ্রহণ করে নাই), ধার্ম্মিক রাজা ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহার দ্বারা শূদ্রকর্ম্ম করাইবেন।' মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বে উক্ত আছে যে যে সকল ব্রাহ্মণ প্রাতঃসন্ধ্যা ও সায়ংসন্ধ্যা না করে, ধার্ম্মিক রাজা তাহাদের দ্বারা সেবা কর্ম্ম করাইবেন। (১) সভা পর্ব্বেও দেখিতে পাই—'বলীবর্দ্দ পোষক ব্রাহ্মণগণ এবং দাস্যযোগ্য ব্রাহ্মণ সকল ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের প্রীতির জন্য ত্রিখর্ব্ববলি (যাজন অধ্যাপন প্রতিগ্রহ রহিত ব্রাহ্মণের দেয় উপঢৌকন) লইয়া দ্বারে অবস্থিতি করিতেছে, দৌবারিকগণ তাহাদিগকে সভাস্থলে প্রবেশ করিতে দিতেছে না।" (২)

---

(১) যে ন পূর্ব্বামুপাসন্তে দ্বিজাঃ সন্ধ্যাং ন পশ্চিমাম্।
সর্ব্বাংস্তান্ ধার্ম্মিকো রাজা শূদ্রকর্ম্মাণি কারয়েৎ॥
অনু—১০৪।১৯

(২) গোবাসনা ব্রাহ্মণাশ্চ দাসনীয়াশ্চ সর্ব্বশঃ।
প্রীত্যর্থং তে মহারাজ ধর্ম্মরাজ্ঞো মহাত্মনঃ॥ ৫।
ত্রিখর্ব্ববলিমাদায় দ্বারি তিষ্ঠন্তি বারিতাঃ। সভা—৫১।

পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণ গুণহীন হইলে সমাজে কিরূপ অবজ্ঞাত হইতেন, এই সকল শাস্ত্রবাক্য হইতে তাহা জানা যাইতেছে। ফলত ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব রক্ষা যত কঠিন, ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়ত্ব বা বৈশ্যের বৈশ্যত্ব রক্ষা তত কঠিন নহে। তথাপি বাঙ্গলা দেশে এমন ব্যবস্থা উদ্ভাবিত হইয়াছে যাহাতে ক্ষত্রিয় বৈশ্য সকলেই শূদ্র হইলেন, কিন্তু "জন্মনা ব্রাহ্মণো জ্ঞেয়ঃ" এই সূত্রবলে ব্রাহ্মণের সাত খুন মাপ হইল, বেদাভ্যাস অনাবশ্যক হইল, মনু বশিষ্ঠ ব্যাসের অনুশাসন নাকচ হইয়া গেল। ক্রমে এমন অবস্থা আসিয়াছে যে ব্রাহ্মণের গুণাগুণ বিচারে যজমানের অধিকার নাই, এই কুশিক্ষা সমাজকে অধঃপতনের চরম সীমায় লইয়া গিয়াছে।

রঘুনন্দন।

যজ্ঞোপবীত ত্যাগের কারণ।

শুদ্ধিতত্ত্বে বঙ্গবাসিসংস্করণে ১৬৬ পৃষ্ঠা।

"প্রতিলোমজাতানান্ত "শৌচাশৌচং প্রকুর্ব্বীরন্ শূদ্রবৎ বর্ণসঙ্করা" ইত্যাদিত্যপুরাণাৎ ব্যবস্থা। ইদানীন্তন ক্ষত্রিয়াদীনামপি শূদ্রত্বমাহ মনুঃ—

শনকৈস্ত ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয় জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ॥

অতএব বিষ্ণুপুরাণম্—

মহানন্দিসুতঃ শূদ্রাগর্ভোদ্ভবোঽতিলুব্ধো মহাপদ্মো নন্দঃ পরশুরাম

ইবাখিল ক্ষত্রিয়ান্তকারী ভবিতা। ততঃ প্রভৃতি শূদ্রা ভূপালা ভবিষ্যন্তীতি।

তেন মহানন্দিপর্য্যন্তং ক্ষত্রিয় আসীত্ এবঞ্চ ক্রিয়ালোপা দ্বৈশ্যানামপি তথৈব অম্বষ্ঠাদীনাম পীতি জাতি প্রসঙ্গাদুক্তম্।"

রঘুনন্দন শূদ্রজাতির অশৌচ প্রসঙ্গে বলিতেছেন "প্রতিলোমজাত বর্ণসঙ্কর দিগের অশৌচাদি শূদ্রবৎ হইবে. আদিত্য পুরাণ মতে ইহাই ব্যবস্থা। ইদানীন্তন ক্ষত্রিয় দিগের ও যে শূদ্রত্ব হইয়াছে, ক্ষত্রিয়ত্ব আর নাই. একথা মনু বলিয়াছেন, যথা—"এই সকল ক্ষত্রিয় জাতি ক্রমশঃ ক্ষত্রিয়োচিত সংস্কারাদির লোপ হেতু এবং ব্রাহ্মণের অদর্শনে বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।" "এই নিমিত্ত বিষ্ণুপুরাণেও উক্ত হইয়াছে—"মহানন্দীর শূদ্রাগর্ভজাতপুত্র অতি লুব্ধ মহাপদ্ম নন্দ পরশুরামের ন্যায় নিখিল ক্ষত্রিয়দিগের অন্তকারী হইবে। তাহার পর হইতে শূদ্র-জাতীয়গণই ভূপতি হইবে।" বিষ্ণুপুরাণের এই বচন হইতে জানা যাইতেছে যে মহানন্দী পর্য্যন্তই ক্ষত্রিয়জাতির অস্তিত্ব ছিল। এইরূপে ক্রিয়ালোপ হেতু বৈশ্যদিগের এবং অম্বষ্ঠ প্রভৃতির ও যে শূদ্রত্ব ঘটিয়াছে, অশৌচাদি বিষয়ে ও যে তাহারা ঠিক শূদ্রাচারী হইয়াছে এই কথা কেবল জাতি প্রসঙ্গ বশতঃই উক্ত হইল।"

রঘুনন্দনের সময়ে বঙ্গদেশে কেবল ব্রাহ্মণ জাতির উপনয়ন সংস্কার ছিল, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ অনেক কাল পূর্ব্বেই বৌদ্ধধর্ম্মানুরাগ বশতঃ বৈদিক উপনয়নাদি সংস্কার ত্যাগ করিয়াছিলেন। রঘুনন্দন এদেশের ক্ষত্রিয় বৈশ্য সকলকে উপবীতহীন দেখিয়া বৃষল বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন এবং তাহাদের শূদ্রবৎ এক মাস অশৌচ পালন করিতে হইবে এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি মনুবচন হইতে ইদানীন্তন ক্ষত্রিয়দিগের শূদ্রত্ব প্রমাণ করিতে অথবা বিষ্ণুপুরাণীয় বচন দ্বারা মহানন্দীর পর হইতে ভারতবর্ষে আর ক্ষত্রিয় নাই,

একথা প্রতিপন্ন করিতে যে প্রয়াস পাইয়াছেন তাহা সফল হয় নাই। মহানন্দীপর্য্যন্ত ক্ষত্রিয়শেষ হইলে "ইদানীন্তন ক্ষত্রিয়" কোথা হইতে আসিবে?

মনু দশম অধ্যায়ে বলিয়াছেন ঃ—

"পুণ্ড্র, ওড্র, দ্রবিড়, কাম্বোজ, জবন, শক, পারদ, তিব্বত, চীন, কিরাত, দরদ ও খশ দেশীয় ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণের অদর্শনে ক্রমে ক্রমে ক্রিয়ালোপ হেতু বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে"। (১) মনু বঙ্গদেশীয় ক্ষত্রিয়দিগের বা "ইদানীন্তন ক্ষত্রিয়দিগের" শূদ্রত্ব হইয়াছে এমন কিছু বলেন নাই। মনু বচন হইতে এইমাত্র জানা যায় যে অতি পূর্ব্বকালে অনেক ক্ষত্রিয় রাজ্য লাভের জন্য বা যুদ্ধব্যপদেশে চীন, তিব্বত, কাম্বোজ, দরদাদি দেশে যাইয়া বসতি করিয়াছেন এবং তত্তদ্দেশে ব্রাহ্মণের অভাবে তাহাদের ক্ষত্রিয়োচিত উপনয়নাদি সংস্কার লোপ পাইয়াছে। ইহা কিছু মাত্র অসম্ভব নহে। কিন্তু বঙ্গদেশে ক্ষত্রিয়দিগের ক্রিয়ালোপ ব্রাহ্মণের অভাবে হয় নাই, ধর্ম্মবিপ্লবে হইয়াছে।

বিষ্ণুপুরাণের উক্তি নিতান্ত যুক্তিহীন। পরশুরাম ত্রেতা যুগে 'অখিল ক্ষত্রিযান্তকারী' হইয়াছিলেন, তথাপি ক্ষত্রিয় জাতি বর্ত্তমান ছিল, ক্ষত্রিয় রাজারও অভাব হয় নাই। ত্রেতাতে তিনি সূর্য্য বংশীয় শ্রীরাম চন্দ্রের সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইলেন, আবার দ্বাপরের শেষে চন্দ্রবংশীয় ভীষ্মদেবের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইলেন। তিনি 'অখিল ক্ষত্রিয়ান্তকারী' হইলে কলিযুগে মহানন্দী নামক ক্ষত্রিয় কোথা হইতে আসিবে, নন্দইবা ক্ষত্রিয়ের অন্তকারী কিরূপে হইবেন? পরশুরাম

---

(১) শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতালোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ॥ ৪৩।
পৌণ্ড্রকাশ্চৌড্রদ্রবিড়াঃ কাম্বোজা জবনাঃ শকাঃ।
পারদা পহ্লবাশ্চীনাঃ কিরাতা দরদাঃ খশাঃ॥ ৪৪।১০ অঃ।

একবিংশতিবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করাতে ও যখন ক্ষত্রিয়ের অভাব হয় নাই. তখন নন্দ ক্ষত্রিয় বিনাশ করিলেই ক্ষত্রিয়ের অভাব হইবে কেন? মহানন্দীর পরে আর ক্ষত্রিয় নাই. রঘুনন্দনের এই সিদ্ধান্ত যুক্তিহীন। ইহা খুব সম্ভব যে মহানন্দী যে প্রদেশে রাজত্ব করিতেন সেই প্রদেশের ক্ষত্রিয়গণ অনভিজাত নন্দ রাজা হওয়াতে অসন্তুষ্ট বা বিদ্রোহী হইয়াছিলেন. তজ্জন্য নন্দ তাহাদিগকে বিনাশ করিয়াছিলেন, এবং তদবধি বহুকাল শূদ্রবংশই তথায় রাজত্ব করিয়াছে। এইরূপ পরশুরামও পুনঃ পুনঃ ব্রাহ্মণদ্রোহী ক্ষত্রিয় বিনাশ করিয়া থাকিবেন। রঘুনন্দন বলিতেছেন ক্রিয়ালোপ হেতু বৈশ্যাদিরও শূদ্রত্ব হইয়াছে। বাস্তবিক ক্রিয়ালোপই বাঙ্গলার ক্ষত্রিয় বৈশ্য সকলের শূদ্রবৎ মাসাশৌচাদি পালনের কারণ হইয়াছিল. মনুবচন বা বিষ্ণু পুরাণের উক্তির সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। বৌদ্ধ ধর্ম্মের ক্রমিক তিরোধানের পর রঘুনন্দনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এদেশে অশৌচাদি আচার কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়মে প্রতিপালিত হয় নাই। ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদি উপনয়ন সংস্কার ত্যাগ করিলেও শূদ্রবৎ আচার সহসা গ্রহণ করেন নাই। বাঙ্গলার ব্রাত্য ক্ষত্রিয় গণ পাছে উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হন এবং শূদ্রবৎ এক মাস অশৌচপালন করিতে সম্মত না হন এই আশঙ্কায়ই যেন রঘুনন্দন শাস্ত্রের দোহাই দিয়া তাহাদিগকে নিরস্ত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহার প্রয়াস নিষ্ফল হয় নাই। রঘুনন্দনের অনুবর্ত্তী ব্রাহ্মণদিগের প্রচারে—"যুগে জঘন্যে দ্বে জাতী ব্রাহ্মণঃ শূদ্র এবচ।" জঘন্য কলিযুগে কেবল ব্রাহ্মণ ও শূদ্র এই দুই বর্ণ আছে, ক্ষত্রিয় বৈশ্য সকলই শূদ্র হইয়াছে. এই বিশ্বাস সমাজের সর্ব্বসাধারণের মনেই বদ্ধমূল হইয়াছিল।

কিন্তু রঘুনন্দন স্বীকার করিতেছেন যে এদেশে ক্ষত্রিয় বৈশ্য আছে, তাহারা সংস্কারহীন এই মাত্র। বৌদ্ধধর্ম্ম প্রভাবে ব্রাহ্মণগণ সংস্কারহীন

হইলেন না, ক্ষত্রিয় বৈশ্য গণ কেন সংস্কারাহীন হইলেন?—এই প্রশ্ন উদিত হইতে পারে।

ঘটক গ্রন্থে দেখিতে পাই রাজা আদিশূর বৌদ্ধ গণের দ্বারা জিত তদীয় বঙ্গরাজ্যে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ প্রেরণ করিতে কান্যকুব্জরাজ বীরসিংহকে অনুরোধ করিয়াছিলেন।(২) ইহা অসম্ভব নহে যে আদিশূরের পূর্ব্বাবধি এদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব ছিল, আদিশূর রাজা হইয়া বৈদিক ধর্ম্ম কর্ম্ম স্থাপনের জন্য কান্যকুব্জ হইতে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ এবং বেদাচার সম্পন্ন কায়স্থদিগকে আনয়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু আদিশূরের পরেই এ দেশে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাধান্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। পালরাজগণের তাম্রশাসনাদিতে দেখা যায় যে তাঁহারা সকলেই বৌদ্ধ মতাবলম্বী ছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মমতে বৈদিক দশ সংস্কার ও যাগ যজ্ঞাদি সমস্তই নিষ্ফল। সুতরাং পালরাজগণের রাজত্বকালে যে মগধ ও বঙ্গদেশে বেদোক্ত ক্রিয়াকর্ম্মে প্রজাসাধারণের অনাস্থা জন্মিয়াছিল তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ রাজকর্ম্মী কায়স্থগণের পক্ষে রাজার ধর্ম্মে অনুপ্রাণিত হওয়া অতি স্বাভাবিক। বুদ্ধ বিষ্ণুর অবতার, বুদ্ধ প্রচারিত ধর্ম্ম অনার্য্য বা অহিন্দু ধর্ম্ম নহে। হিন্দু ধর্ম্মের সহিত খ্রীষ্টধর্ম্ম বা মুসলমান ধর্ম্মের যে ব্যবধান বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত সেই ব্যবধান নাই। সুতরাং সে কালে বৌদ্ধ মত অবলম্বন কোন হিন্দুর পক্ষে কঠিন ছিলনা। ব্রাহ্মণগণও যে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রভাবে বেদচর্চ্চা ও বৈদিক যাগযজ্ঞ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন তদ্বিষয়ে অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। পালরাজবংশের রাজত্বের শেষভাগে, যখন বরেন্দ্রদেশে পালবংশ নিষ্প্রভ অবস্থায় রাজত্ব করিতেছিলেন, তখন বিক্রমপুরে বর্ম্মবংশ রাজ্য

(২) সুজিতসৌগতবৃন্দে বঙ্গরাজ্যে মদীয়ে। দ্বিজকুলবরজাতাঃ সানুকম্পাঃ প্রযান্তু।

স্থাপন করিয়াছিলেন। তদ্বংশীয় রাজা শ্যামলবর্ম্মা আদিশূরানীত পঞ্চ ব্রাহ্মণের বংশধরগণকে বৈদিক যজ্ঞাদি সম্পাদনে অসমর্থ দেখিয়া মহারাষ্ট্র হইতে পাঁচ জন ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। তাঁহারা নূতন বেদজ্ঞান নিয়া এদেশে আসিয়াছিলেন বলিয়া বৈদিক ব্রাহ্মণ নামে খ্যাত হন। পূর্ব্ববর্ত্তী ব্রাহ্মণগণ বৌদ্ধতান্ত্রিক ধর্ম্মে আসক্ত হইয়াছিলেন। আমরা আজ পর্য্যন্তও দেখিতেছি ব্রাহ্মণ কায়স্থ সকলের বাড়ীতে তান্ত্রিক পুরোহিত ও বৈদিক পুরোহিত স্বতন্ত্র। ভারতবর্ষের আর কোনও দেশে এইরূপ দুই প্রকার পুরোহিত দৃষ্ট হইবে না। ফলতঃ বর্ত্তমান তান্ত্রিক ধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্ম ও বৈদিক ধর্ম্মের মিলন স্থল। ব্রাহ্মণগণ বৌদ্ধ তান্ত্রিক মত নিজস্ব করিয়া এবং ক্রমে বৈদিক সংস্কারাদি তাহার সহিত সংযোগ করিয়া যে ধর্ম্ম গঠন করিয়াছেন তাহাই বর্ত্তমানে এদেশে প্রচলিত। বৈদিক ব্রাহ্মণগণের আগমনের পর হইতেই বৈদিক সংস্কার ও যাগ যজ্ঞাদি তান্ত্রিক মতের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। লক্ষ্মণসেন দেবের সর্ব্বাধিকার ও রাজপণ্ডিত, ভট্টনারায়ণবংশসম্ভূত হলায়ুধ তদীয় "ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্ব" নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন—"বেদাধ্যয়ন পরাঙ্‌মুখ ব্রাহ্মণের শূদ্রত্ব শাস্ত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে। কলিতে আয়ুঃ প্রজ্ঞা, উৎসাহ ও শ্রদ্ধাদির অল্পতাহেতু উৎকল ও পাশ্চাত্য বৈদিকগণ মাত্র বেদাধ্যয়ন করেন, রাঢ়ীয় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ বেদাধ্যয়ন করেন না, বেদার্থজ্ঞানও তাঁহাদের নাই, তাঁহারা কোনরূপে সংস্কারাদি ক্রিয়া সম্পাদন করেন এবং তাঁহারা কেবল অনুচিতাচার করিতেছেন।" (৩)

---

(৩) "বেদাধ্যয়নবেদার্থজ্ঞানপরাঙ্‌মুখব্রাহ্মণস্য শূদ্রত্বমেব প্রতিপাদিতম। তত্রচ কলৌ আয়ুঃ প্রজ্ঞোৎসাহ শ্রদ্ধাদীনাম ল্পত্বাৎ উৎকল পাশ্চাত্যাদিভি বেদাধ্যয়ন মাত্রং ক্রিয়তে। রাঢ়ীয়বারেন্দ্রৈস্ত অধ্যয়নং বিনা কিয়দেকদেশ বেদার্থস্য কর্ম্মমীমাংসাদ্বারেণ যজ্ঞেতি

রাঢ়ীয়বারেন্দ্রদোষকারিকা নামক ব্রাহ্মণকুলগ্রন্থে লিখিত আছেঃ—

"এক বাপের দুই বেটা দুইদেশে বাস।
বুদ্ধ পাইয়া জাত খাইয়া করল সর্ব্বনাশ॥
পৈতা ছিড়িয়া পৈতা চায় বৈদিকে দেয় পাঁতি।
কর্ম্ম খাইয়া ধর্ম্ম পাইল বারেন্দ্র অখ্যাতি॥

অতএব দেখা যাইতেছে যে, যে সাগ্নিক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ আদিশূরের রাজত্বকালে এদেশে আসিয়াছিলেন কালক্রমে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রভাবে তাঁহাদেরই বংশধরগণ অগ্নিহীন ও বেদহীন হইয়া তান্ত্রিক ধর্ম্ম অবলম্বন কবিয়াছিলেন। কেহ কেহ বা বৌদ্ধমত গ্রহণ করিয়া পৈতা ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছিলেন. পরে বৈদিক ব্রাহ্মণের পাঁতি লইয়া পুনঃসংস্কৃত হইয়াছেন।

ধর্ম্মবিপ্লবে যদি ব্রাহ্মণদিগেরই এত অধোগতি হইল, তবে ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদির ত হইতেই পারে। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের জীবিকার জন্যই উপবীত রক্ষা করা আবশ্যক, কিন্তু ক্ষত্রিয় বৈশ্যের জীবিকার জন্য উপবীতের প্রয়োজন হয় না। বাঙ্গলার কায়স্থগণ উপবীত ত্যাগ করিয়া তাহা পুনরায় গ্রহণের বিশেষ প্রয়োজন অনুভব করেন নাই। তান্ত্রিকধর্ম্মও তন্ত্রোক্ত সাধনেই তাঁহারা প্রসক্ত ছিলেন। উপবীতহীনতা ক্রমে তাঁহাদের এত দুর্গতি ঘটাইবে তাহা পূর্ব্বে কেহ ভাবেন নাই। চন্দ্র-

---

কর্ত্তব্যতা বিচারঃ ক্রিয়তে। ন চৈতেনাপি মন্ত্রাত্মকবেদার্থজ্ঞানং মন্ত্রার্থজ্ঞানস্যৈব চ যৎপ্রয়োজনং। যতস্তৎপরিজ্ঞান মেব শুভফলং তদজ্ঞানে চ দোষঃ শ্রূয়তে। * *
যথা বিধ্যধ্যয়নপূর্ব্বকে বেদার্থজ্ঞানে। এতৈস্তু রাঢ়ীয়বারেন্দ্র কৈরনুচিতাচার এব কেবলঃ ক্রিয়তে।" ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্বম্।

দ্বীপের রাজা প্রেমনারায়ণের সভাপাণ্ডিত ধ্রুবানন্দ তদীয় কায়স্থ কারিকাতে লিখিয়াছেন ঃ—

বঙ্গে কার্য্যবশাদাসন্ গৌড়াৎ কায়স্থজাস্তদা।
তে স্থিতাঃ স্থানভেদেষু হীনাচারাস্ততোঽভবন্॥
গৃহীত্বাধ্যাত্মিকং জ্ঞানং কায়স্থা বিপ্রমানদাঃ।
তত্যজুশ্চ যজ্ঞসূত্রং গায়ত্রীঞ্চ তথাপুনঃ॥
ক্রিয়াহীনাচ্চ তে সর্ব্বে বৃষলত্বং ক্রমাৎগতাঃ।
ততঃ কালে গতে চাপি আগমাদ্দীক্ষিতাভবন্॥
তান্ত্রিকাস্তে সমাখ্যাতাস্তন্ত্রাণামপিপারগাঃ।
তথাতু শূদ্রধর্ম্মাস্তে খ্যাতাশ্চ শ্রুতিশাসনাৎ॥

কার্য্যব্যপদেশে গৌড় হইতে বঙ্গে যে সকল কায়স্থ আসিয়াছিলেন তাহারা বিভিন্ন স্থানে বাস করিয়া হীনাচার হন। আধ্যাত্মিকজ্ঞান গ্রহণ করিয়া বিপ্রমানদাতা কায়স্থগণ যজ্ঞসূত্র এবং গায়ত্রী ত্যাগ করিয়াছিলেন। ক্রিয়াহীন হইয়া সকলে ক্রমে বৃষলত্ব প্রাপ্ত হন। এইরূপে কিছুকাল অতীত হইলে তাহারা আগম ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। তাহারা তন্ত্রশাস্ত্রে পারগ এবং তান্ত্রিক বলিয়া খ্যাত হন। তথাপি বেদের অনুশাসনে তাহারা শূদ্রধর্ম্মা।

ধ্রুবানন্দ যে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা বুদ্ধ-প্রচারিত আধ্যাত্মিক জ্ঞান ব্যতীত আর কিছুই নহে। ধ্রুবানন্দ কায়স্থগণের ব্রাত্যতার যে কারণ লিখিয়াছেন দেশের পূর্ব্ব অবস্থার আলোচনা করিলে তাহা ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া প্রতীতি হইবে। রঘুনন্দনের ন্যায় ধ্রুবানন্দও ক্রিয়াহীনতাই শূদ্রধর্ম্ম অবলম্বনের কারণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

অতঃপর আমরা রঘুনন্দনের আর একটী কথার আলোচনা করিব।

তিনি উদ্বাহতত্ত্বে কিরূপ প্রণালীতে কন্যাদান করিতে হইবে তৎপ্রসঙ্গে লিখিয়াছেন ঃ—

'শিবদত্তপ্রপৌত্রী বিষ্ণুদত্তপৌত্রী হরিদত্তপুত্রী যজ্ঞদত্তা কন্যা শিবমিত্রপ্রপৌত্রায় বিষ্ণুমিত্রপৌত্রায় রামমিত্রপুত্রায় রুদ্রমিত্রায় তুভ্যং সংপ্রদদেতেতি দৃষ্টার্থত্বাৎ পুংবচসাং ক্ত প্রত্যয়ার্থা বিবক্ষা তেন সংপ্রদদে ইত্যেব প্রয়োগঃ ন সংপ্রদত্তেতি। তথাচ ব্যাসঃ নাম গোত্রে সমুচার্য্য প্রদদ্যাৎ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ। পরিতুষ্টেন ভাবেন তুভ্যং সংপ্রদদে ইতি।''

''নামোপদেশমাহ বিষ্ণুপুরাণং ততশ্চ নাম কুর্ব্বীত পিতৈব দশমে হনি দেব পূর্ব্বং নরাখ্যং হি শর্ম্মবর্ম্মাদি সংযুতং। * 'শর্ম্মাদেবশ্চ বিপ্রস্য বর্ম্মা ত্রাতাচ ভূভুজঃ। ভূতির্দত্তশ্চ বৈশ্যস্য দাসঃ শূদ্রস্য কারয়েৎ॥ ইতি যমবচনেপি সমুচ্চয়লব্ধঃ 'শর্ম্মান্তং ব্রাহ্মণস্যস্যাৎ' ইতি শাতাতপীয়েন শর্ম্মান্ততা চ। * সংস্কারমাত্রেণ কুলধর্ম্মানুরোধেন কালান্তরেপি মঙ্গলনির্দেশাচরণম্। সচ্ছূদ্রাণাং নামকরণে বসুঘোষাদিপদ্ধতিযুক্তনামত্বঞ্চ বোধ্যম্। দেবান্তাস্ত স্ত্রিয়ঃ স্মৃতাঃ ইতি দ্বিজাতিস্ত্রীপরং শূদ্রীদাস্যন্তকাস্মৃতা' ইতি বচনাৎ।''

এস্থলে রঘুনন্দন দত্ত ও মিত্র বংশ ধরিয়া তৎকাল প্রচলিত সম্প্রদান বাক্যের যে উদাহরণ দিয়াছেন তাহাতে নামান্তে বর্ণ সংসূচক শর্ম্মা বর্ম্মা, গুপ্ত বা দাস কিছুই ব্যবহৃত হয় নাই। ইহাতে নিশ্চয়রূপে জানা যাইতেছে যে রঘুনন্দনের পূর্ব্বে কায়স্থগণের নামান্তে দাস শব্দের ব্যবহার ছিল না। রঘুনন্দনও বসু ঘোষাদি কে 'শূদ্র' বলিয়াও নামান্তে দাস শব্দ ব্যবহারের আদেশ করিতে সাহস করেন নাই। তিনি বসু ঘোষাদি পদ্ধতিযুক্ত নাম ব্যবহারের আদেশ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি ব্রাহ্মণের জন্য চক্রবর্ত্তী, চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি পদ্ধতিযুক্ত নাম ব্যবহারের কোন ব্যবস্থা করেন নাই। তিনি উপবীতহীন কায়স্থদের

নামান্তে বর্ম্ম শব্দ প্রয়োগের আদেশ করা সঙ্গত মনে করেন নাই, দাস শব্দ প্রয়োগের আদেশ করিলেও সে আদেশ প্রতিপালিত হইবেনা জানিতেন, অতএব অগত্যা তিনি প্রচলিত রীতিরই সমর্থন করিয়াছেন। রঘুনন্দনের কালেও কায়স্থদের পূর্ব্ব স্মৃতি একেবারে লুপ্ত হয় নাই, কিন্তু ক্রমে সেই স্মৃতি এমন মলিন হইয়াছে যে ঘোষঠাকুর বসুঠাকুর, গুহঠাকুরেরাই পরে নিজের পিতা মাতাকেও নিজ মুখে দাস দাসী বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

রঘুনন্দন শুদ্ধিতত্ত্বে ক্ষত্রিয়ের অস্তিত্ব স্বীকাব করিয়াছেন, কিন্তু ক্রিয়ালোপ হেতু তাহাদের শূদ্রত্বপ্রাপ্তি এবং মাসাশৌচের বিধান করিয়াছেন। তদুক্ত "ইদানীন্তন ক্ষত্রিয়" শব্দের লক্ষ্য বসু ঘোষাদি কায়স্থগণ তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এজন্যই উদ্বাহতত্ত্বে তিনি বসু ঘোষাদি পদ্ধতিযুক্ত নাম ব্যবহারের বিধান করিয়াছেন। দাস উপনাম ব্যবহার করিতে বলেন নাই। শূদ্র হইলে তাহার নামান্তে কেন দাস শব্দ ব্যবহৃত হইবে না? একথার উত্তরে পণ্ডিতগণ বলেন এস্থলে শূদ্র অর্থ জাতিশূদ্র নহে, ভাক্তশূদ্র। রঘুনন্দন উদ্বাহতত্ত্বে ভাক্তশূদ্র অর্থেই বসু ঘোষদিগকে শূদ্র বলিয়াছেন। তথাস্তু।

কুলীন ও মৌলিক।

অনেকের এইরূপ সংস্কার আছে যে আদিশূরানীত পঞ্চকায়স্থ ব্রাহ্মণদিগের সেবকরূপে বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন। কেহ কেহ এই পঞ্চকায়স্থের উচ্চবর্ণত্ব স্বীকার করেন, কিন্তু মৌলিক কায়স্থদিগকে সৎশূদ্র মনে করেন। এ সম্বন্ধে "বিজয়ার" ১৩২০ সনের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায়

শ্রীযুক্ত জয়ন্তকুমার বসু বর্ম্ম বি, এল-লিখিত একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। উক্ত প্রবন্ধে এই বিষয় সুচারুরূপে আলোচিত হইয়াছে বলিয়া এই পুস্তকে তাহা পুনঃ প্রকাশিত হইল।

"শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "বিজয়ার" অগ্রহায়ণ ও চৈত্র সংখ্যায় "বাঙ্গলার হিন্দুসমাজ" সম্বন্ধে যে দুইটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহাতে তিনি অকপট ভাবে নিজের মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন। আমাদেরও বিশ্বাস এই যে বৌদ্ধধর্ম্মের ক্রমিক তিরোধানের সঙ্গে (১) ব্রাহ্মণ, (২) 'জলচল' অন্যান্য জাতি এবং (৩) অনাচরণীয় জাতিসকল—এই তিন শ্রেণীর লোকদ্বারা বাঙ্গলার হিন্দুসমাজের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হইয়াছে এবং যাহারা প্রথমে নবগঠিত হিন্দুসমাজের নিয়মাধীনে আসে নাই, তাহারা অনেকে পরে হিন্দু-ধর্ম্মমত গ্রহণ করিলেও অনাচরণীয় হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু বাঙ্গলার কায়স্থজাতি সম্বন্ধীয় তাঁহার কয়টী মন্তব্যের প্রতিবাদ করা নিতান্ত আবশ্যক মনে করিতেছি। তাঁহার বিশ্বাস কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চ কায়স্থ পঞ্চ ব্রাহ্মণের 'সেবক' রূপে আসিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা নিশ্চয়ই শূদ্র নহেন, কারণ সাগ্নিক ব্রাহ্মণগণ শূদ্রের সেবা নিশ্চয়ই গ্রহণ করেন নাই। পরে ৮ ঘর ও ৭২ঘর 'সৎশূদ্র' ঐ পঞ্চ কায়স্থের সহিত যৌন সম্বন্ধে মিলিত হইয়াছেন, অর্থাৎ তাঁহার মতে মৌলিক কায়স্থগণ শূদ্র।

পঞ্চকায়স্থ যে সেবকরূপে আসেন নাই তৎপক্ষে অনেক আলোচনা হইয়াছে। তবে কোন উচ্চশ্রেণীর মাসিক সাহিত্যে এ বিষয়ের আলোচনা হইয়াছে কিনা জানিনা। অনেক ক্ষত্রিয় বৈশ্যও তপোবলসম্পন্ন ব্রাহ্মণদিগের সেবা করা শ্লাঘা মনে করিতেন তাহাতে সন্দেহ নাই, শাস্ত্রেও তাহার বাধা নাই। কিন্তু যে পঞ্চ কায়স্থ কান্যকুব্জ হইতে রাজা আদিশূরের ভবনে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণসেবাপরায়ণ হইলেও সেবক বা ভৃত্য ছিলেন না। বহুকালাগত

প্রবাদ এই যে তাঁহারা হস্তী, অশ্ব ও শিবিকারোহণে বাঙ্গলায় আসিয়াছিলেন।

ঘটকগ্রন্থে উক্তহইয়াছেঃ—

"গোযানাদাগতা বিপ্রা অশ্বে ঘোষাদিকাস্ত্রয়ঃ।
গজে দত্তকুলশ্রেষ্ঠো নরযানে গুহঃ সুধীঃ॥

চন্দ্রদ্বীপের রাজা প্রেমনারায়ণের সভাপণ্ডিত ধ্রুবানন্দ তদীয় "কায়স্থ কারিকাতে" পঞ্চকায়স্থকে "পঞ্চপ্রধান" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এই কারিকাতেও উক্ত হইয়াছে—

গজাশ্বনরযানেষু প্রধানা অভিসংস্থিতাঃ।
গোযানারোহিণো বিপ্রাঃ পত্তিবেশসমন্বিতাঃ॥

যাঁহারা হাতী, ঘোড়া ও পালকিতে আসিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে পাঁচকড়িবাবু কিরূপ সেবক বলিতে চাহেন? ইহাতে বিলক্ষণ উপলব্ধি হয় যে ঐ পঞ্চকায়স্থ সম্ভ্রান্ত ও পদস্থ লোক ছিলেন। গজারোহণ ও অশ্বারোহণে অনভ্যস্ত ব্রাহ্মণগণ নিরাপদ্ গোশকটে আগমন করিয়াছিলেন, ইহা সম্ভবপর। শিবিকা হইতেও গোযান নিরাপদ্, বিশেষতঃ সাগ্নিক ব্রাহ্মণদের পক্ষে সুপরিসর গোযানে যজ্ঞাগ্নি রক্ষা করিয়া চলা সহজ হইয়াছিল। আদিশূরের সভাতে পঞ্চকায়স্থের পরিচয় সম্বন্ধে যে সকল প্রবাদ আছে, তাহারও কিঞ্চিৎ আলোচনা এস্থলে আবশ্যক। বঙ্গজ কায়স্থকারিকাতে উক্ত আছে—

সুকৃতাঞ্জলিকৃতাম্বর এষ কৃতী
মকরন্দ ইতিপ্রতিভাতি যতী
দ্বিজবন্দ্যকুলোদ্ভব ভট্টগতিঃ।
স চ ঘোষকুলাম্বুজভাস্কুরয়ং সৌকালীন গোত্রজঃ শৈব এব।
শ্রীভট্টস্য শিষ্যো মহাতান্ত্রিকাগ্রগণ্যঃ
সূর্য্যধ্বজধর ইহাপি শূরাগ্রগণ্যঃ॥"

দশরথের পরিচয়ে উক্ত আছে—

বসুধাধিপচক্রবর্ত্তিনো বসুতুল্যা বসুবংশসম্ভবাঃ।
দশরথো বিদিতো জগতীতলে দশরথঃ প্রথিতঃ প্রথমঃকুলে
সচ চৈত্যকুলাম্বুজ সোমসমো গৌতমগোত্রজঃ
শ্রীদক্ষশিষ্যো মহাত্মা সুধীরো ধার্ম্মিকোতিনির্ম্মলাস্যঃ
মহাতান্ত্রিকো বীরগণাগ্রগণ্যাভিমানী॥

বিরাটের পরিচয়ে—

অয়মগ্নিকুলোদ্ভবো গুহবংশাভিধানো মহান্
বিরাটপুরুষসমো বিরাটাভিধানো গরীয়ান্।
সুতাপসো মহাবাহুঃ কাশ্যপগোত্রসম্ভবঃ॥
শ্রীহর্ষশিষ্যো মতিমান্ কালিকায়াশ্চ ভক্তঃ।
সদাদ্বিজাদিপালকো ধার্ম্মিকাগ্রগণ্যঃ॥

কালিদাসের পরিচয়ে—

প্রতাপতপনোত্তপদ্বিষালিযোষিদালিকো।
বিভাতি মিত্রবংশসিন্ধুকালিদাসচন্দ্রকঃ॥
"স চ বৈষ্ণবপ্রধানো রথিনাং বরোহয়ং।
ছান্দড়স্য শিষ্যো বিশ্বামিত্র গোত্রঃ॥
শাস্ত্রজ্ঞঃ সুশীলঃ সুধীরশ্চপ্রাজ্ঞ আদ্যাপ্রকৃতিশ্চ কুলদেবীতস্য।

পুরুষোত্তমের পরিচয়ে—

"অয়ঞ্চ পুরুষোত্তম অগ্নিদত্তকুলোদ্ভবঃ।
সুদত্তবংশদীপকঃ সর্ব্ববিদ্যাবিশারদঃ॥
মহাক্রোধী মহামানী কুলভৃদগ্রগণ্যকঃ।
স আগতো বঙ্গদেশে সর্ব্বেষাং রক্ষণায় চ॥
সচ শৈব সেনাধরঃ শৈববরো রথিনাঞ্চরথী
মৌদগল্য গোত্রঃ শস্ত্রজ্ঞঃ শাস্ত্রজ্ঞো ভাস্বুরশ্চ বলী

পিনাকপানি কুলদেবতাচ।
চকার নৃপাতিঃ স তং নিষ্কুলং বিনয়াদ্ধীনং॥" *

দ্বিজঘটকচুড়ামণির ১০০৮ সনে রচিত দক্ষিণরাঢ়ীয় কারিকাতেও উক্ত আছে—

"পঞ্চকায়স্থ আসে নৃপতি সদন।
সসম্ভ্রমে নরপতি দিলা আলিঙ্গন॥
জিজ্ঞাসিল নরপতি মুনিদের স্থানে।
এতশুনি কহে তবে পঞ্চ তপোধনে॥
এই পঞ্চজন হয় কায়স্থ কুমার।
জিজ্ঞাসহ ইহাদিগে কি কহে উত্তর।
দশরথ মকরন্দ কালিদাস কয়।
শিষ্য অনুগত মোরা শুন মহাশয়॥
দক্ষদ্বিজ আদি করি মুনি পঞ্চজন।
ইহাদের দাস হইনু শুন সর্ব্বজন॥
দত্ত কহে ভৃত্য নহি শুন মহীপাল।
এক গ্রামে বসতি আছয়ে বহুকাল॥
কায়স্থ কুলেতে জন্ম শুন নরপতি।
রাঢ়দেশ দেখিবারে আইলাম সংহতি॥

* * *

ঘোষ বসু মিত্র গুহ কুলের অধিকারী।
অভিমানে বালির দত্ত যায় গড়াগড়ি॥"

সমুদয় ঘটকগ্রন্থই ব্রাহ্মণ কায়স্থের আগমনের বহু পরে লিখিত হইয়াছে। সুতরাং ঘটক গ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়া সত্যনির্ণয় করা

---

* "বিজয়া"তে এই পরিচয়গুলি সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয় নাই।

দুরূহ। তথাপি কোন কোন ঘটকগ্রন্থে পঞ্চকায়স্থকে 'শূদ্র' ও দাস' বলায় তাহা অনেকের বিশেষ প্রীতিকর হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু নিরপেক্ষ ভাবে ঘটক গ্রন্থোক্ত বাক্য সমূহের আলোচনা করিলে ইহা প্রতিপন্ন হইবে যে কান্যকুব্জাগত কায়স্থগণ ব্রাহ্মণদিগের শিষ্য ছিলেন; তাঁহারা নিজেদের দাস বলিয়া গুরুর প্রতি ভক্তি ও বিনয় প্রকাশ করিয়াছিলেন মাত্র। ইহা প্রসিদ্ধ আছে যে দত্তবংশোদ্ভব পুরুষোত্তম ঐরূপ বিনয়প্রকাশে কুণ্ঠিত হইয়াছিলেন। তজ্জন্য—

"চকার নৃপতিঃ স তং নিষ্কুলং বিনয়াদ্ধীনং।"

বিনয়ের অভাবে বা অভিমানের জন্য দত্তবংশ নিষ্কুল হইয়াছিলেন, মিথ্যা কথা বলার জন্য নহে। ইহাতেই প্রতিপন্ন হইতেছে যে আর চারিজন যে নিজেদের 'দাস' বলিয়াছিলেন, তাহা বিনয়প্রকাশ মাত্র। বস্তুতঃ কেহই দাস ছিলেন না।

আর একটী কথা ভাবিবার এই যে সে কালে রেল ষ্টিমার ছিল না। কান্যকুব্জ হইতে বাঙ্গলার পথও সুগম ছিল না। এমন অবস্থায় কান্যকুব্জের পাঁচজন ব্রাহ্মণ অপরিচিত বাঙ্গালাদেশে পাঁচজন সেবকমাত্র সঙ্গে লইয়া নিশ্চয়ই আসেন নাই। প্রবাদ এই যে আদিশূরকে ব্রাহ্মণ আনয়ন করিতে যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল এবং কান্যকুব্জরাজ পরাভূত হইয়া বঙ্গে ব্রাহ্মণ প্রেরণ করিয়াছিলেন। নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের সহিত বহু রক্ষিসৈন্য ও ভৃত্যাদি আসিয়াছিল। হস্তী, অশ্ব, গোশকট পরিচালন ও শিবিকাবহনের জন্য আরও কত লোক ছিল। স্থুল কথা এই যে কান্যকুব্জ হইতে যাহারা আসিয়াছিলেন, তন্মধ্যে পঞ্চব্রাহ্মণ ও পঞ্চকায়স্থই প্রধান, তাঁহাদেরই রাজসভাতে পরিচয় গৃহীত হইয়াছিল, ভৃত্যাদির পরিচয় গৃহীত হয় নাই। ইহা খুব সম্ভব যে রাজা আদিশূর বৈদিক

যজ্ঞসম্পাদন এবং সমাজ ও রাজ্যের উন্নতির জন্য ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ দুইই চাহিয়াছিলেন। প্রবাদ আছে যে—

"আদিশূরো মহারাজঃ পুত্রেষ্টিং সমনুষ্ঠিতঃ।
তদর্থে প্রেরিতা যজ্ঞে উপযুক্তা দ্বিজাদশ॥"

আগত পঞ্চকায়স্থ বীরপুরুষ ও সম্ভ্রান্ত লোক ছিলেন এবং তদনুরূপ যান বাহনেই আসিয়াছিলেন। তাঁহারা নিজেদের "দাস" বলিয়া গুরুদিগের মর্য্যাদা বাড়াইয়াছিলেন। বীরত্বাভিমানী পুরুষোত্তম তাহা করেন নাই বলিয়া রাজসভাতে অবিনয়ী গণ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু রাজসভাতে প্রদত্ত পরিচয়গুলি প্রবাদরূপে চলিয়া আসিয়াছে এবং কালে কায়স্থদিগের আত্মবিস্মৃতিতে এবং ব্রাহ্মণদিগের কায়স্থদিগকে 'দাস' বলিয়া আনন্দানুভবের চেষ্টায় এখন অনেকের এমন বিশ্বাস হইয়াছে যে কায়স্থেরা দাস বা ভৃত্যরূপেই আসিয়াছিলেন।

অথবা এই প্রবাদ সম্পূর্ণ অমূলকও হইতে পারে। "নহ্যমূলা জনশ্রুতিঃ" একটা কথা আছে বটে। কিন্তু বাঙ্গলার অনেক জনশ্রুতি ঐতিহাসিক গবেষণায় অমূলক প্রতিপন্ন হইয়াছে। সহস্র-বৎসর পূর্ব্বেও যে বাঙ্গলাদেশে কায়স্থজাতি শূদ্রহইতে বহু উচ্চ সম্ভ্রান্ত-জাতি ছিলেন, তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ দিন দিন আবিস্কৃত হইতেছে। ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় মদনপালদেবের সমসাময়িক "কলিকালবাল্মীকি", "রাম চরিত"-প্রণেতা, বরেন্দ্রবাসী গৌড়কবি সন্ধ্যাকর নন্দী এবং পালরাজগণের প্রভাবকালের "রাঢ়াধিপ", "মহামাণ্ডলিক" ঈশ্বরঘোষের তাম্রশাসন সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন। বল্লালের তাম্র-শাসন হইতে জানা গিয়াছে যে 'হরি ঘোষ' তাঁহার সান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন। নারায়ণ দত্ত লক্ষ্মণসেনের এবং কোপিবিষ্ণু বিশ্বরূপসেনের

সান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন। স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয় "সেখ শুভোদয়া" নামক যে প্রাচীন সংস্কৃত পুথি আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহাতে উল্লিখিত আছে যে উমাপতি ধর লক্ষ্মণসেন দেবের এবং সহদেব ঘোষ রামপালদেবের মন্ত্রী ছিলেন। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী এম্. এ, বিক্রমপুরে প্রায় সহস্রবৎসরের প্রাচীন একখানা বরদাতারামূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহার পাদ-পাঠে "কায়স্থ সন্তোষ গুহ" ক্ষোদিত আছে। পুরাতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক আলোচনা যত হইতেছে, ততই কায়স্থজাতির উৎকর্ষ ও গৌরবের ইতিহাস প্রকটিত হইতেছে।

পাঁচকড়ি বাবু লিখিয়াছেন যে কায়স্থেরা ব্রাহ্মণের 'দাস' বলিয়া এমন শ্লাঘা অনুভব করিতেন, যে তাঁহারা 'দাস' উপাধি নিজস্ব করিয়া লইয়াছেন। দক্ষিণ রাঢ়ীয়গণ 'দাস বসু', 'দাস ঘোষ' বলিয়া থাকেন সত্য। কিন্তু তাহার কারণ অন্যরূপ হইতে পারে। বৌদ্ধধর্ম্মের তিরোধানের সঙ্গে নবীন হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণ্য প্রতিষ্ঠা যখন আবশ্যক হইয়াছিল এবং বহুলোক যখন ব্রাহ্মণের প্রাধান্য স্বীকারে কুণ্ঠিত ছিল, তখন ব্রাহ্মণের মান বাড়াইবার জন্য ব্রাহ্মণের পরেই যাহারা শ্রেষ্ঠ এবং যাহারা দেশে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী, সেই কায়স্থজাতির একশাখা দক্ষিণ রাঢ়ীয় সমাজ 'বিপ্রদাস' কথাটি নিজেদের ভূষণ করিয়া লইলেন —ইহা অসম্ভব নহে। ব্রাহ্মণগণও বিপ্রসেবাতে যে শ্রেষ্ঠ কায়স্থজাতি-রই অধিকার এবং বিপ্রদাসত্ব স্বীকারেই যে তাহাদের মহত্ত্ব, কায়স্থদের মনে এইরূপ ধারণা জন্মাইতে কম চেষ্টা করেন নাই। সেই এক দিন গিয়াছে যখন বৌদ্ধধর্ম্মপ্রভাবে সাবিত্রীভ্রষ্ট ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদি সকলের উপরেই বিশেষ প্রাধান্য স্থাপনের জন্য স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ও ব্রাহ্মণঘটকগণ ব্রাহ্মণেতর সকল জাতিকেই শূদ্রবর্ণভুক্ত করিতে বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছিলেন। রঘুনন্দনকে বাঙ্গালার হিন্দুসমাজের প্রাণপ্রতিষ্ঠাতা

বলা যাইতে পারে। তাঁহার পূর্ব্বে আচার পদ্ধতি, ক্রিয়া কর্ম্ম কিছুই নিয়ন্ত্রিত ছিল না। কিন্তু তিনি কলিতে ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদির বৃষলত্ব প্রাপ্তি প্রতিপাদনের জন্য যে আয়াস স্বীকার করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ অভিসন্ধিমূলক। পাঁচকড়ি বাবুর মতে নবীন হিন্দুসমাজে কায়স্থকে ক্ষত্রিয় করিয়া লওয়াই সঙ্গত ছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণগণ তাহার বিপরীত চেষ্টাই তখন করিয়াছিলেন।

পাঁচকড়ি বাবু দক্ষিণরাঢ়ায় কায়স্থসমাজের নিয়ম-পদ্ধতি মাত্র অবগত আছেন। আর তিন সমাজের নিয়ম পদ্ধতি তিনি জানেন না। বঙ্গজ সমাজে কায়স্থের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, বোধ হয় আর তিন সমাজের সংখ্যার সমান হইবে। বঙ্গজ সমাজে কিন্তু কোন কায়স্থ নাম বলিতে 'দাস' বলে না। বারেন্দ্র বা উত্তররাঢ়ায় সমাজেও তাহা নাই। পূর্ব্ববঙ্গে ঘোষ, বসু ও গুহবংশীয়গণ ঘোষঠাকুর, বসুঠাকুর, গুহঠাকুর বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। দক্ষিণরাঢ়ায় সমাজেও নামের সহিত 'দাস' শব্দ ব্যবহার রঘুনন্দনের পরে প্রচলিত হইয়াছে। রঘুনন্দনের পূর্ব্বে কায়স্থগণের বিবাহাদির মন্ত্রেও নামান্তে 'দাস' শব্দ ব্যবহৃত হইত না। "উদ্বাহ-তত্ত্বের" শেষ ভাগে রঘুনন্দন তৎকালপ্রচলিত সম্প্রদান বাক্যের একটি উদাহরণ দিয়াছেন, যথা—

"শিবদত্তপ্রপৌত্রী বিষ্ণুদত্তপৌত্রী হরিদত্তপুত্রী যজ্ঞদত্তাকন্যা শিব-মিত্রপ্রপৌত্রায় বিষ্ণুমিত্রপৌত্রায় রামমিত্রপুত্রায় রুদ্রমিত্রায় তুভ্যং সং-প্রদত্তেতি দৃষ্টার্থত্বাৎ পুংবচসাং ক্তপ্রত্যয়ার্থা বিবক্ষা তেন সংপ্রদদে ইত্যেব প্রয়োগঃ ন সংপ্রদত্তেতি।"

অর্থাৎ স্মার্ত্ত বলিতেছেন, "কন্যা তুভ্যং সম্প্রদত্তা", এইরূপ পাঠ না হইয়া "কন্যাং তুভ্যং সম্প্রদদে" এইরূপ পাঠ হওয়া উচিত।

রঘুনন্দন দত্ত ও মিত্রবংশ ধরিয়া তৎকালপ্রচলিত সম্প্রদানবাক্যের

যে উদাহরণ দিয়াছেন তাহাতে নামান্তে 'দাস' শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই। রঘুনন্দনের 'অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব' প্রণয়নের পর হইতেই ব্রাহ্মণগণ "যুগে জঘন্যে দ্বে জাতী ব্রাহ্মণঃশূদ্র এবচ"—এই কথা বিশেষরূপে প্রচার করিয়া, কায়স্থ বৈশ্য সকল জাতির মনেই এই ধারণা বদ্ধমূল করিয়া দিয়াছিলেন যে কলিতে ব্রাহ্মণ ব্যতীত সকল জাতিই শূদ্র. সুতরাং তাঁহাদের শূদ্রাচারই পালনীয় এবং নামান্তে 'দাস' শব্দ ব্যবহার ও মাসাশৌচ পালনই ধর্ম্মসঙ্গত। ক্রমে. এইরূপ আচারই প্রচলিত হইয়াছে।

পাঁচকড়ি বাবুর মতে পঞ্চকায়স্থ যে শূদ্র নহেন তাহার বিশেষ প্রমাণ এই যে তাঁহারা সাগ্নিক ব্রাহ্মণদের সেবা করিয়াছিলেন। ইহা বিশেষ প্রমাণ নহে। বিশেষ প্রমাণ এই যে, (১) তাঁহারা হস্তী, অশ্ব ও শিবিকায় আসিয়াছিলেন, (২) রাজা আদিশূর তাঁহাদিগকে রাজসভায় সমাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন, (৩) বল্লালের সভায় ব্রাহ্মণ কায়স্থ উভয়ই কৌলীন্য মর্য্যাদা লাভ করিয়াছিলেন, (৪) একই নব গুণে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ কৌলীন্য পাইয়াছিলেন, এবং (৫) শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ-গণ ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের বংশকীর্ত্তনে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কায়স্থ যে শূদ্র নহে এ সকল তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ। যে নয়টী গুণে কায়স্থগণ কৌলীন্য লাভ করিয়াছিলেন—যথা বিদ্যা, আবৃত্তি, তপস্যা, দান প্রভৃতি—তাহাতে শূদ্রের অধিকার নাই। কৌলীন্যরূপ মহা সম্মান রাজা ব্রাহ্মণদের সহিত শূদ্রকেও দিয়াছেন, ইহাও অসম্ভব কথা। পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণগণ পুরাণাদিতে ক্ষত্রিয়দিগের বংশকীর্ত্তন করিয়াছেন, শূদ্রের বংশকীর্ত্তন কখনও করেন নাই। সুতরাং ব্রাহ্মণ ঘটকনিয়োগের দ্বারাও কায়স্থের উচ্চবর্ণত্ব প্রতিপন্ন হয়। পঞ্চ কায়স্থের উচ্চবর্ণত্বের আর একটী প্রমাণ তাঁহাদের নাম।

মন্থ বলিয়াছেন ঃ—

"মঙ্গল্যং ব্রাহ্মণস্য স্যাৎ ক্ষত্রিয়স্য বলান্বিতম্।
বৈশ্যস্য ধনসংযুক্তং শূদ্রস্য তু জুগুপ্সিতম্॥ ৩১।২ অঃ

শূদ্রের জুগুপ্সিত নাম হইবে। কিন্তু মকরন্দ. দশরথ. পুরুষোত্তম, বিরাট কালিদাস এই পাঁচটী নাম কত সুন্দর! জুগুপ্সিত হওয়া ত দূরের কথা, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-যোগ্য নামের মধ্যেও এই নামগুলি উৎকৃষ্ট। ইহার একটী নামও বৈশ্যোচিত বা শূদ্রোচিত নহে। এই পাঁচটি নাম দ্বারাও প্রতিপন্ন হয় যে কান্যকুব্জাগত পঞ্চকায়স্থ উচ্চবর্ণসম্ভূত।

পাঁচকড়ি বাবুর মতে পঞ্চ কায়স্থ ব্যতীত সেন, সিংহ. শূর, পাল প্রভৃতি উপাধিধারী মৌলিক কায়স্থগণ সৎশূদ্র এবং তাঁহারা পূর্ব্বতন বৌদ্ধধর্ম্ম ছাড়িয়া হিন্দু আচার গ্রহণ করিয়া কায়স্থ সমাজে মিলিয়াছেন। তাহার এই অনুমানের ভিত্তি কি তাহা আমরা জানি না। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ন্যায় একজন প্রসিদ্ধ লেখক এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করাতে অনেকে বিশেষ দুঃখিত হইয়াছেন। মৌলিক কায়স্থগণও যে পঞ্চকায়স্থেরই সবর্ণ তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। দ্বিজবাচস্পতি তদীয় কারিকাতে লিখিয়াছেন যে পঞ্চকায়স্থের পরে আরও তিনজন এবং তৎপর আরও ১৯জন কায়স্থ আদিশূরের রাজত্ব কালেই বাঙ্গলায় আসিয়াছিলেন এবং আদিশূর সেই সকলকেই এক একটী গ্রাম দান করিয়াছিলেন। মকরন্দ. দশরথ, বিরাট. কালিদাস ও পুরুষোত্তম এবং দেবদত্ত নাগ, চন্দ্রভানু নাথ ও চন্দ্রচূড় দাস—এই ৮ জনের নাম করিয়া দ্বিজবাচস্পতি লিখিয়াছেন—"অষ্টৌ খ্যাতাস্ত কায়স্থাঃ কান্যকুব্জাৎ সমাগতাঃ।" তৎপর জয়ধর সেন, ভূমিঞ্জয় কর. ভূধর দাম' জয়পাল পাল, চক্রধরপালিত, চন্দ্রধ্বজ চন্দ্র, রিপুঞ্জয় রাহা, বীরভদ্র, দণ্ডধর ধর, তেজোধর নন্দী, শিখিধ্বজ দেব. বশিষ্ট কুণ্ড. ভদ্রবাহু সোম, বীরবাহু সিংহ, ইন্দুধর রক্ষিত, হরিবাহু অঙ্কুর, লোমপাদ বিষ্ণু, বিশ্বচেতা

আঢ্য ও মহীধর নন্দন—এই ১৯ জনের নাম ও গুণের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন ঃ—

"একোনবিংশতিশ্চৈতে কান্যকুব্জাৎ সমাগতাঃ।
স্থাপয়ামাস তান্ সর্ব্বান্ আদিশূরোনৃপেশ্বরঃ॥

*　　*　　*　　*　　*

সপ্তবিংশতি নামানি গ্রামাণি সমৃদ্ধানি চ।
বাসার্থং প্রদদৌ তেভ্য আদিশূরো নৃপোত্তমঃ॥

দ্বিজ ঘটকচূড়ামণিও লিখিয়াছেন—

আর যত কায়স্থ আইলেন পরে।
পত্র দিয়া মুনিগণ আনিল সভারে॥
পশ্চিম হইতে আইলা গৌড়দেশ পরে।
সপ্তগ্রামে মিলিল মৌলিক আসি যত।
আর যত কায়স্থ আইল তবে তথ॥

রাজকীয় কর্ম্মই কায়স্থের উপজীবিকা। আদিশূর বৃহৎ হিন্দুরাজ্য স্থাপন করিয়াছেন এবং কান্যকুব্জের ৫ জন ব্রাহ্মণ ও ৫ জন কায়স্থ তথায় যাইয়া প্রভূত সম্মান ও সমৃদ্ধিলাভ করিয়াছেন, এ কথা কান্য-কুব্জের অন্য কায়স্থদের জানিতে বেশী বিলম্ব হয় নাই। সুতরাং আরও বহু কায়স্থ যে বাঙ্গলায় আসিতে প্রলুব্ধ হইয়াছিলেন, ইহা একরূপ স্বতঃসিদ্ধ।

বঙ্গজ ঘটককারিকামতে বল্লালসভায় দত্ত, দাস, নাগ, নাথ এই চারি ঘর মধ্যল্য এবং সেন, সিংহ, সোম, রক্ষিত প্রভৃতি ১৯ ঘর মহাপাত্র আখ্যাপ্রাপ্ত হন। ইহারা বিশুদ্ধ কায়স্থ না হইলে এরূপ মর্য্যাদা লাভ করিতে পারিতেন না। বল্লাল বল, বর্দ্ধন, আইচ, শূর, প্রভৃতি আরও ৭২ ঘর কায়স্থকে গুণহীন বলিয়া 'অচলা' সংজ্ঞা প্রদান করেন এবং কুলীনদিগকে তাঁহাদের সহিত আদান প্রদান করিতে

নিষেধ করেন। ইঁহারা অন্য কোন দেশ হইতে আসিয়াছেন এরূপ উল্লেখ নাই। ইহারাই বোধ হয় বাঙ্গলার পূর্ব্বতন কায়স্থ, শূদ্র নহেন। শূদ্র হইলে কুলীনদিগকে তাঁহাদের সহিত ক্রিয়া করিতে নিষেধ করাব প্রয়োজন হইত না।

নন্দী, বিষ্ণু, শূর, সিংহ প্রভৃতি উপাধিধারী কায়স্থগণ যে শূদ্র হইতে পারে না তৎপক্ষে আরও বিশেষ প্রমাণ আছে। (১) প্রায় ৯০০ শত বৎসর পূর্ব্বে বরেন্দ্রদেশবাসী সন্ধ্যাকর নন্দী "রামচরিতম্" নামক উৎকৃষ্ট সংস্কৃত কাব্য রচনা করেন। এসিয়াটিক সোসাইটী তাহার প্রাচীন হস্তলিপি নেপালের রাজপুস্তকালয় হইতে আনাইয়া ১৯১০ সনে মুদ্রিত করিয়াছেন। নন্দিবংশজাত সন্ধ্যাকর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও প্রতিভাবলে তৎকালে "কলিকাল-বাল্মীকি" উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। রামচরিতের শেষ ভাগে যে বংশপরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে তাহা হইতে জানা যায় যে সন্ধ্যাকরের পিতা 'করণ্যানামগ্রণী' (কায়স্থশ্রেষ্ঠ) প্রজাপতি নন্দী সান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন। (২) লক্ষ্মণসেনদেবের মন্ত্রী উমাপতি ধরের কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। (৩) বিশ্বরূপসেনের তাম্রশাসন হইতে জানা গিয়াছে যে কোপি বিষ্ণু তাঁহার মহাসান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন।—

"শ্রীকোপিবিষ্ণুরভবৎ গৌড়মহাসান্ধিবিগ্রহিকঃ।"

(৪) ভুলুয়ার লক্ষ্মণমাণিক্য শূরের বংশে আজ পর্য্যন্তও বিবাহাদির মন্ত্রে মহিলাগণ 'দেবী' বলিয়া উক্ত হইয়া থাকেন। (৫) পশ্চিমভারত হইতে যে সকল ক্ষত্রিয় বাঙ্গলায় আসিয়া কায়স্থসমাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন তাঁহারাও সিংহ, দেব, দত্ত প্রভৃতি উপাধি গ্রহণ করিয়া মৌলিকশ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। (৬) বারেন্দ্রসমাজে নন্দী, দাস ও চাকী এবং উত্তররাঢ়ীয় সমাজে সিংহবংশ কুলীন বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন। সন্ধ্যাকর নন্দী রামচরিতে

পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের সন্নিহিত বৃহদ্বটু 'কুলস্থান' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অতএব পঞ্চকায়স্থ ব্যতীত অন্য কায়স্থগণও যে উচ্চবর্ণ এবং পঞ্চকায়স্থের সবর্ণ তৎপক্ষে কোনও সন্দেহ হইতে পারে না।

ব্রাহ্মণসমাজের ন্যায় বঙ্গজ কায়স্থসমাজেও কন্যাগত কুল, কেবল দাক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজেই জ্যেষ্ঠপুত্রগত কুল। কিন্তু পাঁচকড়ি বাবুর ধারণা এই যে বাঙ্গলার সকল কায়স্থেরই জ্যেষ্ঠপুত্রগত কুল। এই ধারণার উপর নির্ভর করিয়া তিনি ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের পূর্ব্ববৃত্তান্ত সম্বন্ধে যাহা অবধারণ করিয়াছেন তাহা ঠিক হয় নাই।

পাঁচকড়ি বাবুর লেখার ভিতর একটী ভাব এই রহিয়াছে যে ব্রাহ্মণদিগকে নানা জাতি, বিশেষতঃ কায়স্থেরা যেন আসনচ্যুত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। কায়স্থগণের পূর্ব্বগৌরব ও মর্য্যাদার ক্রমশঃ হানি ঘটিতেছে দেখিয়া কায়স্থগণ তাহার প্রতিকারের চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু অনেক স্থলে ব্রাহ্মণসমাজ তাহার বিরোধিতা করিতেছেন। কাজেই ব্রাহ্মণ ও কায়স্থসমাজের মধ্যে একটা বিসংবাদ উপস্থিত হইয়াছে। আমরা যতদূর দেখিতে পাইতেছি ব্রাহ্মণসমাজের সহৃদয়তার অভাবই এই বিসংবাদের কারণ। কায়স্থজাতি ক্ষাত্রিয়াচার গ্রহণ করিলে ব্রাহ্মণের ক্ষতির কোন সম্ভাবনা দেখিতেছি না। বরং স্কন্ধ উন্নত হইলে মস্তক উপরে উঠিবেই।

শ্রীজয়ন্তকুমার বসু বর্ম্মা, বি. এল্।

"বিজয়ার" জ্যৈষ্ঠ সংখ্যাতেই বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই প্রতিবাদের উত্তর দিয়াছেন। তাঁহার বিশেষ কথা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"আমি গত ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দ হইতে বলিয়া আসিতেছি যে, বাঙ্গালার কায়স্থগণ স্মৃতিশাস্ত্রের হিসাবে 'শূদ্র' নহেন। সুতরাং বাঙ্গালার কায়স্থগণ এখন ক্ষাত্রিয় হইতেছেন দেখিয়া আমি বিস্মিতও হই নাই, আপত্তিও

করি নাই। তবে আধুনিক বামুন পণ্ডিতদিগের যে যাহা বলে বলুক, স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের কাল হইতে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের কাল পর্য্যন্ত প্রায় তিন শতাব্দী কাল বাঙ্গলার ব্রাহ্মণগণ কায়স্থদিগকে "সৎশূদ্র" করিয়া রাখিয়াছেন কেন, তাহার ঐতিহাসিক উত্তর এখনও বাহির হয় নাই। ব্রাহ্মণদের বিদ্বেষ জন্য যে এমন ঘটে নাই, এ কথা আমি জোর করিয়া বলিব। ইহার মূলে আরও কিছু আছে। সে "কিছু" প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ পরে বাহির করিতে পারেন। চিরকালই ব্রাহ্মণ কায়স্থে সদ্ভাবই ছিল। কায়স্থই পূর্ব্বে বাঙ্গলার প্রধান ভূমিপাল ছিলেন। তাহারাই ব্রাহ্মণরক্ষা করিতেন। এমন অবস্থায় ব্রাহ্মণ কায়স্থদিগের বিদ্বেষ করিবেন কেন? আব কায়স্থগণ স্বেচ্ছায় ব্রাহ্মণের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন। ধ্রুবানন্দই বা সোজা-সুজি কায়স্থদিগকে ক্ষত্রিয় বা রাজপুত বলিয়া পরিচিত করেন নাই কেন? (১) পশ্চিমে 'প্রধান' উপাধিটা ভূঁইহার ব্রাহ্মণদের এবং হারিয়াজেলার গোয়ালাদের ব্যবহারে ছিল। রাজপুত মাত্রেই রাওল, রাউত, ঠাকুর, বাবু, রাণা উপাধি ব্যবহার করিত। (২) এই সকল শঙ্কার কথা আছে বলিয়াই, নানা কারণে অনেক সংশয় উঠে বলিয়াই, আমি এখনও কায়স্থজাতিকে ক্ষত্রিয় বলিয়া স্বীকার করি নাই।"

---

(১) প্রবন্ধে রাজা প্রেমনারায়ণের সভাপণ্ডিত ধ্রুবানন্দ কৃত যে কায়স্থকারিকা উল্লিখিত হইয়াছে তাহাতে কায়স্থগণ স্পষ্টই ক্ষত্রিয় বলিয়া উক্ত হইয়াছেনঃ—

"ঘোষ বসু গুহ মিত্রা দত্তশ্চ আদিকুলীনাঃ।
নবগুণৈস্ত সংযুক্তাঃ রাজবংশসমুদ্ভবাঃ॥
একোনবিংশতির্গৌড়াঃ নাগ নাথোঽথ দাসকঃ।
সপ্তগুণৈস্ত সংযুক্তা রাজন্যাঃ সত্‌কুলোদ্ভবাঃ॥

(২) প্রধান শব্দে পঞ্চকায়স্থের গৌরব মাত্র সূচিত হইয়াছে। বাঙ্গলার কায়স্থদের মধ্যে অনেকের 'ঠাকুর' উপাধি আছে, যথা গোলাপবসু

যে দিনে সকলেই "Your most obedient servant" (আপনার একান্ত অনুগতভৃত্য) লিখিতে কুণ্ঠিত নহেন, সে দিনে কায়স্থেরা 'ব্রাহ্মণের দাস' স্বীকার করিতে কেন এত কুণ্ঠিত হন ? বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই প্রশ্ন করিয়াছেন। ধর্ম্মশাস্ত্রমতে 'ব্রাহ্মণের দাস' স্বীকার করিলে. বা ব্রাহ্মণের দাসত্ব করিলেও ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম হানি হয় না। ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র—ব্রাহ্মণের, বৈশ্য ও শূদ্র—ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের এবং শূদ্র অপর ত্রিবর্ণের পরিচর্য্যা করিতে পারে। (৩) সুতরাং কায়স্থগণ বিপ্রদাসত্ব স্বীকার করিলেও তাঁহাদের ক্ষত্রিয়ত্ব বা দ্বিজাতিত্বের অপচয় ঘটে না। এজন্যই মকরন্দ, দশরথ, বিরাট ও কালিদাস উচ্চবংশসম্ভূত হইয়াও ব্রাহ্মণ গুরুদিগের মান বাড়াইবার জন্য আপনাদিগকে তাঁহাদের দাস বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন; কিন্তু কোন কোন কুলগ্রন্থের উক্তি অনুসারে অনেকে বিশ্বাস করেন যে মকরন্দ প্রভৃতি দাসরূপেই আসিয়াছিলেন। জয়ন্ত বাবু তদীয় প্রবন্ধে এ কথারই সম্যক্ প্রতিবাদ করিয়াছেন।

ঠাকুর, নয়নানন্দ গুহ ঠাকুরতা। অজয়গড়ের শিলালিপিতে দেখা যায় যে টক্কারিকাপুরের বাস্তব্য বংশীয় কায়স্থগণ "ঠক্কুরধর্ম্ম"-যুক্ত ছিলেন। বঙ্গদেশে ৭২ ঘর কায়স্থের মধ্যে রাণা ও রাউত উপাধি আছে। রায়, রাও, রাওল বোধ হয় এক শব্দেরই রূপান্তর। পূর্ব্বে রায় উপাধি বঙ্গদেশে কায়স্থ জমিদারগণই ব্যবহার করিতেন। এই সকল উপাধি হইতে কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব সম্বন্ধে কোন সংশয় উপস্থিত হইতে পারে না। সেন, সিংহ সোম, রক্ষিত, পাল, চন্দ্র, ইন্দ্র, আদিত্য, রুদ্র, শূর, প্রভৃতি উপাধি হইতে বরং ক্ষত্রিয়ত্বই প্রতিপন্ন হয়।

(৩) বর্ণানামানুলোম্যেন দাস্যং ন প্রতিলোমতঃ। ১৮৬।২ অঃ, যাজ্ঞবল্ক্য।
সর্ব্বে চোত্তরোত্তরং পরিচরেয়ুঃ। ১০ অঃ, গৌতম।

বংশপদ্ধতি, গোত্র ও প্রবর।

পূর্ব্বকালে বংশোপাধি ছিলনা। পুরাণে ইতিহাসে বশিষ্ঠ, পরাশর, গর্গ. দশরথ, যযাতি, কৃষ্ণ, বুদ্ধ—কাহারও বংশোপাধি দৃষ্ট হয় না। ভারতের অনেক প্রদেশে আজকালও সকললোকের বংশোপাধি নাই। বঙ্গদেশে সমুদয় ব্রাহ্মণ কায়স্থের এবং তাঁহাদের অনুকরণে অন্য সকল জাতির মধ্যেই বংশোপাধি প্রচলিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ-দিগের বন্দ্য. মুখ. বাগছি. ভাদুড়ি প্রভৃতি উপাধি গাঁই বা গ্রামের নামানুসারে হইয়াছে। তা ছাড়া বিদ্যা ও ব্যবসায়ানুসারেও অনেক উপাধির সৃষ্টি হইয়াছে. যথা—ভট্ট, আচার্য্য, গোস্বামী. ঘটক. অধিকারী, হালদার, শিকদার, তরফদার ইত্যাদি। (১) কায়স্থদিগের বংশোপাধি গ্রামের নামানুসারে হয় নাই, পূর্ব্ব পুরুষের নাম হইতে হইয়াছে। রঘুবংশ. যদুবংশ বলিতে যেমন রঘুর বংশ বা যদুর বংশ বুঝায়, তদ্রূপ ঘোষবংশ. বসুবংশ বলিতেও ঘোষ নামক ব্যক্তির বংশ বা বসুনামক ব্যক্তির বংশ বুঝায়।

ধ্রুবানন্দকারিকায় মকরন্দের পরিচয়ে তাঁহাকে ঘোষকুলপদ্মের ভানুসদৃশ এবং 'সূর্য্যধ্বজধর' বলা হইয়াছে। 'সূর্য্যধ্বজবংশধর'

---

(১) উত্তর পশ্চিমে দ্বিবেদী (দোবে), ত্রিবেদী (তেওয়ারী), চতুর্ব্বেদী (চোবে), পঞ্চবেদী (পাঁড়ে), শুকুল, মিশ্র এই কয়টী উপাধি ব্রাহ্মণদের মধ্যে দৃষ্ট হয়। বেহারে কোন কোন কায়স্থবংশেও তেওয়ারী ও পাঁড়ে উপাধি দেখা যায়। মহারাষ্ট্রে ব্রাহ্মণদের রাণাড়ে, তিলক প্রভৃতি উপাধি পূর্ব্বপুরুষের নামানুসারে হইয়াছে, কায়স্থদের চৌবল, চিত্‌নেভিস প্রভৃতি উপাধি কর্ম্মগত. গুপ্তে প্রভৃতি উপাধি পূর্ব্বপুরুষাগত। উড়িষ্যাতে দাসউপাধিক ব্রাহ্মণ দেখা যায়।

অর্থেই ঘটকগ্রন্থে 'সূর্য্যধ্বজধর' লিখিত হইয়াছে। মহাভারতে আদি পর্ব্বে দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরবর্ণনায় সূর্য্যধ্বজ নামক রাজার নাম দৃষ্ট হয়। আবার চিত্রগুপ্তের পুত্র বিভানুও সূর্য্যধ্বজ আখ্যা প্রাপ্ত হন। উত্তরপশ্চিমে সূর্য্যধ্বজকায়স্থ বিশেষ সম্মানিত ও সদাচারসম্পন্ন। মকরন্দকে এই চিত্রগুপ্তজ সূর্য্যধ্বজকুলজাত মনে করাই স্বাভাবিক। সূর্য্যধ্বজ যিনিই হউন, তদন্বয়ে ঘোষ নামক কোন বিখ্যাত ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যাঁহার বংশের সূর্য্যস্বরূপ মকরন্দ বঙ্গে আগমন করিয়াছেন। রাজতরঙ্গিণীতে অশ্বঘোষবংশীয় কায়স্থ দুর্লভবর্দ্ধনের উল্লেখ দৃষ্ট হয়; রাজা দমঘোষ, কবি অশ্বঘোষ প্রভৃতি নাম ইতিহাসপ্রসিদ্ধ।

দশরথের পরিচয়ে লিখিত হইয়াছে, বসুবংশীয়গণ বসুধার অধিপতি চক্রবর্ত্তী নরপাল ছিলেন এবং দশরথ চৈদ্যকুলের (চেদিরাজবংশের) চন্দ্রস্বরূপ ছিলেন। মহাভারতে পুরুবংশীয় চেদিরাজ বসুর উল্লেখ দৃষ্ট হয়। (২) অতএব ঘটকগ্রন্থ মতে এই চন্দ্রবংশীয় নৃপতি চেদিরাজ বসুর বংশেই বঙ্গীয় বসুবংশের বীজপুরুষ দশরথ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বঙ্গে আগমনের পর বসুর বংশধর বলিয়া পরিচয় দেওয়াতে তিনি বসুপদ্ধতিতে খ্যাত হইয়াছেন। ধ্রুবানন্দ মকরন্দাদি পঞ্চকায়স্থকেই 'রাজবংশসমুদ্ভব' বলিয়াছেন।

গুহবংশজ বিরাটকে অগ্নিকুলোদ্ভূত বলা হইয়াছে। কথিত আছে অর্ব্বুদ (আবু) পর্ব্বতে মহাদেবের বরে ঋষিদিগের যজ্ঞাগ্নি হইতে পৃথ্বী-

(২) স চেদিবিষয়ং রম্যং বসুঃ পৌরবনন্দনঃ।
ইন্দ্রোপদেশাজ্জগ্রাহ রমণীয়ং মহীপতিঃ॥ ৬৩অঃ আদি॥

ইনি ইন্দ্রপ্রদত্ত বিমানে আকাশে বিচরণ করিতেন বলিয়া উপরিচর বসুনামে খ্যাত হন। মঙ্গল কার্য্যে যে বসুধারা দেওয়া হয়, তাহাও এই চেদিরাজ বসুর প্রীত্যর্থে।

দ্বার, পুরোমার, শুঙ্গ ও চতুরঙ্গ নামে মহাবীরগণ আবির্ভূত হইয়া দৈত্য বিনাশ করেন। তাঁহাদের বংশ অগ্নিকুল নামে খ্যাত হয়। রাজস্থানের ইতিহাসে এই অগ্নিকুল প্রসিদ্ধ। বিষ্ণুপুরাণে উক্ত আছে যে ইক্ষ্বাকুতনয় পুত্রহীন নিমির মৃত্যু হইলে অরাজকতার ভয়ে মুনিগণ তাঁহার শরীর অরণিতে মন্থন করেন, সেই মন্থন হইতে যিনি উৎপন্ন হন তাঁহার নাম জনক। কাহারও২ মতে এই জনকবংশই অগ্নিকুল। চিতোরের রাণাবংশ এবং পূর্ব্বতন প্রমার, সোলাঙ্কি প্রভৃতি রাজ্যের ক্ষত্রিয়গণ অগ্নিবংশীয় বলিয়া পরিচিত। অগ্নিবংশে গুহ নামে কোন রাজা বা প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন যাহার কুলে বিরাটের জন্ম। গুহ অর্থ বিষ্ণু, কার্ত্তিকেয়। কৃষ্ণ, বিষ্ণু, রাম প্রভৃতি নামের মত পূর্ব্বে গুহ নাম অনেকের ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই।

কালিদাস মিত্রবংশসাগরে চন্দ্রের ন্যায় দীপ্তিশালী। এই মিত্র কে. যাঁহার বৃহৎ বংশে কালিদাস চন্দ্রমাস্বরূপ ছিলেন? সুক্ষত্র মিত্র ও বরুণদেবের নাম বেদে প্রসিদ্ধ আছে। স্কন্দপুরাণ প্রভাসখণ্ডে চিত্রগুপ্তের পিতা কায়স্থ মিত্র সর্ব্বভূতের হিতকারী বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণে পুষ্পমিত্র, অগ্নিমিত্র, বসুমিত্র, ঘোষবসু প্রভৃতি নামধেয় রাজগণের উল্লেখ দৃষ্ট হয়; সুতরাং কালিদাস রাজবংশপ্রভব ছিলেন ইহা অসম্ভব নহে।

কুলগ্রন্থে উক্ত আছে যে "সুদত্তবংশদীপক অগ্নিদত্তকুলোদ্ভূত" পুরুষোত্তম সকলের রক্ষার্থ বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন। পরিচয় হইতে অনুমিত হয় যে পঞ্চকায়স্থ মধ্যে পুরুষোত্তমই প্রধান ছিলেন। কিন্তু কোন্ প্রসিদ্ধ ক্ষত্রিয়কুলে তাঁহার জন্ম তাহা জানা যায় না। পরিচয়ে 'সৈকসেনাধর' (?) বিশেষণ আছে। তাহা হইতে কেহ কেহ পুরুষোত্তমকে চিত্রগুপ্তজ সখসেনকুলসম্ভূত মনে করেন। ইহা নিশ্চিত যে সুদত্ত

ও অগ্নিদত্ত, এই পূর্ব্বপুরুষের নাম হইতে পুরুষোত্তমের বংশ দত্ত উপাধি বিশিষ্ট হইয়াছেন।

সেন, সিংহ, গুপ্ত, দাস প্রভৃতি সমুদয় বংশপদ্ধতিই এইরূপে পূর্ব্ব পুরুষের নাম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। পূর্ব্বে একশব্দেই প্রায় নাম হইত। ক্রমে সেই নামের সহিত, বা দেবতাবিশেষের নামের সহিত অন্য শব্দ যোগ করিয়া নাম রাখার নিয়ম প্রচলিত হইয়াছে। কিন্তু অনেক স্থলে এই দ্বিতীয় শব্দটী অপরিবর্ত্তনীয় রূপে বংশানুক্রমে চলিয়া আসিয়াছে. যথা ধর্ম্মদত্ত পুত্র বিষ্ণুদত্ত, তৎপুত্র যজ্ঞদত্ত, তৎপুত্র গঙ্গাদত্ত ইত্যাদি। এই দত্ত শব্দ কালক্রমে বংশোপাধিতে পরিণত হইয়া ধর্ম্মদাস দত্ত, বিষ্ণুচরণ দত্ত, রামকুমার দত্ত, যজ্ঞেশ্বর দত্ত, গঙ্গাচন্দ্র দত্ত ইত্যাদি দীর্ঘতর নাম উৎপন্ন হইয়াছে। বিজয়সেন, মহীপাল, রণশূর, চন্দ্রগুপ্ত, অগ্নিমিত্র, প্রভৃতি নামের সেন. পাল, শূর, গুপ্ত, ও মিত্র বংশোপাধি নহে, নামের অংশমাত্র। কিন্তু পরে এ সকল শব্দই পদ্ধতিতে পরিণত হইয়াছে। ঘটকগ্রন্থে দেখা যায় ভদ্রবংশের বীরভদ্র এবং ধরবংশের দণ্ডধর বঙ্গে আসিয়াছিলেন। বীরভদ্র ও দণ্ডধর হইতেই যে ভদ্র ও ধর উপাধি হইয়াছে, তাহা সহজেই উপলব্ধি হয়। এইরূপেই বিষ্ণু. রক্ষিত, কুণ্ড, শীল, কর, দাস, বর্দ্ধন প্রভৃতি সমুদয় পদ্ধতি হইয়াছে।

দাস পদ্ধতি কিছুমাত্র হীনতাজ্ঞাপক নহে। ধর্ম্মদাস, বিষ্ণুদাস, দিবোদাস—এইরূপ পূর্ব্বপুরুষের নাম হইতেই দাস পদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছে। দেব পদ্ধতি দ্বিজত্বজ্ঞাপক দেব পদবি হইতে হইয়া থাকিবে। অথবা রামদেব, ভূদেব, নরদেব প্রভৃতি পূর্ব্বপুরুষের নাম হইতেও হইতে পারে। এই দেবপদ্ধতির বড় বিড়ম্বনা ঘটিয়াছে। অধিকাংশ দেববংশীয় কায়স্থ এখন প্রকৃত উপাধি ভুলিয়া গিয়া 'দে' বলিয়া থাকেন। এরূপ হওয়ার কারণ এই যে দেব শব্দের অন্তস্থ

ব-কারের উচ্চারণ অনেকটা ও-কারের মত। কিছুদিন পূর্ব্বেও লোকে 'দেও' বলিত ও লিখিত। কোন কোন ঘটকগ্রন্থেও দেব স্থলে 'দেও' বা 'দেয়' লেখা হইয়াছে। ক্রমে পদ্ধতিটি 'দে' রূপ ধারণ করিয়াছে। কেহ কেহ অনুমান করেন ব্রাহ্মণ ব্যতীত সকল জাতি শূদ্র বলিয়া ঘোষিত হওয়ার পর কায়স্থের দেব উপাধির রূপান্তর সঙ্ঘটিত হইয়াছে।

গোত্র ও প্রবর।

গোত্র ও প্রবর সম্বন্ধীয় তত্ত্বালোচনা করিতে সুদীর্ঘ বিচারের অবতারণা করিতে হয়। আমরা সংক্ষেপে দুই একটী কথা বলিব। ব্রহ্মারণ্যে ঋষিগণ গোত্রযাগ করিয়াছিলেন, সেই ঋষিগণ গোত্র, আর যাঁহারা ঐ সকল যজ্ঞের নানা বিভাগে বৃত হইয়াছিলেন, তাঁহারা প্রবর—কেহ কেহ এইরূপ পৌরাণিক মত বলেন। বৌধায়নাদির মতে বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, ভরদ্বাজ, গোতম, অত্রি, বশিষ্ঠ, কশ্যপ ও অগস্ত্য—এই ৮ জনের "যদপত্যং তদ্‌গোত্রম্।" অর্থাৎ তাঁহাদের সন্তানগণই তাঁহাদের গোত্র, তাঁহাদের বংশে যে যে ঋষি হইয়াছেন তাঁহাদের নামেই গোত্র হইয়াছে। উক্ত প্রত্যেক ঋষির গোত্রকাণ্ডে ৫।৭টী 'গোত্রগণ' উক্ত আছে, আবার প্রতি গোত্রগণে বহু গোত্র-কারের উল্লেখ আছে। এক গোত্রগণে যত গোত্রকার ঋষি আছেন, সকলেরই সমান প্রবর। যে গোত্র যজ্ঞকার্য্যে যে যে ঋষিকে বরণ করিতেন, সেই গোত্রের সেই সেই ঋষি প্রবর। বেদবিদ্ পণ্ডিত ম্যাক্ষ্‌মুলর বলেন, ঋষির গোরক্ষার জন্য যে বেড়া তাহাই গোত্র নামে অভিহিত হইত। গাং ত্রায়তে ইতি গোত্রম্, গো+ত্রৈ+ড।

পুরাকালে গো ঋষিগণের যজ্ঞকর্ম্ম ও জীবনধারণের উপায়স্বরূপ এবং একমাত্র পার্থিব সম্পদ ছিল। ঋষিগণের আশ্রমসংলগ্ন বৃহৎ

ভূমি লইয়া এক একটী মণ্ডল ছিল, তাহাতে শিষ্যগণ গোরক্ষা করিতেন। এইরূপ মণ্ডলের চতুঃসীমার মধ্যে গো রক্ষিত হইত বলিয়া উহাকে গোত্র বলিত। কালক্রমে কে কোন্ ঋষির গোত্রে বাস করেন ইহাই লোকসমাজে পরিচয়ের বিষয় হইয়াছিল। বশিষ্ঠ গোত্র বলিলে বুঝা যাইত যিনি বশিষ্ঠের আশ্রমে জ্ঞানলাভ করিয়াছেন। সুতরাং এইরূপ গোত্রপরিচয়ে মর্য্যাদার ইতর বিশেষ ছিল। আজকাল যেমন নবদ্বীপের পণ্ডিত বা অক্স্ফোর্ডের বি.এ বলিতে গৌরব সূচিত হয়. তদ্রূপ।

ব্রাহ্মণের গোত্রদ্বারা পূর্ব্বপুরুষ সূচিত হয়। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য পুরোহিতের গোত্রে পরিচিত হইতেন। ক্ষত্রিয়ের মধ্যে যে সকল মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি হইয়াছেন তাঁহারাও গোত্রকার। সমগোত্রে বিবাহ হইলে স্ত্রী পুরুষের মধ্যে রক্তের নৈকট্য হেতু উত্তম সন্তান হইবেনা জানিয়া ঋষিগণ আর্য্যগণের পক্ষে সগোত্রবিবাহ নিষেধ করিয়াছেন। মনু বলিয়াছেন পিতামাতার সপিণ্ডা বা সগোত্রা নহেন এমন কন্যাই দ্বিজাতিদিগের বিবাহে প্রশস্ত। সগোত্রাগমনে মাতৃগমন তুল্য পাপ হয়, এরূপ অনুশাসনও দৃষ্ট হয়। কিন্তু সহস্র বৎসর ব্যবধানে একবংশের ব্যক্তিগণের মধ্যেও রক্তের সমতা কিছু থাকে বলিয়া বোধ হয় না। পক্ষান্তরে দুইবংশের দুইটী ক্ষত্রিয় এক ঋষির শিষ্য হইয়া সগোত্র হইতে পারেন। এরূপ স্থলে এই দুইবংশের আদান প্রদানে রক্ত-সমতাদোষের সম্ভাবনা নাই। প্রাচীনকালের সামাজিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে এ নিয়ম ক্ষত্রিয়গণ বড পালন করিতেন না। স্বয়ম্বরে নির্ব্বিচারে ক্ষত্রিয়রাজগণ স্ত্রীরত্নলাভের জন্য সমাগত হইতেন। এই সে দিন দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজ তাঁহার 'মাসতুত' ভ্রাতা কনৌজাধিপতি জয়চন্দ্রের কন্যা স্বয়ম্বরা সংযুক্তাকে বিবাহ করিলেন। কুন্তীদেবী বসুদেবের ভগ্নী, আর সুভদ্রা তাঁহার কন্যা।

সুভদ্রা অর্জ্জুনের 'মামাত' ভগ্নী, এবং জ্ঞাতি কন্যা (চন্দ্রবংশোদ্ভবা)। কিন্তু অর্জ্জুন ও সুভদ্রার বিবাহ দোষজনক বলিয়া কোথাও উক্ত হয় নাই। তথাপি এরূপ বিবাহ অনুকরণীয় নহে, তাহা বলাই বাহুল্য।

নিম্নে বঙ্গীয় কায়স্থগণের গোত্র ও প্রবরের পরিচয় প্রদত্ত হইল। ঘটক আচার্য্যচূড়ামণি লিখিয়াছেন ঃ—

হরির্গোণোবটঃ কোটো বর্দ্ধমানো মধুস্তথা।
কঙ্ককর্ণৌ চ রাঢ়ায়াং কায়স্থানাং স্থানাষ্টকং॥

হরি, গোণ, বট, কোট, বর্দ্ধমান, মধু, কঙ্ক ও কর্ণ রাঢ়দেশে কায়স্থদের এই আটটী কুলস্থান। তন্মধ্যে হরিপুরে—বাৎস্যগোত্রীয় সিংহ, কাশ্যপ দাস, শাণ্ডিল্য ঘোষ, ভরদ্বাজ পালিত, শাণ্ডিল্য বিষ্ণু, সৌপায়ন নাগ, পরাশর নাথ, ও মৌদ্গল্য দায়ু (দাম), এই ৮ বংশ।

গোণ গ্রামে—শাণ্ডিল্য আঢ্য, মৌদ্গল্য দাস, মৌদ্গল্য নন্দী, মৌদ্গল্য দেব, আলম্বায়ন সেন, মৌদ্গল্য কর, কাশ্যপ চন্দ্র ও বৈয়াঘ্রপদ্য বিষ্ণু, এই ৮ বংশ।

বটগ্রামে—বিশ্বামিত্র মিত্র, মৌদ্গল্য রক্ষিত, কাশ্যপ দায়ু, কাশ্যপ দত্ত, সৌকালীন ঘোষ, অরণ্যঋষি শূর, যামদগ্ন্য ধর ও শাণ্ডিল্য দেব।

মঙ্গলকোটে—শাণ্ডিল্য দায়ু, গৌতম দেব, শাণ্ডিল্য দত্ত, ভরদ্বাজ কর, কাশ্যপ চন্দ্র, ভরদ্বাজ পালিত, বাৎস্য ভদ্র, গৌতম বসু।

বর্দ্ধমানে—কাশ্যপ দত্ত, কাশ্যপদেব, গৌতম দাস, কাশ্যপ চন্দ্র, শাণ্ডিল্য ভদ্র, আলম্বায়ন কর, আলম্বায়ন পাল, লৌহিত্য সোম।

মধুগ্রামে—কাশ্যপ গুহ, কাশ্যপ নন্দন, শাণ্ডিল্য সিংহ, বাৎস্য দায়ু, সৌকালীন দত্ত, আত্রেয় দাস, অগ্নিবাৎস্য দত্ত ও গৌতম রুদ্র।

কঙ্ক গ্রামে—সৌকালীন সেন, পশ্চাৎ বাসুকী, ভরদ্বাজ সিংহ, মৌদ্গল্য দত্ত। লিখিত আছে যে কঙ্কগ্রামে প্রথমে সেন মাত্র ছিল।

পরে বল্লাল কোটগ্রাম হইতে বসু, বটগ্রাম হইতে ঘোষ এবং মিত্র ও গুহ বংশ কঙ্কগ্রামে স্থাপন করেন।

কর্ণস্বর্ণে—শাণ্ডিল্য দেব, বাৎস্য ঘোষ, আলম্বায়ন সেন। তৎপর আর গোত্র লেখা নাই। কিন্তু কর্ণস্বর্ণে সিংহ, দত্ত, কুণ্ড, পাল, দেব, রাহা, ভদ্র, ও গুহ এই ৮ বংশের বসতির উল্লেখ আছে।

বঙ্গজ কায়স্থের পূর্ব্বপুরুষ অধিকাংশই রাঢ় হইতে বঙ্গে আসিয়াছেন, ঘটকগ্রন্থে বহু স্থলে একথা দৃষ্ট হয়। আচার্য্যচূড়ামণিও বলিয়াছেন—

"পুরা তে পশ্চিমরাঢ়ে মৎস্যত্যাগী মহাকুলাঃ।
ততো বল্লালসেনেন মুখ্যা বঙ্গে নিবাসিতাঃ॥"

গোত্র।

ঘটকগ্রন্থে বিভিন্ন বংশের গোত্র এইরূপ লিখিত হইয়াছে ঃ— বসু—গৌতম। ঘোষ—সৌকালীন, শাণ্ডিল্য, বাৎস্য। মিত্র—বিশ্বামিত্র। গুহ—কাশ্যপ, কল্কীশ। দত্ত—মদ্‌গুল্য, শাণ্ডিল্য, অগ্নিবাৎস্য, ভরদ্বাজ, কাশ্যপ, কৃষ্ণাত্রেয়, বশিষ্ট, আলম্যান। নাগ—সৌপায়ন। নাথ—পরাশর। দাস—কাশ্যপ, মদ্‌গুল্য, গৌতম, আত্রেয়, কৃষ্ণাত্রেয়। সেন—বাসুকি, আলম্যান। দেব—ঘৃতকৌশিক, আলম্যান, কাশ্যপ, পরাশর, মদ্‌গুল্য, শাণ্ডিল্য, বাৎস্য, গৌতম, ভরদ্বাজ ও বশিষ্ট। চন্দ্র—কাশ্যপ ও ভরদ্বাজ। বিষ্ণু—বৈয়াঘ্রপদ্য, ভরদ্বাজ ও গৌতম। সিংহ—বাৎস্য, শাণ্ডিল্য, ভরদ্বাজ। কর—গৌতম, কাশ্যপ, আলম্যান। দাম—শাণ্ডিল্য ও মদ্‌গুল্য। পালিত—ভরদ্বাজ। পাল—কাশ্যপ, শাণ্ডিল্য, ভরদ্বাজ। রাহা—কাশ্যপ। নাহা—মদ্‌গুল্য, ভরদ্বাজ। সোম—লোহিত, মদ্‌গুল্য, শাণ্ডিল্য। ভদ্র—শাণ্ডিল্য, মদ্‌গুল্য, বাৎস্য, গৌতম। শীল—ভরদ্বাজ, শাণ্ডিল্য। কুণ্ড—শাণ্ডিল্য, গৌতম। নন্দন—কাশ্যপ। রক্ষিত—

মদ্‌গুল্য। শূর—বাৎস্য, মদ্‌গুল্য। নন্দী—কাশ্যপ, শাণ্ডিল্য। আঢ্য—শাণ্ডিল্য। ধর—যামদগ্ন্য, আলম্যান, কাশ্যপ।

বঙ্গজসমাজে বিষ্ণু, রক্ষিত প্রভৃতি বংশে উপরি উক্ত গোত্র ব্যতীত অন্য গোত্রও দৃষ্ট হয়। রাঢ়ে পরাশর দত্ত প্রসিদ্ধ।

প্রবর।

শাণ্ডিল্যগোত্রে—শাণ্ডিল্য, অসিত, দেবল। কাশ্যপ—কাশ্যপ, অপ্সার, নৈধ্রুব। গৌতম—গৌতম, অপ্সার, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য, নৈধ্রুব। সৌকালীন—সৌকালীন, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য, অপ্সার, নৈধ্রুব। বিশ্বামিত্র—বিশ্বামিত্র, মরীচি, কৌশিক। বশিষ্ঠ—বশিষ্ঠ, অত্রি, সাঙ্কৃতি। পরাশর—পরাশর, শক্তি, বশিষ্ঠ। আলম্বায়ন—আলম্বায়ন, শাঙ্কায়ন, শাকটায়ন। ঘৃতকৌশিক—কুশিক, কৌশিক, ঘৃতকৌশিক বা বন্ধুল। অত্রি—অত্রি, আত্রেয়, শাতাতপ। কৌশিক—কৌশিক, অত্রি, যামদগ্ন্য। আত্রেয়—আত্রেয়, শাতাতপ, সাংখ্য। শক্তি—শাক্ত্য, পরাশর, বশিষ্ঠ। বাসুকি—অক্ষোভ্য, অনন্ত, বাসুকি। ভরদ্বাজ—ভরদ্বাজ, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য। শুনক—শুনক, শৌনক, গৃৎসমদ। বাৎস্য, সাবর্ণ, মৌদ্গল্য, সৌপায়ন, অগ্নিবাৎস্য এই পঞ্চগোত্রের প্রবর—ঔর্ব্ব, চ্যবন, ভার্গব, যামদগ্ন্য, আপ্লুবৎ। মতান্তরে গৌতমের—গৌতম, আঙ্গিরস, আবাসা এবং বিশ্বামিত্রের—বিশ্বামিত্র, ঔর্গল, দেবরাট।

ঘটকগ্রন্থে আলম্বায়ন স্থলে আলম্যান এবং মৌদ্গল্য স্থলে মদ্‌গুল্য লিখিত হইয়াছে। প্রবরাদিতে বার্হস্পত্য বলিতে যে সর্ব্বত্র একই ব্যক্তিকে বুঝাইবে তাহা নহে। বৃহস্পতির বংশধর যে কোন ঋষি বার্হস্পত্য নামে উক্ত হইতে পারেন। এইরূপ কশ্যপ, অঙ্গিরা, শণ্ডিল, বৎস, ভৃগু, যমদাগ্নি, গোতম, অত্রি, মুদ্গল প্রভৃতি ঋষি হইতে কাশ্যপ, আঙ্গিরস, শাণ্ডিল্য, বাৎস্য, ভার্গব, যামদগ্ন্য, গৌতম, আত্রেয়, মৌদ্গল্য প্রভৃতি নাম হইয়াছে।

বাঙ্গলায় কায়স্থপ্রভাব।

বঙ্গদেশ কায়স্থের দেশ, বঙ্গের রাষ্ট্রীয় ইতিহাস স্থূলতঃ কায়স্থের ইতিহাস। কায়স্থ ভোজবংশ, শূরবংশ, সেনবংশ ও দেববংশ সহস্রাধিক বর্ষ বঙ্গদেশে রাজত্ব করিয়াছেন। তদ্ব্যতীত কত ক্ষুদ্র কায়স্থ রাজা স্বাধীন বা অর্দ্ধস্বাধীন ভাবে রাজত্ব করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এই অধ্যায়ে সংক্ষেপে তাহা আলোচিত হইবে।

দেড় হাজার বৎসর পূর্ব্বেও যে পূর্ব্ববঙ্গে কায়স্থপ্রভাব ছিল, প্রাচীন লিপিমালা হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ 'সাহিত্য' পত্রের ১৩২০ সনের আশ্বিন সংখ্যায় "পূর্ব্বতন কায়স্থ সমাজ" নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, "খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে গুপ্ত সম্রাটগণের প্রভাব খর্ব্ব হইয়া আসিলে তাঁহাদের প্রতিনিধি ও কর্ম্মচারী কায়স্থগণ পূর্ব্ববঙ্গের নানা স্থানে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন। এ সময়ের কতকগুলি তাম্রশাসন অল্পদিন হইল ফরিদপুর জেলা হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহা হইতে প্রমাণ পাইতেছি যে খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দে, ত্রয়োদশ কি চতুর্দ্দশ শতবর্ষ পূর্ব্বে, ঘোষ, পালিত, সেন, দত্ত, গুপ্ত, কুণ্ড, আদিত্য প্রভৃতি পদ্ধতিযুক্ত কায়স্থগণ পূর্ব্ববঙ্গের সকল শাসন বিভাগে কর্ত্তৃত্ব করিতেছিলেন।"

যেমন আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্য হইতে অনেক কায়স্থ বঙ্গদেশে আসিয়াছেন, তেমন অনেক বাঙ্গালী কায়স্থও পশ্চিম ও মধ্যভারতে যাইয়া বিবিধ উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। ৮৬৬ সংবতে (৮০৯খৃষ্টাব্দে) একজন অসমশাস্ত্রবিদ্ গৌড়কায়স্থ হৈহয়বংশীয়

চেদিরাজ জাজল্যদেবের মন্ত্রী ছিলেন। (1) অল্পদিন হইল ভারত-গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রকাশিত "এপিগ্রাফিকা ইন্‌ডিকা" (ভারতীয় প্রাচীন লেখমালা) নামক গ্রন্থাবলীর ৯ম খণ্ডে পাটনা, শোনপুর ও জব্বলপুর হইতে আবিষ্কৃত কতকগুলি তাম্রশাসনের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা হইতে জানা যায় যে ১০ম ও ১১শ শতাব্দীতে ত্রিকলিঙ্গাধিপতি জনমেজয় মহাভবগুপ্ত, যযাতি মহাশিব-গুপ্ত প্রভৃতি রাজগণের অধীনে ঘোষ, নাগ, দত্ত, আদিত্য, অর্ণব প্রভৃতি পদ্ধতিযুক্ত বাঙ্গাল কায়স্থগণ সান্ধিবিগ্রহিক, মহাক্ষপটলিক প্রভৃতি উচ্চ রাজকীয় পদে নিযুক্ত ছিলেন। এই তাম্রশাসন সম্বন্ধে "এপিগ্রাফিকা ইণ্ডিকাতে" এইরূপ মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে ঃ—

"King Janmejaya and his successors had many Bengali Kayasthas for their Court officers. We get the names of Kailasha Ghose, father of Ballabha Ghose. Malla Datta son of Dhara Datta, Uchhaba Naga and Ballabha Naga under King Jajati, and the names Sinha Datta and Mangala Datta under Bhimratha. None but Bengali Kayasthas bear Datta. Ghose, Naga & as sur-names. The Uria Karana never used such surnames. The words Datta, Ghose & as inseparable parts of the names of men were in use in other parts of Northern India and such names would be borne by persons of any and every caste, but as these names are surnames here of Kayasthas, there can be no doubt that the Kings had Bengali officers under them when they acquired territories in the forest tract of Sambalpore."

---

(1) এই পুস্তকের ৩৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

প্রাচীন আসামবুরঞ্জী, গুরুচরিত্রম্, চরিত্রসংহিতা প্রভৃতি পুস্তক হইতে জানাযায় যে খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দে কামরূপরাজ দুর্লভনারায়ণ রাজ্যের উন্নতির জন্য গৌড়েশ্বর ধর্ম্মনারায়ণের নিকট ৭ জন ব্রাহ্মণ ও ৭ জন কায়স্থ প্রার্থনা করেন। গৌড়েশ্বর কৃষ্ণপণ্ডিত, রঘুপতি, রামবর, লোহার, বয়ান, ধর্ম্ম ও মথুর—এই সপ্ত কনৌজীয় ব্রাহ্মণকে এবং হরি, শ্রীহরি, শ্রীপতি, শ্রীধর, চিদানন্দ, সদানন্দ, ও চণ্ডীবর—এই সপ্ত কনৌজীয় কায়স্থকে কাপরূপে প্রেরণ করেন। এই চতুর্দ্দশজন মধ্যে কৃষ্ণাত্রেয় গোত্রজ কায়স্থ চণ্ডীবর সর্ব্বপ্রধান ছিলেন। কিয়দ্দিন পরে চণ্ডীবরের পিতা লণ্ডাদেব কামরূপে গমন করেন এবং শৈবধর্ম্ম প্রচার করিতে থাকেন। দুর্লভ নারায়ণ তাহা জানিতে পারিয়া চণ্ডীবরকে কারারুদ্ধ করেন। পরে শান্তিপুরনিবাসী চন্দ্রফাবকে বিচারে পরাস্ত করিয়া তিনি কারামুক্ত হন এবং 'শিরোমণি ভূঞা' উপাধি লাভ করেন। চণ্ডীবর নিজ বাহুবলে দুর্দ্দান্ত ভুটিয়াদিগকে রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দিয়া টেম্বাবুনি চাকলা মহাত্রাণরূপে লাভ করেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তাঁহার বৃদ্ধপ্রপৌত্র শঙ্করদেব জন্মগ্রহণ করেন। নিম্নে তাঁহার বংশলতা প্রদত্ত হইল ঃ—চণ্ডীবর—পত্নী সুভদ্রাদেবী।
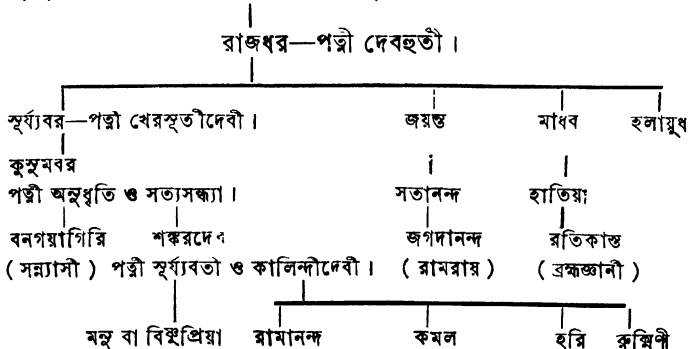
একমাত্র পুত্র সন্ন্যাসী হওয়াতে ধর্ম্মনিষ্ঠ কুসুমবর জ্যেষ্ঠা পত্নী সত্যসন্ধ্যার সহিত শিবের আরাধনা করিতে থাকেন। দেবাদি-দেবের বরে ভগবান্ বিষ্ণু সত্যসন্ধ্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। দ্বিজ রামরায়-লিখিত চরিত্রগ্রন্থ মতে ১৩৭১ শকে (১৪৪৯ খৃঃ), কার্ত্তিক সংক্রান্তিতে শঙ্করদেবের আবির্ভাব, আর রুদ্রযামলতন্ত্রমতে ১৪৯০ শকে (১৫৬৮ খৃঃ) তাঁহার তিরোভাব হয়। চরিত্রগ্রন্থ সমূহে তাঁহার বাল্যজীবনের অনেক অলৌকিক লীলা বর্ণিত আছে। তিনি শৈশবে অতিশয় অস্থির ছিলেন, পরে মাতার উপদেশে পণ্ডিত মহেন্দ্র কন্দলীর চতুষ্পাঠীতে দশবৎসর বেদাদি শাস্ত্র অভ্যাস করেন। শঙ্করের পত্নী সূর্য্যবতী বিষ্ণুপ্রিয়া নামে কন্যা রাখিয়া পরলোক গমন করেন। তৎপর তিনি বহু ভক্ত ও শিষ্যসহ ভারতের সমুদয় তীর্থ দর্শন করেন। বৃন্দাবনে বহু ব্রাহ্মণ তাঁহার সহিত বিচারে পরাস্ত হইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হন। এই সময়ে শঙ্করের সতীর্থ কায়স্থকুলজাত ঈশ্বরপুরী নবদ্বীপে আসিয়া শঙ্কর-রচিত 'কীর্ত্তনঘোষা' ও 'নামঘোষা' প্রচার করেন, তাহাতে দুর্দ্দান্ত চৈতন্যদেব শান্তভাব ধারণ করেন। শঙ্কর পিতামহী খেরস্বতী দেবীর অন্তিমদশার সংবাদ পাইয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং পিতামহীর আদেশে পুনরায় দারপরিগ্রহ করেন। দ্বিতীয়া পত্নী কালিন্দাদেবীর গর্ভে তিনপুত্র ও এক কন্যা জন্মিলে তিনি পুনরায় বহু ভক্ত সমভিব্যাহারে তীর্থ দর্শনে বহির্গত হন। এইবার পুরীতে চৈতন্যদেবের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়, তাহাতে পরস্পর বিশেষ আনন্দভোগ করেন। তীর্থ দর্শনান্তে স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়া শঙ্কর ভক্তিধর্ম্মের বন্যায় আসাম, কাছাড় ও কামরূপ বিপ্লাবিত করেন। তিনি ভাগবত, পদ্মপুরাণ, কৃষ্ণতত্ত্ব, সীতাতত্ত্ব প্রভৃতি প্রায় ৫০ খানা পুস্তক আসামী ভাষায় প্রচার করেন এবং ৫টী সত্র

প্রতিষ্ঠা করিয়া "মহাপুরুষীয়" ধর্ম্ম প্রচার করিতে থাকেন। অনেক ব্রাহ্মণতনয় শঙ্করকে ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করিতেছে দেখিয়া ব্রাহ্মণগণ রাজা নরনারায়ণের নিকট শঙ্করের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিলেন। নরনারায়ণ উত্তেজিত হইয়া শঙ্করকে ধরিবারজন্য ভ্রাতা চিলা রায়কে প্রেরণ করিলেন। চিলারায় তাঁহাকে ধরিবেন কি, নিজেই তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন। এই সময়ে আহোমবংশীয় বৌদ্ধতান্ত্রিক চুচেন্‌ফা আসামের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত। ব্রাহ্মণগণ অগত্যা তাঁহার নিকট নালিশ করিলেন। রাজা শঙ্করের প্রধান শিষ্য মাধবদেব ও নারায়ণদেবকে কারারুদ্ধ করিলেন। কিন্তু কারারক্ষক ভক্তি প্রবাহে বিগলিত হইয়া তাঁহাদিগকে লইয়া রাজারনিকট উপস্থিত হইলেন। রাজা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি মাধবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। ইতিমধ্যে রাজা নরনারায়ণও শঙ্করদেবের শরণ লইতে আগ্রহান্বিত হইয়া "পাটবাউশীতে" আগমন করিলেন। কিন্তু তাঁহার আশা পূর্ণ হইল না। তিনি আসিয়া দেখিলেন শঙ্কর দেব লীলাসম্বরণ করিয়াছেন।

শঙ্করদেব আসাম প্রদেশে বিষ্ণুর অবতাররূপে অদ্যাপি পূজিত হইতেছেন। বর্ত্তমানে রামরায়ের বংশধরগণ আসামের বহু ব্রাহ্মণ কায়স্থের গুরু; তাঁহারা কৃতোপবীতী এবং ঠাকুর উপাধি বিশিষ্ট। শঙ্করদেবের কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়ার সন্তানগণও গুরুতাব্যবসায়ী. উপনয়ন সংস্কার সম্পন্ন এবং 'অধিকারী ঠাকুর' নামে পরিচিত।

আইন-ই-আক্‌বরি।

দিল্লীশ্বর আক্‌বরের ব্যবস্থাসচিব আবুলফজল ১৫৯০ খৃঃ অব্দে আইন-ই-আক্‌বরি নামক প্রসিদ্ধ ইতিহাস প্রণয়ন সমাপ্ত করেন। ইহাতে বাঙ্গলার প্রাচীন হিন্দুরাজগণের উল্লেখ আছে। ১৮৯১ খৃঃ অব্দে এসিয়াটিক সোসাইটী কর্ণেল ব্লক্‌ম্যান্ ও জ্যারেট্ কৃত আইন-ই-আক্‌বরির ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। তাহার ২য় খণ্ডের ১৪৪-৪৬ পৃষ্ঠায় বাঙ্গলার হিন্দুরাজগণের বিবরণ অনূদিত হইয়াছে। লিখিত আছে যে প্রথমে একটী ক্ষত্রিয় রাজবংশের ২৪ জন রাজা বাঙ্গলাদেশ শাসন করেন। তাহার প্রথম রাজা ভগরত (ভগদত্ত ?), তৎপর অনঙ্গভীম, গজভীম, রণভীম, দেবদত্ত ইত্যাদি।

তৎপর কায়স্থজাতীয় ৯জন রাজা বাঙ্গলায় রাজত্ব করেন। যথা —রাজা ভোজগৌরীয়, লালসেন, রাজা মধু, সামন্ত ভোজ, রাজা জয়ন্ত, পৃথুরাজা, রাজা গরার, লছ্‌মন, রাজা নন্দভোজ।

তৎপর আর একটী কায়স্থ বংশ বাঙ্গলায় রাজত্ব করেন। রাজগণের নাম যথাঃ—রাজা আদশূর, যামনিভান, উনরুদ্ (অনিরুদ্ধ ?), প্রতাপ রুদ্র, ভবদত্ত, রুক্মদেব, গিরিধর, পৃথ্বীধর, সৃষ্টিধর, প্রভাকর, জয়ধর।

তৎপর আর একটী কায়স্থরাজবংশের দশজন রাজা রাজত্ব করেন। তাঁহাদের নাম যথাঃ—রাজা ভূপাল, ধ্বপাল, দেবপাল, ভূপতিপাল, ধনপতিপাল, বিজ্ঞান বা বিজ্জন পাল, জয়পাল, রাজপাল, ভোগপাল, জগপাল।

তৎপর আর এক বংশের ৭জন কায়স্থরাজা বাঙ্গলাদেশ শাসন করেন, যথাঃ—সুখসেন, বল্লালসেন, লছমনসেন, মাধুসেন, কেশুসেন, সদাসেন, রাজা নৌজা (নারায়ণ)।

এই সকল বংশের রাজগণের যে রাজত্বকাল প্রদত্ত হইয়াছে তাহা বিশ্বাসের যোগ্য নহে। কাহারও কাহারও রাজত্বকাল ২০০শত বৎসরের ও অধিক লেখা হইয়াছে। সে কালে বর্ত্তমান কালের ন্যায় বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ইতিহাস চর্চ্চা হইত না। বর্ত্তমানকালের অনুসন্ধানে পালবংশের যে নাম গুলি পাওয়া গিয়াছে তাহার সহিত আইন-ই-আকবরি-ধৃত তালিকার ঐক্য হয় না। তখন আবুল ফজল বাঙ্গলা দেশ হইতে যেমন বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি 'বিজয়সেন' স্থলে 'সুখসেন' লিখিয়াছেন। বিজয়ের অপর নাম সুখসেন ছিল কিনা তাহা নির্ণয় করা কঠিন। কিন্তু ইহা সত্য যে অনেক রাজা সিংহাসনে আরোহণ কালে নূতন নাম গ্রহণ করিয়াছেন।

শূরবংশ।

শূরবংশ ও ভোজবংশ সম্বন্ধে আজপর্য্যন্তও ঐতিহাসিকগণ প্রামাণিক তত্ত্ব সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। আবুল্‌ফজল আদিশূরকে আদশূর লিখিয়াছেন। আদিশূর সম্বন্ধীয় প্রবাদগুলিকে কেহ কেহ কাল্পনিক মনে করেন। তাম্রশাসন বা শিলালিপি না পাইলেও তাঁহার এমন লোকবিশ্রুত নামকে সম্পূর্ণ অমূলক মনে করা নিতান্ত দুঃসাহসের কায। প্রবাদপ্রসিদ্ধ আদিশূরানীত পঞ্চব্রাহ্মণের সন্তানগণ যখন বল্লালসভায় মর্য্যাদা প্রাপ্ত হন, তখন কাহারও ১২ কাহারও ১৪ পর্য্যায়। তাহাতেও বুঝাযায় যে বল্লালের পূর্ব্বেও রাঢ় ও বারেন্দ্র দেশে তাঁহাদের ১২।১৩ পুরুষ অবস্থিতি করিয়াছেন। শ্রীহর্ষ, ভট্টনারায়ণ, দক্ষ, বেদগর্ভ ও ছান্দড়, অথবা ক্ষিতীশ, মেধাতিথি,

বীতরাগ, সুধানিধি ও সৌভরী—এই পঞ্চ ব্রাহ্মণকে যদি কোন রাজা আনিয়া থাকেন, তবে তিনি বল্লালের অন্যূন ৪০০ শত বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী। পালরাজগণ বৌদ্ধছিলেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন নাই। তৎপূর্ব্বে কোন হিন্দুরাজাই তাঁহাদের আনিয়াছেন। আইন-ই-আক্‌বরী প্রণয়নকালে লোকে জানিত যে সেনবংশের পূর্ব্বে পালবংশ এবং পালবংশের পূর্ব্বে আদিশূর (2) এবং তাঁহার বংশধরগণ বাঙ্গলায় রাজত্ব করিয়াছেন। আর্কটের তিরুমলয় গিরি-লিপিতে দক্ষিণ রাঢ়ের রাজা রণশূরের নাম উক্ত আছে। (3) ভুলুযার লক্ষ্মণমাণিক্য শূরের বংশও আদিশূরবংশীয় বলিয়া পরিচিত। তবে তাঁহাদের বীজপুরুষ আদিশূর সেই আদিশূর কিনা

---

(2) "রাজ তরঙ্গিণী" হইতে জানাযায় যে সপ্তম শতাব্দের মধ্যভাগে কাশ্মীরের কায়স্থরাজা জয়াদিত্য গৌড়ের তদানীন্তন রাজধানী পৌণ্ড্র-বর্দ্ধনে উপস্থিত হন। তিনি গৌড়েশ্বর জয়ন্তের কন্যা কল্যাণদেবীকে বিবাহ করেন এবং শ্বশুরকে স্বীয় ভুজবলে পঞ্চগৌড়ের অধীশ্বর করেন। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় অনুমান করেন যে জয়াদিত্যের শ্বশুর জয়ন্ত আর আদিশূর অভিন্ন ব্যক্তি। জয়াদিত্য ৭৪৪-৭৭৪ খৃঃ পর্য্যন্ত কাশ্মীরে রাজত্ব করেন।

(3) মান্দ্রাজের আর্কটজেলায় তিরুমলয় গিরিলিপিতে তামিল ভাষায় পরকেশরীবর্ম্মা শ্রীরাজেন্দ্রচোল দেবের দিগ্বিজয় কাহিনী বর্ণিত আছে। তাহাহইতে জানাযায় তিনি ১০২০—২৪ খৃঃ পূর্ব্বভারত আক্রমণ করেন, উড়িষ্যা এবং ব্রাহ্মণ-অধ্যুষিত কোশলনাড়ু জয় করেন, তন্দবুত্তি (বিহার ?) আক্রমণ করিয়া রাজা ধর্ম্মপালকে নিহত করেন, দক্ষিণ রাঢ়ে রাজা রণশূরকে, বাঙ্গলাদেশে রাজা গোবিন্দচন্দ্রকে এবং উত্তর রাঢ়ে রাজা মহীপালকে পরাস্ত করেন।

তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। আমরা আশাকরি শূরবংশের ঐতিহাসিক তথ্য ক্রমশঃ উদ্ঘাটিত হইবে

আদিশূরবংশে তাঁহার ন্যায় প্রভাবশালী আর কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই। সম্ভবতঃ তাঁহার বংশধরগণ যখন হীনপ্রভ অবস্থায় রাঢ়ে রাজত্ব করিতেছিলেন তখন বরেন্দ্রদেশে পালবংশের অভ্যুদয়। আদিশূর কায়স্থ বলিয়াই চিরাগত প্রবাদ। ঘটকগ্রন্থে "চিত্রগুপ্তান্বয়ে জাতঃ" এবং দারদ হইতে ভারতে আসিয়াছেন এরূপ পরিচয় দৃষ্ট হয়। আইন-ই-আকবরির মুসলমান ঐতিহাসিক শূরবংশকে কায়স্থ বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন।

শূর নৃপতিগণ রাঢ়দেশে রাজত্ব করিতেন। বসুঘোষাদি কায়স্থগণ রাঢ় ও বঙ্গের অধিবাসী, বরেন্দ্রদেশে তাঁহারা কখনও বাস করিয়াছেন ,এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। বঙ্গজ সমাজের কায়স্থগণও অধিকংাশই "বল্লাল পূজিত" হইয়া রাঢ় হইতে বঙ্গে আসিয়াছেন. কুলজি গ্রন্থে ইহা পুনঃ পুনঃ উক্ত হইয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গের বহু পরিবারের কুরশীনামাতেও ইহা উক্ত আছে। ভট্টনারায়ণাদি পঞ্চ ব্রাহ্মণের সন্তানগণ যাঁহারা পূর্ব্ববঙ্গে বাস করিতেছেন, তাঁহারাও রাঢ় হইতেই বঙ্গে আসিয়াছেন এবং অদ্যাপি রাঢ়ীয়ব্রাহ্মণ নামেই তাঁহারা প্রসিদ্ধ। চন্দ্রদ্বীপের কায়স্থরাজবংশই রাঢ়ীয়কায়স্থসমাজ হইতে স্বতন্ত্রীকৃত "বঙ্গজ সমাজের" প্রবর্ত্তক। আদিশূরের রাজধানী রামপালে ছিল না, ভট্টনারায়ণাদি পঞ্চব্রাহ্মণ ও মকরন্দাদি পঞ্চকায়স্থ রামপালে আসেন নাই। যদি তাহা হইত তবে বঙ্গের ব্রাহ্মণগণ রাঢ়ীয় নামে অভিহিত হইতেন না, বরং রাঢ়ের ব্রাহ্মণগণই "বঙ্গীয়" নামে খ্যাত হইতেন। তাহাহইলে কায়স্থগণেরও রাঢ় হইতে বঙ্গে আসিবার কারণ ঘটিত না।

পালবংশ।

প্রাত্নতত্ত্বিক শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয়ের গৌডরাজমালা নামক ঐতিহাসিক গ্রন্থে পালবংশের ইতিহাসের উপকরণ প্রায় সম্পূর্ণ প্রকটিত হইয়াছে। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দের শেষভাগে অরাজকতা দূরীকরণার্থে বরেন্দ্রের প্রকৃতিপুঞ্জ সুসমৃদ্ধ ও রণবিশারদ বপ্যটের পুত্র গোপালদেবকে বরেন্দ্রের রাজপদপ্রদান করেন। (১) গোপালদেব মগধ স্বরাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন এবং গৌড়মণ্ডল একচ্ছত্র করিতে যত্নবান্ হইয়াছিলেন। তৎপুত্র (২) ধর্ম্মপাল দেব কান্যকুব্জরাজ ইন্দ্রায়ুধ প্রভৃতিকে পরাস্ত করিয়া উত্তরাপথের সার্ব্বভৌমপদ লাভ করেন এবং চক্রায়ুধকে কান্যকুব্জে মহাসামন্তপদে নিযুক্ত করেন। পরিশেষে তিনি গুর্জ্জরপতি নাগভট কর্তৃক পরাজিত হন। ইনি ৬৪ বৎসর রাজত্ব করেন। সুশাসনের জন্য তিনি প্রজাপুঞ্জের অশেষ প্রীতিভক্তি লাভ করিয়াছিলেন। তৎপুত্র (৩) দেবপালও ভারতপ্রসিদ্ধ মহাবীর ছিলেন। তাঁহার আদেশে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা জয়পাল উড়িষ্যা ও কামরূপ জয় করেন। নবম শতাব্দের শেষ পাদে তাঁহার রাজত্বের আরম্ভ এবং দশম শতাব্দের প্রথম পাদে তাঁহার মৃত্যু হয়। তৎপুত্র (৪) বিগ্রহপাল বা শূরপাল। বিগ্রহপালের পর তৎপুত্র (৫) নারায়ণপাল রাজা হন। তৎপুত্র (৬) রাজ্যপাল 'জলধিমূলগভীর-গর্ভ' জলাশয় এবং 'কুলপর্ব্বততুল্য কক্ষবিশিষ্ট' দেবালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তৎপুত্র (৭) (দ্বিতীয়) গোপাল দীর্ঘকাল রাজত্ব করেন। তৎপুত্র (৮) (দ্বিতীয়) বিগ্রহপাল। দশম শতাব্দের শেষভাগে কাম্বোজ-(তিব্বত ?) বংশজাত কোন রাজা গৌড়রাজ্য অধিকার করেন। বিগ্রহ পালের পুত্র (৯) মহীপালদেব সেই 'অনধিকারীর' হস্ত হইতে পিতৃরাজ্য

উদ্ধার করেন। তাঁহার রাজত্বকালে ১০২০—২৪ খৃষ্টাব্দ মধ্যে দাক্ষিণাত্যবীর রাজেন্দ্র চোল গৌড়রাজ্য আক্রমণ করেন। তিরুমলয় লিপিতে রাজেন্দ্র চোলের সহিত যুদ্ধে মহীপালের পরাজয় উক্ত হইয়াছে। তিনি ৫২ বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার বারাণসী ও সারনাথের বহু কীর্ত্তির উল্লেখ দৃষ্ট হয়। সুলতান মামুদের আক্রমণকালে বারাণসী তাঁহার রক্ষণাধীনে ছিল। তাঁহার খনিত দিনাজপুরের 'মহীপাল দীঘি' ও মুরশিদাবাদ জেলার 'সাগর দীঘি' অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। তৎপুত্র (১০) নয়পাল। তৎপুত্র (১১) (তৃতীয়) বিগ্রহপাল দাহলাধিপতি কর্ণকে পরাস্ত করেন এবং তাঁহার কন্যা যৌবনশ্রীকে বিবাহ করেন। তাঁহার রাজত্বকালে 'কর্ণাটেন্দু' বিক্রমাদিত্য গৌড়রাজ্য ও কামরূপ আক্রমণ করেন। তৎপুত্র (১২) (দ্বিতীয়) মহীপাল, শূরপাল ও রামপাল। এই মহীপাল দুষ্কার্য্য রত হন এবং শূরপাল ও রামপালকে কারারুদ্ধ করেন। তাঁহার দুষ্কার্য্যের ফলে প্রজাবিদ্রোহ উপস্থিত হয় এবং কৈবর্ত্তপতি দিব্বোক ও রুদোকের সহিত যুদ্ধে তিনি নিহত হন। তৎপর রুদোকের পুত্র ভীম রাজা হন। ভীম শিবভক্ত, বিদ্বান,সজ্জন ও সুশাসক ছিলেন।পরে (১৩) রামপালদেব ভীমকে যুদ্ধে পরাস্ত ও বন্দী করিয়া 'জনকভূর' (পিতৃভূমির) উদ্ধার সাধন করেন এবং রামাবতী নামে নূতন নগর নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার মাতুল 'ক্ষত্রিয়চূড়ামণি' অঙ্গাধিপতি মহনদেব 'অদ্বিতীয় যোদ্ধা' ছিলেন। তিনি মগধের পীঠিকাপতি দেবরক্ষিতকে পরাজিত করিয়া রামপালকে নিরাপৎ করেন। মহনদেবের মৃত্যুতে শোকাতুর হইয়া রামপাল ১১শ শতাব্দের শেষে মৃত্যুমুখে পতিত হন। রামপালের পুত্র (১৪) কুমারপাল তদীয় ব্রাহ্মণ মন্ত্রী বৈদ্যদেবকে দক্ষিণ বঙ্গে ও কামরূপে যুদ্ধার্থ প্রেরণ করেন। বৈদ্যদেব দক্ষিণবঙ্গের জলযুদ্ধে (বর্ম্মরাজের সহিত ?) জয়লাভ করিয়া কামরূপরাজ

তিম্‌গ্যদেবকে পরাস্ত করেন এবং স্বয়ং কামরূপের রাজা হন। কুমার পালের পুত্র (১৫) (তৃতীয়) গোপাল অল্পদিন মাত্র রাজত্ব করেন। তৎপর কুমারপালের ভ্রাতা (১৬) মদনপালদেব দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রাজা হন। তৎপর (১৭) গোবিন্দপাল দেব নামক আর একজন রাজার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ১১৬১ খৃষ্টাব্দে মগধে তাঁহার রাজত্বের অবসান হয়। এইরূপে ১৭ জন পালনৃপতি চারিশত বৎসর রাজত্ব করেন।

সম্ভবতঃ ইহার পরেও রাজবংশধরগণ বরেন্দ্র ভূমির স্থানে ২ ক্ষুদ্র ২ রাজ্যে স্বাধীন বা অর্দ্ধস্বাধীন ভাবে রাজত্ব করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ বসু ঠাকুর "পূর্ব্ববঙ্গে পালরাজগণ" নামক পুস্তকে প্রাচীন ইষ্টকলিপির সাহায্যে প্রমাণ করিয়াছেন যে ১২শ শতাব্দের শেষ পর্য্যন্তও সাভারে হরিশ্চন্দ্রপালের বংশ রাজত্ব করিয়াছে।

ধর্ম্মপাল ও দেবপালের পরে পালরাজবংশে তেমন পরাক্রমশালী কোনরাজা জন্মগ্রহণ করেন নাই। অধিকাংশ পাল নৃপতিই শান্তিপ্রিয় ছিলেন। পালরাজত্বের শেষভাগে পূর্ব্ববঙ্গে চন্দ্রবংশ ও বর্ম্মবংশের উত্থান ও পতন হয়। (4) সম্ভবতঃ দশম শতাব্দের শেষভাগে যখন "কাম্বোজা-

(4) "বারেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির" সভ্য শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক মহাশয় ১৯১৩ সনের মে মাসে রামপালের নিকটে শ্রীচন্দ্রদেবের যে তাম্রশাসন প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহা হইতে জানা যাইতেছে যে চন্দ্র-বংশোদ্ভব পূর্ণচন্দ্রের পৌত্র ও সুবর্ণচন্দ্রের পুত্র বৌদ্ধধর্ম্মী ত্রৈলোক্যচন্দ্র দেব 'হরিকেল' রাজলক্ষ্মীর আধাররূপে চন্দ্রদ্বীপে রাজা হইয়াছিলেন। "পরম সৌগত" ত্রৈলোক্যচন্দ্র দেবের পুত্র শ্রীচন্দ্রদেব স্বীয় ভুজবলে মহারাজাধিরাজ হইয়া বিক্রমপুরজয়স্কন্ধাবার হইতে পীতবাসগুপ্ত শর্ম্মাকে পৌণ্ড্রভুক্তির অন্তঃপাতী ভূমিদান করিয়াছিলেন। ১৭২০

ন্বয়জ গৌড়পতি" পালরাজ্যের কেন্দ্রস্থল বরেন্দ্র অধিকার করেন,তখনই চন্দ্রদ্বীপের সামন্তরাজা শ্রীচন্দ্রদেব পূর্ব্বদক্ষিণ বঙ্গ অধিকার করিয়া স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। আবার ১১শ শতাব্দের প্রথমভাগে রাজেন্দ্রচোলের সহিত যুদ্ধে 'বঙ্গালদেশ'-পতি গোবিন্দচন্দ্রের পরাভবের পর হইতেই পূর্ব্ববঙ্গে বর্ম্মবংশের অভ্যুদয় হয়, ইহা অসম্ভব নহে।

পালরাজগণকে আবুল ফজল কায়স্থ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। পালরাজগণ বৌদ্ধছিলেন বলিয়াই বোধ হয় শাসনপত্রাদিতে জাতি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলেন নাই। তথাপি তাম্রশাসনাদি হইতে তাঁহাদের জাতি নির্ণয় কঠিন নহে। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে কাশীর সন্নিহিত কমৌলী গ্রামে ভূমি খননকালে কামরূপের রাজা (পূর্ব্বে কুমারপালদেবের মন্ত্রী)

হইতে ২৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রাজেন্দ্র চোল "বঙ্গালদেশের" রাজা গোবিন্দ-চন্দ্রকে পরাস্ত করেন। এই গোবিন্দচন্দ্র বর্ম্মবংশের পূর্ব্ববর্ত্তী এবং সম্ভবতঃ শ্রীচন্দ্রদেবেরই পুত্র বা পৌত্র হইবেন।

সুবর্ণগ্রামের অন্তর্গত বেলাব গ্রামে ১৯১২ সনের এপ্রিল মাসে রাজা ভোজবর্ম্মার যে তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে জানা যাইতেছে যে যাদববংশীয় বজ্রবর্ম্মা বেদের মর্য্যাদারক্ষার জন্য যাদব-সৈন্যসহ বহির্গত হইয়া অনেক দেশ জয় করেন। তৎপুত্র জৈত্রবর্ম্মা কর্ণ-কন্যা (চেদিপতি কর্ণের কন্যা কিম্বা কর্ণ-সুবর্ণের কর্ণের কন্যা ?) বীরশ্রীকে বিবাহ করেন এবং কামরূপের বিশাল গৌরবকেও অতিক্রম করেন। বীরশ্রীর গর্ভে অশেষগুণালঙ্কৃত সামল বর্ম্মা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার প্রধানা মহিষী মালব্যদেবীর গর্ভে ভোজবর্ম্মা উৎপন্ন হন। তিনি বিক্রমপুর-জয়স্কন্ধাবার হইতে তাম্রশাসন দ্বারা, মধ্যদেশ (কান্যকুব্জ) হইতে বহির্গত, উত্তররাঢ়স্থিত সিদ্ধলগ্রামীয়, সাবর্ণগোত্রীয় রামদেব শর্ম্মাকে পৌণ্ড্রভুক্তির অন্তঃপাতী ভূমিদান করেন।

বৈদ্যদেবের যে তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে তাহাতে পালরাজগণ সূর্য্যবংশসম্ভূত বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। মুঙ্গেরে প্রাপ্ত দেবপালদেবের তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে ধর্ম্মপাল রাষ্ট্রকূটপতি পরবলের কন্যা রণ্ণা দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। ভাগলপুরে প্রাপ্ত নারায়ণপালদেবের তাম্রশাসনে আছে যে বিগ্রহপাল হৈহয়রাজবংশোদ্ভবা লজ্জাদেবীকে বিবাহ করেন। প্রথম মহীপালদেবের বাণগড়লিপি হইতে জানা যায় যে রাজ্যপালদেবের পত্নী ভাগ্যদেবী রাষ্ট্রকূটবংশীয় তুঙ্গদেবের কন্যা। তৃতীয় বিগ্রহপাল দাহলাধিপতি কর্ণের কন্যা, চেদীরাজকন্যা এবং রাষ্ট্রকূটরাজকন্যার পাণিগ্রহণ করেন। ক্ষত্রিয় রাজগণের সহিত এইরূপ বহু সম্বন্ধের পরিচয় হইতে ইহা

সাবর্ণগোত্রীয়, সিদ্ধলগ্রামী ভট্ট ভবদেবের ভুবনেশ্বর কুলপ্রশস্তি হইতে জানা যায় যে তিনি হরিবর্ম্মদেব ও তাঁহার পুত্রের মন্ত্রী ছিলেন। ফরিদপুর হইতে হরিবর্ম্মদেবের যে তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে তাহাতে উক্ত আছে যে জ্যোতিঃ বর্ম্মা তাঁহার পিতা। জ্যোতিঃ বর্ম্মা ভোজ বর্ম্মার পুত্র কি পৌত্র তাহা জানা যায় নাই। বৈদিক ব্রাহ্মণদের কুলপঞ্জিকায় উক্ত আছে যে রাজা সামলবর্ম্মা যজ্ঞসম্পাদনের জন্য তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ ৫জন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে পশ্চিম হইতে আনয়ন করেন। বর্ম্মবংশীয়গণ বৈদিকধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষক হিন্দু ছিলেন। চন্দ্র ও বর্ম্মবংশীয়গণ কায়স্থ সমাজভুক্ত হইয়াছিলেন বলিয়াই অনুমান হয়। বঙ্গজ কায়স্থের বংশপদ্ধতিমধ্যে চন্দ্র ও বর্ম্মা নাম পাওয়া যায়।

ঢাকা জেলার রায়পুর থানার অন্তর্গত আশ্রবপুর গ্রামে প্রাপ্ত তাম্রশাসন হইতে বৌদ্ধধর্ম্মী খড়্গবংশের ৪জন রাজার নাম পাওয়া গিয়াছে—খড়্গোদ্যম, জাতখড়্গ, শ্রীদেবখড়্গ ও রাজরাজ। সম্ভবতঃ পালবংশের রাজত্বারম্ভের পূর্ব্বেই খড়্গবংশের অভ্যুদয় হইয়াছিল।

প্রমাণিত হইতেছে যে পালবংশ ক্ষত্রিয়বর্ণ ছিলেন। আবুল ফজল যে কায়স্থ বলিয়াছেন তাহাও মিথ্যা নহে। আমরা রাজতরঙ্গিণী পাঠে জানিয়াছি যে কাশ্মীরের রাজা বালাদিত্য তাঁহার একমাত্র কন্যা অনঙ্গলেখাকে কায়স্থ দুর্লভবর্দ্ধনের সহিত বিবাহ দেন। ইহাও দেখা যায় যে পশ্চিম হইতে অনেক ক্ষত্রিয় বিষয়কর্ম্মোপলক্ষে বঙ্গে আসিয়া বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন।(5) সেই সময়ে ক্ষত্রিয়গণ কায়স্তদিগকে সবর্ণ বলিয়াই জানিতেন। দেববংশম্. পরাগলী মহাভারত ও বৈষ্ণব সাহিত্য হইতে আমরা দেখাইয়াছি যে বঙ্গদেশেও কায়স্থগণ ক্ষত্রিয়বর্ণ বলিয়া বিদিত ছিলেন। বরেন্দ্রদেশের অধিবাসিগণ মিলিত হইয়া বপ্যটপুত্র ভূপাল বা গোপালকে বরেন্দ্রের রাজা করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তৎকালে এই বংশ বরেন্দ্র দেশের সম্ভ্রান্ত নন্দী, দেব, সেনাদিবংশের ন্যায় সামাজিক মর্য্যাদা ভোগ করিতেন। রাজ্যলাভ করিয়া তাঁহারা কখনও ২ বিদেশীয় ক্ষত্রিয় রাজবংশের কন্যা গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা স্বাভাবিক। সিংহগিরিরচিত ব্যাসপুরাণে পালরাজগণ নিম্নশ্রেণীর ক্ষত্রিয় বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। তাঁহারা পূর্ব্বে লেখনাজীবী ক্ষত্রিয় বা কায়স্থ ছিলেন বলিয়াই বোধ হয় সিংহগিরি ঐরূপ লিখিয়াছেন। সন্ধ্যাকর নন্দী তদীয় "রাম চরিতে" পালবংশকে সিন্ধুকুলোদ্ভূত বলিয়াছেন। ইহা খুব সম্ভব। সিন্ধুদেশে এখনও সূর্য্যবংশীয় ব্রহ্মক্ষত্রিয়কায়স্থগণ বাস করেন। অতএব বৈদ্যদেবের তাম্রশাসনোক্ত সূর্য্যবংশ, সন্ধ্যাকরের রামচরিত-বর্ণিত সিন্ধুকুল এবং

---

(5) রাঢ়ভূমের বন্দিপুরের সিংহবংশ ও রায়নার দত্তবংশ, ত্রিপুরা সিংহগ্রামের সিংহরাজবংশ এবং বরিশাল উজিরপুরের সিংহবংশ ও ঝাপুরের দত্তচৌধুরীবংশ তাহার দৃষ্টান্তস্থল।

আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরিতে লিখিত কায়স্থ, ইহার কোন কথাই মিথ্যা নহে। (i)

ঈশ্বরঘোষের তাম্রশাসন।

মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষের তাম্রশাসন হইতে জানা যাইতেছে যে পালবংশের রাজত্বকালে ঘোষবংশীয় ঈশ্বর ঘোষ, তাঁহার পিতামহ এবং প্রপিতামহ রাঢ়দেশে রাজত্ব করিয়াছেন। ১৩২০ সনের বৈশাখের সাহিত্যে বঙ্গের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত অক্ষয়-কুমার মৈত্রেয় মহাশয় দিনাজপুর জেলার মালদোয়ার নামক রাজষ্টেটের দপ্তর খানায় রক্ষিত মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষের প্রদত্ত তাম্রশাসনের আলোচনা করিয়াছেন। এই শাসনপত্রে ঈশ্বরঘোষ ভদায় গুরু ভার্গবসগোত্র যজুর্ব্বেদী নিব্বোক শর্ম্মাকে গ্রামদান করেন। এই

(i) ১৩২০ সনের ৮ই ফাল্গুন রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সভাপতিত্বে চট্টগ্রাম সাহিত্য পরিষদের একটি বিশেষ অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় রায় বাহা র শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস সি, আই, ই, মহোদয় কায়স্থ ও বৈদ্যজাতির 'দাস' পদ্ধতির আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন "আমি তিব্বতে প্রাচীনতম গ্রন্থে দেখিয়াছি তাহাতে কায়স্থ জাতির উল্লেখ আছে। কায়স্থ 'পাল' উপাধিক নরপতিগণ এদেশে প্রায় ৬০০ শত বৎসর রাজত্ব করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম বিস্তার করিয়াছিলেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে কায়স্থ জাতিটি অতি প্রাচীন। কায়স্থজাতি যেরূপ প্রাচীন তেমন আমি তাহাদের শ্রেষ্ঠত্বও আমাদের বৈদ্যজাতি হইতে নানা কারণে স্বীকার করি।" পালবংশের কায়স্থত্ব বিষয়ে সুপ্রসিদ্ধ পুরাবিদ্ শরচ্চন্দ্র দাস মহাশয়ের অভিমত উপেক্ষণীয় নহে।

নির্ব্বোক শর্ম্মাই মালদোয়ারের বর্ত্তমান রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ। লিপিবিচারদ্বারা মৈত্রেয় মহাশয় ইহা পালসাম্রাজ্যের অভ্যুদয় যুগের খৃষ্টীয় দশম একাদশ শতাব্দীর লিপি বলিয়া অনুমান করেন। পালবংশের রাজত্বকালের "ঢেকরী" নামক সামন্তচক্র হইতে এই শাসন প্রদত্ত হইয়াছিল।

এই শাসনলিপিতে ঈশ্বরঘোষের বৃদ্ধপ্রপিতামহ 'রাঢ়াধিপ' এবং প্রপিতামহ 'নৃপবংশকেতু' বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। 'মহামাণ্ডলিক' ঈশ্বর ঘোষ যে 'ঘোষকুলে' জন্মিয়াছিলেন তাহা 'পৃথিবীতে প্রথিত' ছিল। সম্ভবতঃ পালরাজগণ রাঢ়দেশ অধিকার করিবার পূর্ব্বে ঈশ্বরের বৃদ্ধপ্রপিতামহ রাঢ়ের অধিপতি ছিলেন এবং পরে ঈশ্বরঘোষ তাঁহাদের অধীনে সামন্ত রাজা বা মহামাণ্ডলিকরূপে খ্যাত হইয়াছিলেন। শাস্ত্রানুসারে মণ্ডলাধিপতির কোষ, দুর্গ, মন্ত্রী, অমাত্য থাকিবে এবং তাঁহার অধীনে দ্বাদশটী ক্ষুদ্র রাজ্য থাকিবে। এইরূপ মণ্ডলাধিপতিগণের মধ্যে যিনি প্রধান তিনিই মহামাণ্ডলিক পদবাচ্য। এই তাম্রশাসন হইতে বাঙ্গালার কায়স্থজাতির প্রাচীন সামাজিক মর্য্যাদার কিরূপ পরিচয় পাওয়া যায় তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাইয়া মৈত্রেয় মহাশয় লিখিয়াছেন:—"অশেষ শ্রদ্ধাভাজন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রি মহাশয় 'East And West' পত্রিকার প্রথম ভাগের ৪৬৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, 'We are already turning for inspiration and guidance not to the heriditary priests of the people or their descendants, but to our Pauls and sarkars, our Dases and Ghoses, our Boses & Mitras, men sprung from the lower castes, whose ancestors did not occupy an enviable position in Hindu Society.' ইংরেজী শিক্ষার স্পর্শমণি সংযোগে আমাদের

পাল-সরকার দাস-ঘোষ বসু-মিত্র মহোদয়গণ হঠাৎ সুবর্ণত্ব লাভ করিয়াছেন বলিয়া বর্ণনা করিলে, রচনালালিত্য উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে পারে.কিন্তু বাঙ্গালির পুরাতত্ত্ব ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়ে। গুণগ্রাহী প্রাচীন সমাজ গৌড়কবি সন্ধ্যাকর নন্দীকে 'কলিকালবাল্মীকি' উপাধি প্রদান করিয়াছিল, তাঁহার পিতা প্রজাপতি নন্দীকে সান্ধিবিগ্রহিকের উচ্চপদ প্রদান করিয়াছিল এবং ঘোষকুল সম্ভূত মহামাণ্ডালক ঈশ্বর ঘোষকে রাজাধিরাজের দক্ষিণ বাহুর ন্যায় রাজ্যশাসনের ক্ষমতা দিয়াছিল। * * এসকল বিবরণ সেকালের সামাজিক পদমর্য্যাদা সম্ভোগের সংশয়শূন্য ঐতিহাসিক প্রমাণ। * * তাঁহাদের পূর্ব্বতন অবস্থা সম্বন্ধে আধুনিক রচনায় যে সকল কথা অবলীলাক্রমে উল্লিখিত হইয়া থাকে তাহা বাঙ্গালীর ইতিহাসের প্রচ্ছন্ন অপবাদ. সমগ্র হিন্দুসমাজের বিরুদ্ধে • প্রকাশ্য অভিযোগ। ঈশ্বরঘোষের তাম্রশাসন তাহার কিঞ্চিৎ প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে পারিবে।"

সেনবংশ।

দ্বাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে বিজয়সেন দক্ষিণবরেন্দ্র অধিকার করিয়া বিজয়নগর নামে রাজধানী স্থাপন করেন। রাজসাহির অন্তর্গত দেবপাড়াতে তাঁহার যে প্রশস্তি পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে জানা যাইতেছে যে তিনি "গৌড়েন্দ্রকে" প্রবল বেগে আক্রমণ করেন, কামরূপ ও কলিঙ্গের রাজাকে পরাজিত করেন এবং মিথিলার নান্যদেব নামক রাজ্যলুলোপ অপর এক বীর পুরুষকে কারারুদ্ধ করেন। উক্ত প্রশস্তি ব্যতীত বল্লালসেন দেবের তাম্রশাসন এবং তাঁহার রচিত 'দানসাগর' নামক স্মৃতিনিবন্ধ ও 'অদ্ভুতসাগর' নামক জোতির্নিবন্ধ হইতে সেনবংশের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত কিয়ৎ পরিমাণে জানিতে পারা যায়।

বল্লাল দানসাগরে লিখিয়াছেন—"বিজয়সেনঃ প্রাদুরাসীৎ বরেন্দ্রে।" বিজয়সেন বরেন্দ্রে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, ইহাই ঠিক। বিজয়সেন অনেক রাজাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিলেও বৃহৎরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন নাই। তাঁহার সময়ে রাঢ়-বঙ্গে বর্ম্মবংশেরই আধিপত্য ছিল। তৎপুত্র মহারাজ বল্লালসেন রাঢ়, বঙ্গ ও বরেন্দ্রের অধীশ্বর হইয়াছিলেন।

১৩১৭ সনে বৰ্দ্ধমান জেলার কাঁটোয়ার নিকট সীতাহাটি গ্রামে মৃত্তিকাখননকালে এক খানা তাম্রশাসন পাওয়া যায়। ইহাই বল্লালসেন দেবের তাম্রশাসন। বল্লালের জননী বিলাস দেবী সূর্য্য গ্রহণকালে গঙ্গাতীরে ভরদ্বাজগোত্রীয় ওবাসু দেবশর্ম্মাকে স্বর্ণ অশ্ব দান করেন। তাহার দক্ষিণাস্বরূপ বল্লাল এই তাম্রশাসন দ্বারা ওবাসু শর্ম্মাকে উত্তররাঢ়মণ্ডলে বর্দ্ধমান ভুক্তির অন্তর্গত বাল্লহিট্টা (বর্ত্তমান বালুটিয়া) গ্রাম দান করেন। এই তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে সেনবংশ শিবোপাসক ও চন্দ্রবংশোদ্ভব ছিলেন এবং তদ্বংশীয় রাজপুত্রগণ সদাচারপূত রাঢ়দেশে প্রভাবশালী ছিলেন। তদ্বংশে বীর্য্যবান সামন্তসেন ছিলেন, তাঁহার পুত্র শিবানুরক্ত হেমন্তসেনদেব। তৎপুত্র 'পৃথ্বীপতি' বিজয়সেন। তাঁহার প্রধানা মহিষী বিলাস দেবীর গর্ভে বল্লাল জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 'বিক্রমপুরসমাবাসিত জয়স্কন্ধাবার' হইতে এই তাম্রশাসন প্রদান করেন। শাসনের শেষে "হরিঘোষ সান্ধিবিগ্রহিকম্" উক্ত আছে। শকবা সংবৎ উল্লিখিত হয় নাই।

অদ্ভুতসাগরও দানসাগর হইতেই বল্লালের সময় নিরূপিত হইয়াছে। অদ্ভুতসাগরে আছে—"ভুজবসুদশমিতে শকে শ্রীমদ্ বল্লালসেন-রাজ্যাদৌ।" সুতরাং ১০৮২ শকে বা ১১৬০ খৃষ্টাব্দে বল্লালের রাজত্বারম্ভ। অদ্ভুতসাগরের রচনাকাল—"শাকে খনবখেন্দু-অব্দে আরেভেদ্ভুত সাগরম্", অর্থাৎ ১০৯০ শকে বা ১১৬৮ খৃষ্টাব্দে বল্লাল

অদ্ভুতসাগর রচনা করিতে আরম্ভ করেন। আর "শশিনবদশমিতে শকবর্ষে দানসাগরো রচিতঃ"—১০৯১ শকে বা ১১৬৯ খৃষ্টাব্দে দানসাগর রচিত হয়। ডাক্তার ভাণ্ডারকর মুম্বই হইতে যে অদ্ভুতসাগর প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে উক্ত আছে যে বল্লাল ১০৯০ শকে অদ্ভুতসাগর আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি গ্রন্থ অসমাপ্ত রাখিয়া পুত্র লক্ষ্মণকে উহা সমাপ্ত করিবার ভার প্রদান করিয়া পরলোক গমন করেন, এবং লক্ষ্মণের উদ্যোগেই তাহা সমাপ্ত হয়। অতএব বল্লাল ১০৮২ হইতে ১০৯২ বা ৯৩ শক পর্য্যন্ত. ১০।১১ বৎসর রাজত্ব করেন।

এই অল্পকাল মধ্যেই তিনি অনেক কায করিয়া গিয়াছেন। অদ্ভুতসাগর ও দানসাগর রচনা হইতে জানা যাইতেছে যে তিনি অলস বা বিলাসপ্রিয় ছিলেন না; পরন্তু বিদ্বান্, ধার্ম্মিক এবং প্রজা-হিতৈষী ছিলেন। এই অল্পকাল মধ্যে তিনি গৌড়রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করিয়াছিলেন, সনাতন ধর্ম্মপালনে উৎসাহদানের জন্য সদাচার ও বিদ্যাবিনয়াদি গুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদিগকে কুলমর্য্যাদা দান করিয়াছিলেন এবং সমাজের হিতের জন্যই স্মৃতিশাস্ত্র ও জ্যোতিঃশাস্ত্র বিষয়ক নিবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। তখনও দেশে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব ছিল। সুতরাং সমাজের মেরুদণ্ডস্বরূপ ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ জাতিকে হিন্দুধর্ম্ম পালনে উৎসাহিত করা তিনি আবশ্যক মনে করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ আচারে যাঁহাদের অনুরাগ ছিলনা, পরন্তু যাঁহারা সনাতনধর্ম্মবিহিত আচারে এবং হিন্দু তীর্থদর্শনে অনুরক্ত ছিলেন বল্লাল তাঁহাদিগকেই সম্মানিত করিয়াছিলেন। তিনি আচারাদি নবগুণের ভিত্তির উপরে কুলমর্য্যাদা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। কালক্রমে সেই রাজদত্ত সম্মান বংশগত হইয়াছে।

বৈদিক ব্রাহ্মণ, বারেন্দ্র কায়স্থ ও বৈদ্যজাতি বল্লালপ্রদত্ত কুল গ্রহণ করেন নাই, এইরূপ কথা শুনিতে পাওয়া যায়। রাঢ়ে দাক্ষিণাত্য

বৈদিকগণের বাস। তাঁহারা বল্লালের বহুপরে, ১৭শ শতাব্দীতে বাঙ্গলায় আসিয়াছেন। পূর্ব্ববঙ্গের বৈদিকগণ বল্লালের পূর্ব্ববর্ত্তী। রাজা সামলবর্ম্মার সময়ে তাঁহাদের পঞ্চ পূর্ব্বপুরুষ বঙ্গে আগমন করেন। কিন্তু বল্লালের সময়েও তাঁহাদের সংখ্যা অতি অল্প ছিল, বিশেষতঃ তাঁহারা তখনও সদাচারসম্পন্ন ছিলেন,তাঁহাদের মধ্যে গুণগত মর্য্যাদা স্থাপনের প্রয়োজন তখন অনুভূত হয় নাই। বারেন্দ্র কায়স্থ দিগের সংখ্যাও তখন অল্প ছিল। বল্লালের সময়ে বৈদ্যনামে স্বতন্ত্র কোন জাতি ছিল কিনা তদ্বিষয়ে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। থাকিলেও তাঁহাদের সংখ্যা অতি অল্প ছিল। বঙ্গের বৃহৎ ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ সমাজ মধ্যে মর্য্যাদা স্থাপন করিয়াই বল্লাল লোকান্তর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

বল্লাল আচারভ্রষ্ট ছিলেন, নীচজাতীয়া রমণীর সংসর্গ করিতেন, তাহাতে লক্ষ্মণসেন্ বিরোধী হইয়া পিতার বিরুদ্ধে দল করিয়াছিলেন, ইত্যাদি অপবাদ বল্লালচরিত্রে আরোপিত হইয়াছে। ইহার মূলে কোনও সত্য নিহিত আছে বলিয়া বোধ হয় না। আনন্দভট্টকৃত 'বল্লালচরিত'ই এসকল কথার মূল। লক্ষ্মণসেন, কেশবসেন বা বিশ্বরূপসেনের তাম্রশাসনে, বা অন্য কোন ঐতিহাসিক লিপিতে বল্লালের কোনও অপকার্য্যের আভাস পাওয়া যায় না। বরং এযাবৎ যাহা কিছু ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে বল্লালচরিত্রের মহত্বই প্রকটিত হইয়াছে। 'বল্লালচরিত' সুবর্ণবণিকদের স্বার্থে লিখিত পুস্তক। বল্লালচরিতের মতে সুবর্ণ বণিক জাতি বিশুদ্ধ বৈশ্য, বল্লালের অত্যাচারে তাঁহাদের জাতিপাত হইয়াছে। আজকাল কিন্তু অনেক জাতিই এইরূপ বলিয়া থাকেন। বল্লাল সমাজসংস্কারে হস্তক্ষেপ করিয়া সকলের প্রীতিলাভ করিতে পারেন নাই, ইহা খুব সম্ভব। ইহাও অসম্ভব নহে যে বাণিজ্য-জীবী সুসমৃদ্ধ সুবর্ণবণিকগণ বৈশ্য ছিলেন, আচারহীনতা বা ঔদ্ধত্য

বশতঃ বল্লাল তাঁহাদের হীন করিয়াছেন। সেনরাজগণের রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্ম্মপ্রভাবের ক্রমিক তিরোধানের সঙ্গে কোন্ জাতির প্রতি কি ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহা সম্যক্ জানিবার উপায় নাই। কিন্তু সে সকলই বল্লালের সময়ে হয় নাই।

উক্ত বল্লাল-চরিতে আর একটী অদ্ভূত কাহিনী আছে। বায়াদুম্ব নামে যবন রাত্রিকালে বিক্রমপুর আক্রমণ করে। বল্লাল প্রভাতে শত্রুসৈন্যের হলহলা শব্দ শুনিয়া অবিলম্বে যুদ্ধযাত্রা করেন। তিনি দুইটী পারাবত সঙ্গে নিলেন এবং মহিষীদিগকে বলিলেন, "যদি এই পারাবত ফিরিয়া আসে তবে বুঝিবে আমার পরাজয় হইয়াছে।" যুদ্ধে যবন সৈন্য পরাস্ত হইল, কিন্তু ভাগ্যদোষে পারাবত পিঞ্জর হইতে ছুটিয়া "রামপালপুরে" ফিরিয়া গেল। তাহা দেখিয়া মহিষীগণ অগ্নিকুণ্ডে প্রাণত্যাগ করিলেন। বল্লাল গৃহে ফিরিয়া মহাশোকাকুল হইলেন এবং অবিলম্বে অগ্নিকুণ্ডে আত্মবিসর্জ্জন করিলেন।—

"সহস্রেঽষ্টবিংশযুতে শকাব্দে পৃথিবীপতিঃ।
স্ত্রীভিঃ সার্দ্ধং মহাভাগ উৎপপাত দিবংপ্রতি॥"

অর্থাৎ ১০২৮ শকে বল্লাল স্ত্রীগণ-সহ স্বর্গারোহণ করেন। ইহা অমূলক গল্প মাত্র। ১০৯১ শকেও বল্লাল জীবিত ছিলেন, তাহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। কোন ঐতিহাসিক লিপিতে বল্লালের সহিত যবনের যুদ্ধ বা তাঁহার অগ্নিকুণ্ডে প্রাণত্যাগের বার্ত্তা পাওয়া যায় না। কিন্তু এই কল্পিত উপাখ্যান প্রচারিত হইয়া জনপ্রবাদে পরিণত হইয়াছে। বাঙ্গালার অধঃপতন যুগে এইরূপ শত ২ কাহিনী রচিত ও প্রচারিত হইয়া ঐতিহাসিকের সত্যনির্ণয়ের পথ কণ্টকাকীর্ণ করিয়াছে।

আর এক 'বল্লাল চরিত' আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহা "গোপাল ভট্ট"-রচিত। তাহাতেও যবনের সহিত যুদ্ধ এবং বল্লালের

অগ্নিকুণ্ডে প্রাণত্যাগের কাহিনী আছে। ইহা "বৈদ্যবংশাবতংস বল্লালের আজ্ঞাক্রমে তাঁহার শিক্ষক গোপাল ভট্ট কর্ত্তৃক ১৩০০ শকে রচিত" হইয়াছে। গৌড়েশ্বর বল্লাল আরও দুই শতাব্দী পূর্ব্বে লোকান্তরিত হইয়াছেন। অনধিক শতবর্ষ মধ্যে কেহ কোন বিশেষ অভিপ্রায়ে এই 'বল্লালচরিত' রচনা করিয়াছেন।

বল্লাল নামটী লইয়াও অনেক ব্যর্থ আলোচনা হইয়াছে। সেনবংশ দাক্ষিণাত্য হইতে বঙ্গে আসিয়াছিলেন। পূর্ব্বে দাক্ষিণাত্যে 'বল্লাল' নাম প্রচলিত ছিল। কর্ণাটের 'বল্লাল' বংশ ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। আমরা মহারাষ্ট্র ইতিহাসেও চিত্‌নিস খণ্ডোবল্লাল এবং পেশবা মাধবরাও বল্লালের নাম দেখিতে পাই।

বল্লাল ১১৭০ বা ৭১ খৃষ্টাব্দে পরলোকগমন করিলে তৎপুত্র লক্ষ্মণসেন দেব গৌড়ের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তিনি প্রতিবেশী রাজগণকে বশীভূত করিতে যত্নবান্ হইয়াছিলেন। তাঁহার মাধাইনগরে প্রাপ্ত তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে তিনি কাশিরাজকে (কান্যকুব্জরাজকে) পরাজিত এবং কামরূপকে বশীভূত করিয়াছিলেন। প্রশস্তিতে কলিঙ্গরাজের পরাজয়ের উল্লেখও দৃষ্ট হয়।

তিনি অন্ততঃ ৩০ বর্ষকাল রাজত্ব করিয়াছেন। তাঁহার রাজত্বের শেষভাগে মুসলমানগণ গৌড় আক্রমণ করেন। তাঁহার নদিয়া এবং লক্ষ্মণাবতী এই দুইটী রাজধানী ছিল। খিলিজিবংশীয় মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার কর্ত্তৃক নদিয়াবিজয়ের প্রায় ৪০ বৎসর পরে ১২৪৩ খৃঃ মিন্‌হাজ্ উদ্দীন লক্ষ্মণাবতীতে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি লোকমুখে গৌড়বিজয়ের ইতহাস শুনিয়া তদীয় প্রসিদ্ধ তবকাত্-ই-নাসিরি নামক গ্রন্থে তাহা লিপিবদ্ধ করেন। লোকমুখে শুনিয়া 'রায় লখ্‌মনিয়ার' অদ্ভূত জন্ম বৃত্তান্ত, জন্মমাত্র রাজ্যাভিষেক, অশীতিবৎসর রাজত্ব ইত্যাদি অমূলক কথাও তিনি লিপিবদ্ধ করিয়া-

ছেন। বখ্‌তিয়ার কর্ত্তৃক নদিয়াবিজয় সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন যে, 'কিল্লাবিহার ফতে' হওয়ার সংবাদ পাইয়া ব্রাহ্মণ-মন্ত্রী রাজাকে বলিল যে গৌড় তুরুষ্কগণের হস্তগত হইবে ইহা শাস্ত্রে লেখা আছে এবং সেই ভবিষ্যদ্‌ বাণী সফল হওয়ার সময় হইয়াছে, সুতরাং সকলের রাজ্যত্যাগ করা উচিত। ব্রাহ্মণগণ এবং বণিকগণ বঙ্গে ও কামরূপে চলিয়া গেল, কিন্তু লখ্‌মনিয়া রাজ্যত্যাগ করিলেন না। পর বৎসর বখ্‌তিয়ার নদিয়ায় উপস্থিত হইলেন, তখন ১৮ জন অশ্বারোহী মাত্র তাঁহার সঙ্গে ছিল, কিন্তু প্রহরিগণ ঘোড়ার সওদাগর মনে করিয়া তাঁহাকে বাধা দিল না। তিনি অবাধে রাজপুরীতে প্রবেশ করিয়া হিন্দুদিগকে আক্রমণ করিলেন। বৃদ্ধ লখ্‌মনিয়া আহারে বসিয়াছিলেন, নগ্নপদে পশ্চাদ্দ্বার দিয়া বাহির হইয়া বঙ্গে 'সঙ্গনাতে' পলায়ন করিলেন। তথায় অল্পদিন মধ্যেই তাঁহার রাজত্ব শেষ হইল।

পরলোকগত উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয় পাণ্ডুয়া নগরের মস্‌জিদে 'সেখ শুভোদয়া' নামক যে প্রাচীন পুথি পাইয়াছিলেন তাহাতে লিখিত আছে ঃ—(হলায়ুধ বলিতেছেন) পূর্ব্বে রাজা বিক্রমাদিত্যের সভায় আকাশ হইতে এক পত্রপাত হইয়াছিল, তাহাতে লিখিত ছিল—

"চতুর্ব্বিংশোত্তরে শাকে সহস্রৈকশতাধিকে।
বেহারপাটনাৎ পূর্ব্বং তুরষ্কঃ সমুপাগতঃ॥" অর্থাৎ
১১২৪ শকে (১২০২ খৃঃ) তুরষ্কগণ এদেশে আগমন করিবে।

চতুর বখ্‌তিয়ার খিলিজি সেখ সাহজলাল বা অন্য কোন গুপ্তচর প্রেরণপূর্ব্বক লক্ষ্মণসেনের অমাত্যদিগকে অর্থদ্বারা বশীভূত করিয়া একরূপ বিনাযুদ্ধে নদিয়া জয় করিয়াছিলেন, ইহা অসম্ভব নহে। কিন্তু মিনহাজের লেখা ও শেকশুভোদয়ার উপর নির্ভর করিয়া কোন সিদ্ধান্ত করা নিরাপদ নহে। নদিয়াবিজয়ের ইতিহাস

এখনও প্রগাঢ় অনুসন্ধানের বিষয়। লক্ষ্মণসেনের কাপুরুষতায় রাজ্য মুসলমানের অধিকৃত হইয়াছে, এরূপ সিদ্ধান্ত করাও সমীচীন নহে।

লক্ষ্মণসেনের পুত্র মাধবসেন, কেশবসেন ও বিশ্বরূপসেনের নাম পাওয়া যায়। লক্ষ্মণের নদিয়াত্যাগের পরে মাধবসেন রাঢ়দেশে আরও কিয়দ্দিন মুসলমানের সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলেন। তাঁহার অপর দুই পুত্র কেশবসেন ও বিশ্বরূপসেন পূর্ব্ববঙ্গে দীর্ঘকাল স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছেন। ১২৮০ খৃষ্টাব্দে যখন দিল্লীশ্বর বুলবন বিদ্রোহী শাসন কর্ত্তা মঘিসুদ্দিন তোঘ্রলকে শাসন করিতে পূর্ব্ববঙ্গে আসেন, তখন সেন বংশের শেষরাজা দনৌজামাধব (রাজা নৌজা) সুবর্ণগ্রামে রাজত্ব করিতেছিলেন, পানাম তাঁহার রাজধানী ছিল। এইরূপে বিজয়সেনের রাজত্বের আরম্ভ হইতে দনৌজামাধবের রাজত্বের অবসান পর্য্যন্ত ১৫০ হইতে ১৬০ বৎসর অতীত হইয়াছে।

হিমালয়ের পাদদেশে মাণ্ডি ও সুকেত নামে ক্ষুদ্র করদরাজ্য আছে। রাজবংশদ্বয় গৌড়ের সেনরাজবংশ হইতে সমুৎপন্ন, চন্দ্রবংশীয় রাজপুত বলিয়া পরিচিত। তাঁহাদের ইতিহাস এই যে—সেন বংশ মুসলমানদিগের আক্রমণে গৌড় হইতে বিক্রমপুরে পলায়ন করেন, পরে তাঁহারা বিক্রমপুর ত্যাগ করিতেও বাধ্যহন। প্রথমতঃ 'রূপসেন' পঞ্জাবে আসেন এবং 'রূপার নগর' নির্ম্মাণ করেন। তথায় কতিপয় পুরুষ অবস্থানের পর বংশের তদানীন্তন নেতা বাবুসেন মুসলমানের আক্রমণে পার্ব্বত্য প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং ১৫২৭খৃঃ মাণ্ডিনগর স্থাপন করেন। তদ্বংশের এক শাখা মুসলমানের অত্যাচার হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য মুসলমান হয়, বর্ত্তমানে ঐ শাখা কাশ্মীরের অন্তর্গত কাষ্ঠেবারের অধিপতি। বাবুসেনের হিন্দু বংশধরগণ দুই শাখায় বিভক্ত। তাঁহারা মাণ্ডি ও সুকেত এই দুই সংলগ্ন ক্ষুদ্ররাজ্যে বাস করিতেছেন। এই দুই শাখার মধ্যে বহু যুদ্ধ

বিগ্রহ হইয়াছে, তাহা আজও ভাটমুখে গীত হয়। বিশ্বরূপ সেনই বোধ হয় রূপসেন নামে উক্ত হইয়াছেন।

আইন-ই-আক্‌বরিতে ভোজ, শূর, পাল ও সেন বংশকে কায়স্থ বলা হইয়াছে। তাহাতে প্রমাণিত হইতেছে যে আইন-ই-আকবরি প্রণয়নকালে দিল্লিও বাঙ্গলা দেশে লোকে এই রাজবংশগুলিকে কায়স্থ বলিয়াই জানিত। বৈদ্যজাতিতে সেনবংশের বাহুল্য দেখিয়া কেহ কেহ বিদ্যালয় পাঠ্য বাঙ্গলার ইতিহাসে লিখিলেন 'সেনবংশ জাতিতে বৈদ্য ছিলেন।' কিন্তু তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র প্রমাণ নাই। বিজয়সেনের প্রশস্তি, বল্লালের তাম্রশাসন এবং লক্ষ্মণসেনের তাম্রশাসন দ্বারা সেনবংশ যে বৈদ্য ছিলেন না তাহা নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। বিজয়সেনের প্রশস্তি হইতে জানা যাইতেছে যে তাঁহার পিতামহ সামন্তসেন চন্দ্রবংশোদ্ভব ব্রহ্মক্ষত্রিয়কুলশিরোমণি, এবং দাক্ষিণাত্য হইতে সেনবংশ গৌড়ে আসিয়াছেন। এসিয়াটিক সোসাইটী হইতে আনন্দভট্টকৃত 'বল্লাল-চরিত' প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা ১৪৩২ শাকে, ৪ শতাব্দী পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। ইহাতেও বল্লালকে চন্দ্রবংশসম্ভূত এবং ব্রহ্মক্ষত্রিয় বলা হইয়াছে। বল্লালের তাম্রশাসনে চন্দ্রবংশ হইতে উৎপত্তি লিখিত হইয়াছে। লক্ষ্মণসেনের তাম্রশাসনে 'ওষধিনাথবংশ' (চন্দ্রবংশ) ও 'কর্ণাট ক্ষত্রিয়' এবং কেশবসেনের তাম্রশাসনে 'সোমবংশ' লেখা আছে। আর আইন-ই-আক্‌বরিতে সেনবংশকে কায়স্থ লেখা হইয়াছে।

সেনবংশীয়দিগের হস্ত হইতেই মুসলমানগণ বাঙ্গলা দেশ কাড়িয়া লইয়াছিলেন; তাঁহাদের জাতি ধর্ম্ম সম্বন্ধে আবুল ফজল ভূল করিয়াছেন ইহা সম্ভবপর নহে। বরদা ও সিন্ধু প্রদেশে সূর্য্য ও চন্দ্র বংশীয় ব্রহ্মক্ষত্রিয়গণ অদ্যাপি বাস করিতেছেন। পূর্ব্বে তাঁহারা গোদাবরী তীরে পৈঠন পত্তনে বাস করিতেন। অতএব দাক্ষিণাত্য

হইতেই ব্রহ্মক্ষত্রিয় সেনবংশ রাঢ়ে আসিয়াছিলেন, ইহা নিশ্চত। মহারাষ্ট্রীয় কায়স্থ প্রভুদিগের উৎপত্তি বৃত্তান্ত (7) স্কন্দপুরাণ সহ্যাদ্রি খণ্ডে যেরূপ বর্ণিত আছে তাহা হইতে জানা যায় যে সূর্য্যবংশীয় রাজা অশ্বপতি ও চন্দ্রবংশীয় রাজা কামপতির বংশধরগণ ভৃগু প্রভৃতি ঋষিগণের কোপে রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া লেখনীবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং ঋষিদিগের আদেশেই তাঁহাদের প্রভুসংজ্ঞা এবং 'ব্রহ্ম ক্ষত্রিয়' এই অপর নাম হইয়াছিল। বর্ত্তমানে মহারাষ্ট্র দেশে চান্দ্রসেনি প্রভু এবং চন্দ্র ও সূর্য্যবংশীয় প্রভু কায়স্থগণ বাস করেন। বরদা ও সিন্ধু প্রদেশস্থ ব্রহ্মক্ষত্রিয়গণ চন্দ্রও সূর্য্যবংশীয় কায়স্থপ্রভুদিগের এক শাখা। সুতরাং আইন-ই-আক্-বরিতে যে সেনবংশকে কায়স্থ বলা হইয়াছে তাহা মিথ্যা নহে। লোকে সাধারণতঃ তাঁহাদিগকে কায়স্থ বলিয়াই জানিত। তবে শাসন-পত্রাদিতে তাঁহারা অধিকতর গৌরবসূচক 'চন্দ্রবংশ' বা 'ব্রহ্মক্ষত্রিয়' বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। 'ব্রহ্মক্ষত্রিয়' সংজ্ঞা হইতে সেনবংশের কায়স্থত্বই সপ্রমাণ হইতেছে। 'কর্ণাট ক্ষত্রিয়' নাম হইতে বুঝা যাইতেছে যে ব্রহ্মক্ষত্রিয় সেনবংশ দাক্ষিণাত্যে কর্ণাট রাজ্যে বাস করিতেন এবং তথা হইতে রাঢ়ে আসিয়াছিলেন।

গৌড়রাজ্যের রাজধানী।

ধোয়ী কবির পবনদূত হইতে জানা যায় 'বিজয়পুরে' লক্ষ্মণসেন দেবের অভিষেক ক্রিয়া হইয়াছিল। তাহাতে বোধ হয় বল্লালসেনের সময়েও দক্ষিণবরেন্দ্রে বিজয়সেনপ্রতিষ্ঠিত বিজয়পুর বা বিজয়নগরে

---

(7) স্কন্দপুরাণ সহ্যাদ্রিখণ্ড, মুম্বই সংস্করণ; 'কায়স্থের বর্ণনির্ণয়' এবং 'কায়স্থপ্রভুর্ংচবখর' দ্রষ্টব্য।

সেনবংশের একটি রাজধানী ছিল। নদীয়া রাঢ়দেশে; বিজয়নগর ও নদীয়া একস্থান হওয়া সম্ভব নহে। গৌড়রাজমালার মতে গৌড় ও লক্ষ্মণাবতী একস্থান। কিন্তু তাহা এখনও প্রমাণ সাপেক্ষ। বিক্রমপুরেও বল্লালসেন ও লক্ষ্মণসেনের রাজধানী ছিল, তাহা তাঁহাদের "বিক্রমপুর-সমাবাসিতজয়স্কন্ধাবার" হইতে শাসনপত্র প্রদান দ্বারাই প্রমাণিত হয়। শ্রীচন্দ্র দেব, ভোজবর্ম্মা ও হরিবর্ম্মাও "বিক্রমপুরসমাবাসিত জয়স্কন্ধাবার" হইতে শাসনপত্র প্রদান করিয়াছেন। কেশবসেন 'জম্বুগ্রামপরিসরজয়স্কন্ধাবার' হইতে এবং বিশ্বরূপসেন "ফল্গুগ্রাম পরিসরজয়স্কন্ধাবার" হইতে তাম্রশাসন দান করিয়াছেন। সে সময়ে গৌড়রাজ্যের পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তি ও বর্দ্ধমানভুক্তি এই দুইটী বৃহৎ বিভাগ ছিল। বল্লাল "বর্দ্ধমানভুক্তির অন্তঃপাতী উত্তররাঢ়মণ্ডলের" ভূমিদান করিয়াছেন। কেশব ও বিশ্বরূপের তাম্রশাসনে লিখিত আছে "পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্ত্যন্তঃপাতিবঙ্গে বিক্রমপুরভাগপ্রদেশে"। সুতরাং বিক্রমপুর ও বঙ্গদেশ তখন পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তির অন্তর্গত ছিল, এবং রাঢ়দেশ বর্দ্ধমানভুক্তির মধ্যে ছিল। আবার ইহাও জানা যায় যে গৌড়রাজ্য রাঢ়, বঙ্গ, বারেন্দ্র, বাগড়ি ও মিথিলা এই পঞ্চ বিভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। গৌড়রাজ্যের ইতিহাস লিখিতে হইলে এসকল নামও স্থানের সম্যক্ তত্ত্ব এবং কর্ণস্বর্ণ, সমতট নগর ও বিক্রমপুরের প্রাচীন সুবৃহৎ রামপাল নগরের প্রামাণিক ইতিবৃত্ত অনুসন্ধান ও আবিষ্কার করা আবশ্যক।

দেববংশ।

মালদহ জেলার অন্তর্গত পাণ্ডুয়ার আদীনা মস্‌জিদের অদূরে এক সাঁওতাল কৃষক ক্ষেত্রকর্ষণ কালে দুইটী মুদ্রা প্রাপ্ত হয়। তাহার একটী 'দনুজমর্দ্দন' নামাঙ্কিত, অপরটী 'মহেন্দ্রদেব' নামাঙ্কিত। দনুজ-

মর্দ্দনের মুদ্রাটির এক পৃষ্ঠে আছে—শ্রীশ্রীদনুজ মর্দ্দন দেব, অপর পৃষ্ঠে আছে—শ্রীশ্রীচণ্ডীচরণপরায়ণ পাণ্ডুনগর ৩৩৯শকাব্দ। মহেন্দ্র দেবের মুদ্রাটিও অবিকল ঐরূপ, কেবল তাহার শকাব্দ ৩৩৬। এই মুদ্রাহইতে তৎকালে সিদ্ধান্ত হইয়াছিল যে দেড় হাজার বৎসর পূর্ব্বে পাণ্ডুয়াতে চণ্ডীভক্ত দেববংশ রাজত্ব করিতেন। ১৩১৯ সনে অধ্যাপক সতীশচন্দ্র মিত্র সুন্দরবনের বাসুদেব পুরে দনুজমর্দ্দনের আর একটী মুদ্রা পাইযাছেন। তাহার এক পৃষ্ঠে লিখিত আছে—শ্রীশ্রীদনুজ-মর্দ্দন দেব, অপর পৃষ্ঠে আছে—শ্রীশ্রীচণ্ডীচরণপরায়ণ চন্দ্রদ্বীপ ১৩৩৯ শকাব্দ। এই নবাবিষ্কৃত মুদ্রার সহিত পূর্ব্বোক্ত মুদ্রা দুইটী মিলাইয়া দেখা গেল যে পাণ্ডুয়ার মুদ্রা দুইটির প্রান্তভাগ ক্ষয় হওয়াতে ১৩৩৬ ও ১৩৩৯ অঙ্কের ১ ক্ষয় হইয়া গিয়া ৩৩৬ ও ৩৩৯ হইয়াছে! অতএব এই মুদ্রা হইতে জানা যাইতেছে দেববংশ পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে পাণ্ডুয়াতে এবং চন্দ্রদ্বীপে রাজত্ব করিতেছিলেন।

সম্প্রতি "দেববংশম্" নামে এক খানা পুরাতন হস্তলিখিত পুস্তক আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জের উকিল শ্রীযুক্ত ভৈরবচন্দ্র দেব রায় মহাশয়ের গৃহে রক্ষিত ছিল। ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় তদীয় "শাশ্বতী" নামক মাসিক পত্রে ১৩২০ সনের বৈশাখ সংখ্যা হইতে উক্ত পুস্তক প্রকাশ ও তাহার ঐতিহাসিক তত্ত্বের আলোচনা করিতেছেন। আমরা "শাশ্বতী" হইতে দেববংশের বিবরণ সঙ্কলন করিলাম ঃ—

বন্দ্যঘটী দেবকুল কর্ণসেন্য বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং শাণ্ডিল্যগোত্রজ। দেব-গণ হরিদ্বার হইতে আসিয়া মগধে বাস করেন। তাঁহারা ক্ষত্রপকায়স্থ, দ্বিজও ক্ষত্রিয়কুলসম্ভূত। প্রবাদ এই যে তাঁহারা ব্রহ্মাবর্ত্তের দেব ভূমিতে পবিত্র হ্রদকূলে বাস করিতেন। এই বংশের রাজা কর্ণসেন কর্ণস্বর্ণ রাজ্য স্থাপন করেন এবং কর্ণ (কাণা নদী) ও ভাগীরথীর

সন্ধিস্থলে কর্ণপুর নগর নির্ম্মাণ করেন। রাজার আদেশে দেববংশীয় সকলে কর্ণপুরে সমবেত হন এবং রাজা তাঁহাদিগকে পর্য্যায়ক্রমে বিভক্ত করেন। শাণ্ডিল্য,মৌদ্গল্য,বাৎস্য,পরাশর,ভরদ্বাজ, ঘৃতকৌশিক, আলিম্যান—তাঁহাদের এই কয়টি গোত্র। কর্ণস্বর্ণ সমাজে কে কোন্ কুলজাত গোত্রদ্বারাই তাহার পরিচয় হইত। শাণ্ডিল্য দেবগণ কুলনায়ক বলিয়া গণ্য হন। বহু গোত্রে বিভক্ত রণপরায়ণ দেবগণ অঙ্গবঙ্গে অনেক রাজ্য স্থাপন করেন। গঙ্গার পশ্চিম, অজয়ের দক্ষিণ এবং বড় খালের উত্তরে কণ্টকদ্বীপ (কাঁটোয়া) শাণ্ডিল্যগণ শাসন করিতেন। এই শাণ্ডিল্যকুলের মহাবীর সুরদেবের ক্ষাত্রতেজে বৌদ্ধধর্ম্ম দূর হইয়াছিল এবং সুব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক সনাতন ধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

সুরদেবের ঔরসে দনুজারিদেব জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বেদবিদ্, দ্বিজশ্রেষ্ঠ এবং কর্ণের (পূর্ব্বোক্ত কর্ণসেনের) ন্যায় দানশীল ছিলেন এবং তাঁহার কুলেই তিনি জন্মিযাছিলেন। সেনরাজগণের সহিত তাঁহার সম্পর্ক ছিল এবং তিনি লক্ষ্মণের সুহৃদ্ ছিলেন। তিনি পালরাজগণের হস্ত হইতে বরেন্দ্র অধিকার করিয়া গৌড়রাজ্যভুক্ত করেন। শ্রীশ্রীচণ্ডীপরায়ণ রাজা দনুজারি সাগ্নিক ব্রহ্মবিদ্ বন্দ্য মকরন্দ-সুত দাশরথিকে কণ্টকদ্বীপে যত্নের সহিত স্থাপন করেন এবং অগ্রদ্বীপ ও নবদ্বীপে মহাকাল মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। দনুজারির বার্দ্ধক্যকালে লক্ষ্মণ যবন কর্ত্তৃক সর্ব্বথা আক্রান্ত হন এবং অমাত্য ও বান্ধব কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া তীর্থক্ষেত্রে চলিয়া যান। তৎপর তাঁহার পুত্র মাধব ও দনুজারি অনেক কাল মগধে যবনের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। অবশেষে মহাকৃতি দনুজারি ভাগীরথীসলিলে কলেবর ত্যাগ করেন। তৎপর তাঁহার শিশুপুত্র হরিদেব বন্দ্যাচার্য্যের সহিত পাণ্ডুনগরে চলিয়া যায় এবং কাঁটোয়া যবনাধিকৃত হয়।

মাধবও রাজ্যত্যাগ করিয়া বরেন্দ্রভূমে চলিয়া যান। হরিদেবের নারায়ণ নামে পুত্র হয়। নারায়ণের দুই পুত্র, পুরন্দর ও পুরুজিত। পুরন্দর সন্নাসী হইয়া পুরন্দর স্বামী নামে খ্যাত হন। পুরুজিতের পুত্র মহাতপা আদিত্য। তাঁহার দুই পুত্র শ্রীশ্রীচণ্ডীপরায়ণ দেবেন্দ্র দেব ও ক্ষিতীন্দ্র দেব চণ্ডীর প্রসাদে পাণ্ডুয়ার রাজা হন।

দেবেন্দ্রের পুত্র সুপ্রসিদ্ধ মহেন্দ্রদেব। ইনি যবনদিগকে দূরীভূত এবং কংসকুল নিধন করেন। মহেন্দ্র গুপ্তঘাতক কর্ত্তৃক নিহত হইলে তৎপুত্র দনুজমর্দ্দন রাজা হন। তিনি বন্দ্যবংশীয় চন্দ্রাচার্য্যের নিকট দীক্ষিত হন। তিনি যবনদিগকে মর্দ্দন করিয়াছিলেন, কিন্তু পরিশেষে গুরুর আদেশে ধর্ম্মরাজ্য স্থাপনের জন্য সমুদ্রোপকূলে সপরিবার গমন করেন এবং একটী নবোত্থিত দ্বীপে রাজ্য স্থাপন করিয়া তাহার চন্দ্রদ্বীপ নাম রাখেন। দনুজমর্দ্দন চন্দ্রদ্বীপকে দুর্গ, কামান ও রণতরী দ্বারা সুরক্ষিত করেন। তিনি ৩৬ বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার রাজ্যের সীমা—উত্তরে ইচ্ছামতী, দক্ষিণে সমুদ্র, পূর্ব্বে লৌহিত্য (ব্রহ্মপুত্র) এবং পশ্চিমে মধুমতী।

দনুজমর্দ্দনের পুত্র রমাবল্লভ, তৎপুত্র কৃষ্ণবল্লভ, তৎপুত্র হরিবল্লভ, তৎপুত্র জয়দেব। জয়দেবের পর চন্দ্রদ্বীপরাজ্য দৌহিত্র বসুবংশের অধিকৃত হয়। বসুবংশ দেববংশীয়দিগকে গুপ্ত ঘাতক দ্বারা বিনাশ করেন।

ক্ষিতীন্দ্র কণ্টকদ্বীপের গোষ্ঠীপতি হন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র সুবুদ্ধি খাঁ গুরু পুরোহিত সহ ব্রহ্মপুত্রের নিকট সমুদ্রোপকূলে পুরুস্থা (বর্ত্তমান পুড়া) গ্রামে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার সহিত হরিদেব এবং দত্ত, নন্দী ও কাঞ্জিলাল বংশীয়গণ আসিয়াছিলেন। হরিদেব পুরুস্থার দক্ষিণে চরতল (বর্ত্তমান চাতল) গ্রামে বসতি করেন। ইহাই 'দেব বংশম্' পুস্তকের ঐতিহাসিক বিবরণ।

এই বিবরণ সম্বন্ধে কতিপয় মন্তব্য নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ—

১। ক্ষত্রপকায়স্থ। "ক্ষত্রপকায়স্থা দ্বিজাঃ ক্ষত্রিয়কুলসম্ভবাঃ।"

শাশ্বতীর ১৩২০ কার্ত্তিক সংখ্যায় 'ক্ষত্রপ' শব্দের ঐতিহ্য তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। এই ক্ষত্রপ শব্দ হইতেই পারস্তের Satrap (ছত্রপ) এবং মহারাষ্ট্রের ছত্রপতি শব্দ হইয়াছে। তক্ষশিলার শিলালিপিতে ক্ষত্রপাদগের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এক সময়ে ক্ষত্রপগণ হিমালয়ের পাদদেশ হইতে অনুগাঙ্গ প্রদেশ পর্য্যন্ত, এবং পশ্চিমে মালব ও সিন্ধুদেশে রাজত্ব করিতেন। তাঁহাদের বহু মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। সুলতান গঞ্জের বৌদ্ধ স্তূপে "মহাক্ষত্রপ স্বামী রুদ্রসেনের" দুইটী মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। পারশ্যসম্রাট দারায়ুস তাহার রাজ্য ২০টী satrapy বা ছত্রপ-মণ্ডলে বিভাগ করিয়াছিলেন। এই ক্ষত্রপ বা ছত্রপগণ সুবাদার বা সামন্ত রাজার ন্যায় ছিলেন। রাজকর সংগ্রহ করিয়া, রাজ্যের বিভিন্ন অংশ শাসন করিয়া এবং বহিঃশত্রু হইতে রাজ্যসীমা রক্ষা করিয়া ইহাঁরা ক্ষত্রিয় রাজাকেই রক্ষা করিতেন বলিয়াই বোধ হয় ইহাঁদের ক্ষত্রপ নাম হইয়াছে। ক্ষত্র+পা+ড। সুতরাং রাজকর্ম্মী কায়স্থের ক্ষত্রপপদলাভ স্বাভাবিক।

২। কর্ণস্বর্ণ। কর্ণ-সুবর্ণ বা কর্ণস্বর্ণ বাঙ্গলার সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ইতিহাসে চিরস্মরণীয়। চীন পরিব্রাজক হিউয়েন সিয়াং সপ্তম শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে (৬২৯-৪৫ খৃঃ) ভারতবর্ষ পর্য্যটন করেন। তাঁহার লিখিত বিবরণ হইতে জানা যায় যে তৎকালে পুণ্ড্রবর্দ্ধন, সমতট, তাম্রলিপ্তি ও কর্ণসুবর্ণ—গৌড়ের এই চারিটী প্রধান নগরে অশোক-প্রতিষ্টিত বৌদ্ধস্তূপ ছিল, এবং রাজা শশাঙ্ক কর্ণসুবর্ণের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কলিঙ্গের মহাসামন্ত মাধবরাজের ৬১৯ খৃঃ উৎকীর্ণ তাম্রশাসনে "মহারাজাধিরাজ শশাঙ্কের" উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

শশাঙ্ক উত্তরাপথের সার্ব্বভৌম পদ লাভের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। ৬০৫ খৃঃ স্থানীশ্বরের (থানেশ্বরের) অধিপতি সার্ব্বভৌম রাজা প্রভাকরবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র রাজ্যবর্দ্ধনের সহিত শশাঙ্কের যুদ্ধ হয়। কিন্তু এই রাজবংশের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত বা পরবর্ত্তী ইতিহাস কিছুই জানা যায় না। গৌড়রাজমালায় রমাপ্রসাদ বাবু লিখিয়াছেন, "শশাঙ্কের পূর্ব্ব ইতিহাস সম্বন্ধে আমরা এতই অজ্ঞ যে তাঁহার এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত গৌড়রাজ্যের অভ্যুদয় নির্মেঘ গগনে বিদ্যুৎপ্রভার ন্যায় একবারে আকস্মিক বলিয়া প্রতিভাত হয়।" ১৩০০ শত বৎসর পূর্ব্বে শশাঙ্ক কর্ণসুবর্ণের রাজা ছিলেন। 'দেববংশম্'-বর্ণিত কর্ণসেন তাহার পূর্ব্বে কি পরে কর্ণস্বর্ণে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় করা কঠিন।

৩। দেববংশের গোত্র। কায়স্থ কুলগ্রন্থে দেববংশে যে দশটী গোত্র উক্ত আছে তন্মধ্যে কাশ্যপ, গৌতম ও বশিষ্ঠ ব্যতীত অপর সাতটী গোত্র এই পুস্তকে উক্ত হইয়াছে। বস্তুতঃ এই দেববংশ একবংশ নহে, ৭টা বিভিন্ন বংশ। 'দেব' ক্ষত্রিয়ত্ব বোধক শব্দ, কালক্রমে উহা বংশপদ্ধতিতে পরিণত হইয়াছে। বঙ্গজ সমাজের ঘৃতকৌশিকগোত্র দেববংশ কর্ণস্বর্ণ হইতে আসিয়াছে, ইহা ঘটক গ্রন্থে উক্ত আছে।—

রাঢ়ে কর্ণস্বর্ণ দেবো বল্লালেন প্রপূজিতঃ।
ঘৃতকৌশিকগোত্রসম্ভুতো নিজবংশপ্রদীপকঃ।

সর্ব্বাদৌ দনুজারিদেবসুত কেশবদেবসুত গন্ধর্ব্বদেবসুতৌ
আনন্দদেব বল্লভদেবৌ এতৌ নিমটিমহেনপ্রসিদ্ধৌ। * *

সুপ্রসিদ্ধ চাঁদ-কেদার রায় ঘৃতকৌশিকগোত্রসম্ভূত। তাঁহারা যে কর্ণস্বর্ণের ক্ষত্রপকায়স্থকুলজাত, তদ্বিষয়ে সন্দেহ হইতেছে না।

কাশ্যপগোত্রীয় দেববংশ সম্বন্ধেও ঘটকগ্রন্থে উক্ত আছে ঃ—

রাঢ়ে কর্ণস্বর্ণদেবো বল্লালেন প্রপূজিতঃ ।
কাশ্যপগোত্রসম্ভূতো নিজবংশপ্রদীপকঃ ।
দনুজারিরিতিখ্যাতো দেববংশপ্রদীপকঃ ।
তস্যাত্মজো মহানন্দো হিরণ্য স্তৎসুতস্তথা ॥

কর্ণস্বর্ণের দনুজারিদেব 'দেববংশে' কীর্ত্তিত হইয়াছেন। কিন্তু তিনি শাণ্ডিল্যগোত্রজ। তবে কি কর্ণস্বর্ণে তিন গোত্রে তিনজন দনুজারি ছিলেন ? বংশাবিদ্‌গণ তত্ত্বানুসন্ধান করুন।

৪। সুরদেব।— "অমুষ্য ক্ষত্রতেজসা বুদ্ধত্বঞ্চ দূরং গতম্ ।
সনাতন ধর্ম্মোঽহমুনা সুব্রাহ্মণৈ রনুষ্ঠিতঃ ॥"

৫। দনুজারি।— বেদবিদো দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ সুহৃজ্জন হিতকারী ।
কর্ণসমো দানশীল যস্য কুলে স হি জাতঃ ॥
সেনরাজসম্পর্কোঽসৌ লক্ষ্মণস্য সুহৃন্নৃনং ।
বরেন্দ্রং পালরাজেভ্যো গৌড়রাজ্যভুক্তং চক্রে ॥

বল্লালের পরেও পালবংশীয়গণ বরেন্দ্রদেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে স্বাধীনতা ভোগ করিতেছিলেন. দনুজারি তাহা সেনরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন।

৬। মাধবসেন। মুসলমানগণ প্রথমে রাঢ়দেশ অধিকার করেন, তাহার অনেক পরে বঙ্গ ও বরেন্দ্র তাঁহাদের অধিকৃত হয়। সুতরাং দনুজারির মৃত্যু হইলে মাধব অগত্যা বরেন্দ্রে আশ্রয় লইয়াছিলেন।

৭। মহেন্দ্রদেব।—"যবনাঞ্চ দূরীকৃত্য কংসকুলং নিহত্যচ ।
পাণ্ডুয়ায়াং দেবরাজ্যং অনেনৈব প্রতিষ্ঠিতম্ ॥"

সামসুদ্দিন ইলিয়স সাহ বরেন্দ্রে আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার অমাত্য ভাতুরিয়ার জমিদার কংস বা

রাজা গণেশ রাজ্য অধিকার করেন। ১৪০৭ খৃঃ তিনি বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি মুসলমানদিগকে অত্যন্ত নির্য্যাতন করেন। কিন্তু তাঁহার পুত্র যদু এক পাঠানকুমারীর পাণিগ্রহণ লালসায় মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং জলাল উদ্দীন নাম ধারণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। মহেন্দ্রদেব তাহাকে বিনাশ করিয়া ১৪১৩ খৃঃ (?) পাণ্ডুয়ায় রাজা হন এবং ১৪১৭ খৃঃ গুপ্ত ঘাতকহস্তে স্বয়ং নিহত হন।

৮। সুবুদ্ধি খাঁ। ক্ষিতীন্দ্রদেব রাঢ়ে কাঁটোয়াতে ফিরিয়া গিয়াছিলেন এবং মুসলমানদিগের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রের খাঁ উপাধি হইতেও তাহা বুঝা যায়। সুবুদ্ধিখাঁর নূতন বাসস্থান পুড্ডাগ্রাম সমুদ্রের পারে থাকা অসম্ভব নহে। পূর্ব্বে বরিশাল হইতে গাড়ো পাহার পর্য্যন্ত বিস্তৃত একটী উপসাগর ছিল; চন্দ্রদ্বীপ, বিক্রমপুর ও কামরূপ রাজ্য তাহার পশ্চিম পারে এবং চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা ও মণিপুর রাজ্য তাহার পূর্ব্ব পারে অবস্থিত ছিল।

বার ভূঞা।

অতঃপর আমরা মুসলমান রাজত্বকালের কায়স্থ ভৌমিকগণের কথা বলিব। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে বাঙ্গলায় বারভূঞা প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁহারা দিল্লির বাদসাহকে কর দিতেন, কিন্তু সৈন্য, দুর্গ, কামান, রণতরী, সমস্তই তাঁহাদের ছিল। নিম্নে বার ভূঞার পরিচয় প্রদত্ত হইল ঃ—

১। চন্দ্রদ্বীপে—কন্দর্পনারায়ণ বসু।
২। যশোহরে—প্রতাপাদিত্য গুহ।
৩। বিক্রমপুরে—চাঁদ-কেদার রায়।
৪। ভূষণায়—মুকুন্দরাম রায়।
৫। ভুলুয়ায়—লক্ষ্মণমাণিক্য শূর।
৬। দিনাজপুরে গণেশ রায়।
৭। তাহিরপুরে— বিজয়লস্কর।
৮। পুঁটিয়ায়—রামচন্দ্র ঠাকুর।
৯। বিষ্ণুপুরে—হাম্বির মল্ল।
১০। চাঁদ প্রতাপে—চাঁদ গাজি।
১১। ভাওয়ালে—ফজল গাজি।
১২। সোণার গাঁয়ে—ঈশা খাঁ।

ইঁহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত ৫জন বঙ্গজকায়স্থ, গণেশ রায় উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ, তাহিরপুর ও পুঁটিয়ায় ব্রাহ্মণ ভৌমিক, বিষ্ণুপুরে ক্ষত্রিয়, চাঁদপ্রতাপ. ভাওয়াল ও সোণারগাঁয়ে মুসলমান। ঈশা খাঁ পূর্ব্বে হিন্দু ছিলেন। তাঁহার পিতা কালিদাস গজদানি চাঁদরায়ের আত্মীয় ছিলেন। (১) দ্বাদশ ভৌমিক মধ্যে প্রতাপাদিত্য, চাঁদ-কেদার রায় এবং ঈশা খাঁ মসনদ্আলি বিশেষ পরাক্রমশালী ছিলেন।

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাঙ্গলায় মোগল পাঠানে যুদ্ধ উপস্থিত হয়। বঙ্গজ প্রসিদ্ধ কুলীন আশগুহের সন্তান শ্রীহর্ষ (রাজা বিক্রমাদিত্য) শেষ পাঠান স্থলতান দায়ুদের প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। প্রতিভা ও কর্ম্মদক্ষতা গুণে শ্রীহর্ষ 'রাজা বিক্রমাদিত্য' উপাধি এবং তাঁহার পিতৃব্যপুত্র 'রাজা বসন্তরায়' উপাধি প্রাপ্ত হন এবং এক বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড তাঁহারা জায়গির স্বরূপে লাভ করেন। যমুনা হইতে সাগর দ্বীপ পর্য্যন্ত সমুদয় ২৪ পরগণা, যশোহর, ও খুলনার অর্দ্ধাংশ তাঁহাদের জায়গিরের অন্তর্গত ছিল। যুদ্ধ আরম্ভ হইলে বিক্রমাদিত্য গৌড় ত্যাগ করিয়া স্বীয় রাজধানী যশোহরে আসেন। যুদ্ধে মোগলের জয় হয়। বিক্রমাদিত্য মোগল সম্রাটকে কর দিতে সম্মত হইয়া নিজ রাজ্য রক্ষা করেন। তাঁহার পুত্র প্রতাপাদিত্য রাজা হইয়া বাদসাহকে কর দেওয়া বন্ধ করিলেন এবং পুরী হইতে চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত সমুদ্রের উপকূল ভাগ দখল করিয়া লইলেন। পিতৃব্য বসন্ত রায়কে স্বাধীন রাজ্য স্থাপনের অন্তরায় মনে করিয়া প্রতাপ তাঁহাকে হত্যা করেন। (২) প্রতাপাদিত্য স্বাধীন নৃপতিরূপে

---

(১) কেহ ২ কালিদাস গজদানীকে ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন। বস্তুতঃ তাহারা রাজপুত, হোসেনসার সময়ে অযোধ্যা হইতে বঙ্গে আসেন।

(২) স্বীয় জামাতা চন্দ্রদ্বীপাধিপতি রামচন্দ্র বসুকে বধ করিতেও তিনি চেষ্টা করিয়াছিলেন, এইরূপ প্রবাদ আছে।

রাজ্যাভিষিক্ত হইয়াছিলেন। রাজ্যাভিষেক কালে বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার নৃপতিবর্গ নিমন্ত্রিত হইয়া যশোহর নগরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি অনেকবার মোগলসেনা পরাভূত করেন। (৩) অবশেষে বাদসাহ জাহাঙ্গির আমেরের রাজা মানসিংহকে বাঙ্গলার সুবাদার করিয়া প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে এক বৃহৎ সৈন্যদল প্রেরণ করেন। মানসিংহ বিপুল বিক্রমে প্রতাপের রাজ্য আক্রমণ করেন। বসন্ত রায়ের পুত্র রাঘব (কচুরায়) মানসিংহের সহিত যোগদান করেন। আরও অনেক বাঙ্গালি, হুগলির কাননগো দপ্তরের ভবানন্দ প্রভৃতি, মানসিংহের সহায়তা করেন। ইচ্ছামতী ও যমুনার সঙ্গমস্থলে ঘোরতর যুদ্ধে প্রতাপাদিত্য পরাজিত হইয়া বন্দী হইলেন। মানসিংহ তাঁহাকে খাচায় পূরিয়া দিল্লির বাদসাহের নিকট প্রেরণ করিতে চেষ্টা করেন, পথিমধ্যে কাশীধামে তাঁহার মৃত্যু হয়। ১৬০৬ খৃঃ।

---

(৩) অমর কবি ভারতচন্দ্র তাঁহার "অন্নদামঙ্গলে" প্রতাপের বীরদর্পের এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ—

"যশোর নগরধাম, প্রতাপ আদিত্য নাম,
মহারাজা বঙ্গজ কায়স্থ।
নাহি মানে পাতশায়, কেহ নাহি আটে তায়,
ভয়ে যত ভূপতি দ্বারস্থ॥"
"বরপুত্র ভবানীর, প্রিয়তম পৃথিবীর,
বায়ান্ন হাজার যার ঢালী।
ষোড়শ হলকা হাতী, অযুত তুরঙ্গ সাতি,
যুদ্ধকালে সেনাপতি কালী॥"

যেই সেনাপতি মানসিংহ ভারতের পশ্চিম প্রান্তে রাজস্থানের বীরকুলমণি প্রাতঃস্মরণীয় ক্ষত্রকুলগৌরব প্রতাপের সর্ব্বনাশ সাধন করেন, তিনিই আবার ভারতের পূর্ব্বপ্রান্তবর্ত্তী বঙ্গের শেষ হিন্দুনরপতি

কায়স্থকুলতিলক প্রতাপের জীবন ও রাজ্য নাশ করিয়া স্বজাতি প্রীতির অপূর্ব্ব নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন। (৪)

বসন্ত রায় ও বিক্রমাদিত্য চন্দ্রদ্বীপ হইতে অনেক কুলীন কায়স্থ নিয়া তাঁহাদের রাজ্যে স্থাপন করেন, তাহাই যশোহর-সমাজ নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছে। বিক্রমাদিত্য ও প্রতাপাদিত্য অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত প্রতিপালন করিতেন এবং তৎকালে অনেক সাধু ও সিদ্ধ-পুরুষ তাঁহাদের রাজ্যে বাস করিতেন।

প্রতাপের ন্যায় বিক্রমপুরের চাঁদ-কেদার রায়ও স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। চাঁদ-কেদার রায় ও ঈশা খাঁ উভয়ের বৃহৎ সৈন্যদল ও পরাক্রান্ত নৌবাহিনী ছিল। প্রথমে এই উভয় রাজবংশে বিশেষ সখ্য ছিল। কথিত আছে একদা ঈশা খাঁ চাঁদ রায়ের সুন্দরী বিধবা কন্যা স্বর্ণময়াকে ছাতের উপর দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে বিবাহ করিতে প্রস্তাব করেন। তদবধি উভয়ের বিচ্ছেদ হয় এবং ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হয়। শ্রীমন্ত খাঁ নামক চাঁদরায়ের বিশ্বাসঘাতক কর্ম্মচারীর কৌশলে স্বর্ণময়ী ঈশাখাঁর গুপ্তচরের হস্তে বন্দিনী হন। কন্যা শত্রুকর্ত্তৃক অপহৃতা হইয়াছেন একথা কর্ণগোচর হওয়ামাত্র চাঁদরায় মূর্চ্ছিত হন. সে মূর্চ্ছা আর ভাঙ্গে নাই। চাঁদরায়ের মৃত্যুর পর তৎপুত্র কেদার রায়ও বিক্রমের সহিত রাজত্ব করিতেছিলেন। কিন্তু অল্পকাল মধ্যে মানসিংহের হস্তেই রায়বংশের রাজ্যৈশ্বর্য্য সমস্ত ধ্বংস হয়।

---

(৪) ১৯২০ সনের বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রি মহাশয় তদীয় অভিভাষণে লিখিয়াছেন. "পাটনা নগরে বিজ্জলদেব নামে একজন চৌহান রাজা ছিলেন। তিনি জগমোহন নামে একজন পণ্ডিতকে নিযুক্ত করিয়া সমস্ত ভারতবর্ষের একখানি গেজেটিয়ার প্রস্তুত করেন। উহার নাম

মুকুন্দরাম রায় ফতেহাবাদ সমাজ স্থাপন করেন। তিনি ফতেহাবাদ ও ভূষণার অধিপতি ছিলেন। তিনিও বাদসাহকে কর দিতেন না। আকবরনামায় তাঁহার বীরত্বের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ১৫৭৪ খৃঃ মোগল সেনাপতি মুনাইম খাঁ বঙ্গ ও উড়িষ্যা আক্রমণ করেন এবং মুরাদখাঁকে পূর্ব্ববঙ্গের জমিদারদিগের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। মুকুন্দরামের সহিত তাঁহার যুদ্ধ আরম্ভ হয়। মুকুন্দ বশ্যতার ছলে মুরাদকে নিমন্ত্রণ করিয়া হত্যা করেন। তৎপুত্র শত্রুজিৎ জাহাঙ্গিরের ঢাকার সুবাদারকে বিশেষ উত্যক্ত করেন। অবশেষে সাহজাহানের সময়ে ১৬৩৬ খৃঃ মোগল সেনা কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া বন্দী হন এবং ঢাকাতে বাদসাহের আদেশে নিহত হন।

লক্ষ্মণমাণিক্যও পরাক্রমশালী ছিলেন। তিনি একবার চন্দ্রদ্বীপ রাজ্য আক্রমণ করেন। পরে চন্দ্রদ্বীপের সহিত তাঁহার সন্ধি স্থাপিত হয়। সেই সন্ধির ফলেই তিনি ভুলুয়াতে বহু ব্রাহ্মণকায়স্থঅধ্যুষিত সমাজ স্থাপনে সমর্থ হন। বঙ্গজ সমাজে চন্দ্রদ্বীপ শিরঃস্থান, তৎকালে যশোহর ব্যতীত অন্য সকল সমাজই চন্দ্রদ্বীপসমাজপতির অনুশাসনে নিয়মিত হইত। চন্দ্রদ্বীপ ও ভুলুয়ার রাজাদিগকে মগও ফিরিঙ্গিদিগের সহিত সর্ব্বদাই লড়াই করিতে হইত। ইহাদের উপদ্রবেই চন্দ্রদ্বীপের রাজধানী 'কচুয়া' হইতে 'মাধবপাশা'তে স্থানান্তরিত হয়। রাজা প্রেমনারায়ণ বসু রায় নিঃসন্তান পরলোক গমন করিলে, তাঁহার ভাগিনেয় রাজা উদয়নারায়ণ মিত্র রায় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে চন্দ্রদ্বীপে রাজা হন। তদ্বংশীয়গণ এখনও মাধবপাশায় বাস করিতেছেন। তাঁহাদের রাজৈশ্বর্য্য সমস্তই কালের কুক্ষিগত হইয়াছে। চন্দ্রদ্বীপরাজবংশ যে কত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে

দেশাবলীবিবৃতি। উহাতে প্রতাপাদিত্যের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় সমস্ত ইতিহাস লিখিত হইয়াছে।"

ভূমিদান করিয়াছেন, কত আত্মীয় প্রতিপালন করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না!

দিনাজপুরের গণেশরায়ের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিতে পারা যায় নাই। উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ মহম্মদপুরের জমিদার সীতারাম রায়ের বীরকীর্ত্তি কাহারও অবিদিত নহে। এই মহাপুরুষের জীবন লীলা অবলম্বনেই অমর কবি বঙ্কিমের 'সীতারাম' রচিত হইয়াছে। পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি আশঙ্কায় আমরা ডাহাপাড়ার বঙ্গাধিকারিগণের, ইদিলপুর-সমাজ প্রতিষ্ঠাতা চৌধুরাবংশের, দিনাজপুর রাজবংশের, ত্রিপুরা সিংহগ্রামের সিংহরাজবংশের, টাকীর চৌধুরী-বংশের, বাজু-সমাজ প্রতিষ্ঠাতা ভূম্যধিকারিগণের এবং অন্যান্য প্রাচীন কায়স্থ ভূমিপালগণের পূর্ব্ব প্রভাবের পরিচয় দিতে বিরত রহিলাম।

কর্ম্মরাজ্যের ন্যায় ধর্ম্মরাজ্যেও অনেক কায়স্থ মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়াছেন। বৈষ্ণবসাহিত্যের আলোচনাপ্রসঙ্গে এবং বর্ত্তমান অধ্যায়ের প্রথম ভাগে তাহা কথঞ্চিৎ উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু বঙ্গীয় কায়স্থের সেই অতুল বিভব, পার্থিব ও অপার্থিব ঐশ্বর্য্য, সমস্তই কালসাগরে ডুবিয়া গিয়াছে। সে দিনের স্মৃতিও প্রায় লুপ্ত হইতেছে। তথাপি সেই প্রতিভা, অতীতের অনুপ্রেরণা বুঝি একবারে লুপ্ত হয় নাই। তাই আজও বাঙ্গলার কায়স্থকুলে রাজেন্দ্রলাল, মধুসূদন, অক্ষয়কুমার, কালীপ্রসন্ন, শিশিরকুমার, বিবেকানন্দ, রমেশচন্দ্র, দ্বারকানাথ, রাসবিহারী, জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, লালমোহন, আনন্দমোহন, সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন, নীলরতন, সুরেশপ্রসাদ, চন্দ্রমাধব, রমেশচন্দ্র, সারদাচরণ, অশ্বিনীকুমার, রাজর্ষি বনমালী, বেদবিদ্ শ্রীশচন্দ্র, অকাল-মৃত হরিনাথ, সেনাপতি সুরেশচন্দ্র ও দানবীর তারকনাথ জন্মগ্রহণ করিতেছেন। যে জাতিতে অর্দ্ধশতাব্দী মধ্যে এ সকল মনীষিগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সে জাতি আজও কোন জাতি হইতে ছোট নহে।

কায়স্থসমাজের সংস্কার।

ক্ষত্রিয়বর্ণোচিত উপনয়নসংস্কার ও সদাচার প্রবর্ত্তন, উচ্চশিক্ষা, বিবিধ অর্থকরী বিদ্যাশিক্ষা, সংস্কৃত শিক্ষা ও স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার, দরিদ্র বালকগণের বিদ্যাশিক্ষার উপায় বিধান, পণপ্রথাজনিত অনিষ্ট নিবারণ এবং কায়স্থ জাতির বিভিন্ন শাখার সম্মিলন, কায়স্থ সমাজের উন্নতি ও কল্যাণের জন্য অত্যাবশ্যক।

উপনয়ন।

বর্ত্তমান কায়স্থ সমাজ একরূপ নিরীশ্বর সমাজ। অধিকাংশ লোকই প্রৌঢ় কাল পর্য্যন্ত, কেহ বা সারা জীবনেও দীক্ষা গ্রহণ করেন না। উপনয়ন সমাজে সম্যক্ প্রচলিত হইলে, উপনয়ন সংস্কারের সঙ্গে বাল্যকাল হইতেই ভগবানের সহিত এবং সংযম ও সদাচারের সহিত সংযোগ স্থাপিত হইবে। এতদপেক্ষা মূল্যবান্ আর কি হইতে পারে? ক্রমে ক্রমে যখন সমাজে উপনয়ন সংস্কার নিষ্ঠার সহিত অনুষ্ঠিত হইবে, যখন উপনয়ন ধর্ম্মানুশীলনের প্রথম সোপান বলিয়া গণ্য হইবে, তখন সমাজ ইহার সুমহৎ ফল উপলব্ধি করিবেন।

বেদই জ্ঞাতব্য, বেদই অধীতব্য, 'অধ্যয়ন' অর্থই বেদাধ্যয়ন, আর বেদে দীক্ষাই উপনয়ন। যে দিন আর্য্য বালক বেদে দীক্ষিত হইলেন সেই দিন তাহার জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দিন। এই জন্য উপনয়ন দ্বিতীয় জন্ম বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এই জন্মে আচার্য্য পিতা এবং গায়ত্রী মাতা হইয়া থাকেন।

স্মৃতি ও উপনিষদাদি পাঠে অবগত হওয়া যায় যে বেদের সার-ভূত প্রণব ও বেদমাতা গায়ত্রীই সংসারসমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হওয়ার একমাত্র ভেলা। কিন্তু উপনয়নসংস্কার না হইলে প্রণব বা গায়ত্রীতে,

বেদপাঠে বা কোন বেদমন্ত্র উচ্চারণে অধিকার হয়না। বেদই আর্য্যধর্ম্মের মূল, বেদই আর্য্যজাতির গৌরব। তাহাতে অনধিকারী হইয়া থাকা অপেক্ষা দুর্গতি আর্য্যবর্ণের পক্ষে আর কিছু হইতে পারে না। অনেক মেধাবী কায়স্থসন্তান বেদও উপনিষৎ পাঠ করেন, ধর্ম্মেও তাঁহাদের আস্থা আছে। কিন্তু তাঁহারা যে অধর্ম্ম করিতেছেন তৎপ্রতি তাঁহাদের লক্ষ্য নাই। শাস্ত্রানুসারে উপনয়ন না হইতে বেদ পাঠ নিষিদ্ধ। উপবীত গ্রহণ করিয়া বেদ পাঠ করিলে যখন কোন প্রত্যবায়ের সম্ভাবনা নাই তখন অনুপনীত অবস্থায় বেদচর্চ্চা করিয়া পাপার্জ্জনের বা শাস্ত্রের মর্য্যাদা লঙ্ঘনের প্রয়োজন কি? বেদ-হীন বঙ্গদেশে অধুনা বেদান্তের চর্চ্চা দিন দিনই বর্দ্ধিত হইতেছে, ইহা আনন্দের বিষয়। কায়স্থসন্তানগণ যথাশাস্ত্র যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিয়া বেদাভ্যাস করুন এবং বেদজ্ঞানের প্রচার করিয়া সমাজের কল্যাণ সাধন করুন।

যিনি কোন সিদ্ধ মহাপুরুষের আশ্রয় লাভ করিয়া সাধন পথে অগ্রসর হইযাছেন, তাঁহার নিজ কল্যাণের জন্য উপনয়ন সংস্কারের বিশেষ প্রয়োজন না থাকিতে পারে। কিন্তু সমাজের হিতের জন্য তাঁহারও উপবীত গ্রহণ করা আবশ্যক। যদি কায়স্থ সমাজে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মানুমোদিত সদাচার প্রচলন বাঞ্ছনীয় হয়, তবে ঐরূপ ধার্ম্মিক ব্যক্তি দিগেরই যথাশাস্ত্র উপবীত গ্রহণ করা এবং সদ্দৃষ্টান্ত দ্বারা সমাজকে সুপথে পরিচালন করা কর্ত্তব্য। উপনয়ন আর্য্যমাত্রেরই ধর্ম্ম, ইহা ত্রৈবর্ণিকের বর্ণধর্ম্ম, ইচ্ছাধীন ব্যক্তিগত ধর্ম্ম নহে। যাহা বর্ণধর্ম্ম, তাহা বর্ণের অন্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তিরই পালনীয়। কায়স্থ জাতিকে দ্বিজাতির অধিকার দিতে হইলে প্রত্যেক কায়স্থ পরিবারেরই দ্বিজাচার সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক। ধার্ম্মিক ও বিদ্বান্ কায়স্থগণ উপনয়ন সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা স্ব স্ব ব্যক্তিগত হিসাবে বিচার না

করিয়া সমস্ত জাতির দিক হইতে বিচার করেন, ইহা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

'পিতা পিতামহ যাহা করেন নাই তাহা কিরূপে করিবে?' কেহ কেহ এইরূপ প্রশ্ন করিয়াছেন। তদুত্তরে বক্তব্য এই যে এককালে বঙ্গীয় কায়স্থগণের পূর্ব্ব পুরুষগণের উপনয়ন সংস্কার ছিল, এখন তাহা পুনরায় অবলম্বন করিলে পূর্ব্বপুরুষাচরিত ধর্ম্মই প্রতিপালন করা হয়। মধ্যযুগে ধর্ম্মবিপ্লব ও রাষ্ট্রবিপ্লবে কায়স্থগণ সংস্কারহীন হইয়া পরধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন, পূর্ব্ব পুরুষের নাম করিয়া সেই পরধর্ম্মের অনুবর্ত্তন করা কদাচ সঙ্গত নহে। যাহা কল্যাণকর তাহা পিতৃপিতামহ না করিলেও করা উচিত। যোগবাশিষ্ঠে এসম্বন্ধে একটী সুন্দর কথা আছে। (১) দশরথসভায় বশিষ্ঠদেব রামচন্দ্রকে উপদেশ দিতেছেনঃ—'অনেক কাপুরুষ আছে যাহারা—ইহা আমার পিতার কূপ, আমি এই কূপের জল পান না করিয়া কেন অন্য জল পান করিব?—এই বলিয়া সেই ক্ষারজল পান করে, তথাপি সন্নিহিত সরোবরের স্বাদু জল পান করে না। হে রাম, তুমি তাহাদের ন্যায় বিচার অবলম্বন করিয়া—আমার পূর্ব্বপুরুষগণ এইরূপ অধ্যাত্ম বিদ্যার চর্চ্চা করেন নাই, আমি কেন করিব?—এইরূপ বিচারপরায়ণ হইয়া মদুক্ত মোক্ষদায়ক ধর্ম্ম ত্যাগ করিও না।'

অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিও বলিয়া থাকেন,—"এ যে

---

(১) নির্ব্বাণ প্রকরণ, উত্তর ভাগ, ৬৩ অধ্যায়।

একদা শ্রীমন্নারায়ণ তীর্থস্বামী পরমহংসদেবের নিকট কায়স্থদের উপনয়ন সম্বন্ধে এইরূপ প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে তিনি যোগবাশিষ্ঠের "তাতস্য কূপোঽয়মিতি ব্রুবাণাঃ ক্ষারং জলং কাপুরুষাঃ পিবন্তি।' এই বাক্য উদাহরণ করিয়া বলিলেন, যাহা কল্যাণকর তাহা পূর্ব্বপুরুষাগত না হইলেও কর্ত্তব্য, আর যাহা অকল্যাণকর তাহা পূর্ব্বপুরুষাচরিত হইলেও পরিত্যজ্য।

পৈতা ফেলিয়া দেওয়ার দিন, এদিনে আপনারা পৈতা লইতে বলিতেছেন!" ইহা কিন্তু প্রকৃত অবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীত কথা। ইহা পৈতা ফেলিবার দিন নহে, পৈতা নেওয়ারই দিন। যাহাদের পৈতা আছে তাহারা কেহই ফেলিতেছেন না, আর তাহারা কখনও বলেন না যে ইহা পৈতা ফেলিবার দিন। যাহাদের পৈতা নাই, তাহারাই একথা বলেন। কিন্তু কেহ ইচ্ছা করিলেই সকলে পৈতা ফেলিয়া দিবেনা, বা দেশ হইতে জাতিভেদ উঠিয়া যাইবেনা। যদি জাতিভেদ থাকিবেই তবে নিজের জাতিকে ছোট করিয়া, শূদ্র করিয়া রাখিলে লাভ কি?

আর এক আপত্তি এই। যাহাদের পৈতা নেওয়ার অধিকার নাই তাহারাও যদি নেয়, তবে আর পৈতা নিয়া কি লাভ হইবে? এই প্রশ্নের উত্তরে বক্তব্য এই যে কাহারও উপর প্রভুত্ব করাই পৈতা নেওয়ার উদ্দেশ্য নহে। সবর্ণোচিত ধর্ম্ম ও সদাচার পালনের জন্য, বেদমন্ত্র ও বৈদিক কার্য্যে অধিকার লাভের জন্য, ভারতবর্ষের কায়স্থ সমাজে ও হিন্দু সমাজে কায়স্থোচিত গৌরব রক্ষার জন্য, বিভিন্ন কায়স্থ সমাজের মিলনের জন্য—উপনয়ন সংস্কার আবশ্যক। গৃহকোণের ক্ষুদ্র কথা এই বৃহৎ উদ্দেশ্যের অন্তরায় হইতে পারে না। কায়স্থ সন্তান, তুমি রজনীর অন্ধকারে চলিতে চলিতে এক গুহার মধ্যে পড়িয়া গিয়াছিলে এবং অগত্যা গুহার অধিবাসিগণের সহিত রাত্রি যাপন করিয়াছ। দিবসের উষালোক সমাগমে যখন উপরে উঠিতে চেষ্টা করিতেছ তখন চিরগুহাবাসী কোন সাহসী ব্যক্তি তোমার অনুসরণ করিতে পারে। কিন্তু পাছে সে উপরে উঠিয়া পড়ে এই আশঙ্কায় কি তুমিও সেই গুহার মধ্যে পড়িয়া থাকিবে? অনধিকারী তাহার কার্য্যের ফল ভোগ করিবে। কিন্তু কেহ অনধিকার চর্চ্চা করিবে বলিয়া তুমি তোমার ন্যায্য অধিকার ত্যাগ করিতে পারনা।

অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বলিয়া থাকেন, "তোমাদের শূদ্রসংস্রব ঘটিয়াছে, তোমাদের এখন পৈতা হইতে পারেনা।" দুই চারিজন শূদ্র লেখা পড়া শিখিয়া অর্থবলে কায়স্থসমাজে প্রবেশ লাভ করিয়াছে, ইহা অসম্ভব নহে। কিন্তু শূদ্রসংস্রব ঘটে নাই কাহার? স্থানবিশেষে ব্রাহ্মণসমাজে শূদ্র কেন, অন্ত্যজের সংস্রবও ঘটিয়াছে : কোন সত্যবাদী ব্রাহ্মণ তাহা অস্বীকার করিতে পারিবেন না। তজ্জন্য কি ব্রাহ্মণ জাতির যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করা কর্ত্তব্য, একথা কেহ বলিবেন? ফলতঃ পাতিত্যের কারণ ব্রাহ্মণ জাতির যত ঘটিয়াছে কায়স্থের তদপেক্ষা অধিক ঘটে নাই, একথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। যে কোন বৃহৎ সমাজই নানা বিপ্লবের মধ্য দিয়া চলিতে চলিতে দূষিত হয়। বাঙ্গলার সুবৃহৎ ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ সমাজেরও তাহাই হইয়াছে। যিনি অনুসন্ধান করিবেন তিনিই দেখিতে পাইবেন যে ভারতবর্ষের কোন জাতিই রক্তবিশুদ্ধির গর্ব্ব করিতে পারেন না। কালপ্রবাহে সকল জাতিতেই বিভিন্ন রক্তের সমাবেশ ঘটিয়াছে। কিন্তু একথা বলিয়া আত্মদোষ ক্ষালনের চেষ্টা করিলেই যথেষ্ট হইলনা। কায়স্থ সমাজের এবিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক।

'তোমরা পৈতা নিলে ব্রাহ্মণ চিনিব কিরূপে?' এইরূপ বালকসুলভ তর্কও শুনিতে পাওয়া যায়। পৈতাই যদি ব্রাহ্মণ চিনিবার একমাত্র উপায় হয় তবে তাহা ব্রাহ্মণ জাতির পক্ষে এবং হিন্দু সমাজের পক্ষেও দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। ব্রাহ্মণ, বর্ণব্রাহ্মণ, অগ্রদানী, গ্রহাচার্য্য, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, বৈদ্য, ভাট, যোগী—কত লোকের পৈতা আছে। সুতরাং কেবল পৈতা দেখিয়াই কাহাকেও ব্রাহ্মণ স্থির করা মূর্খতা মাত্র। শাস্ত্রে চারিবর্ণের চারি প্রকার তিলক ধারণের বিধান আছে। ব্রাহ্মণ ললাটে ঊর্দ্ধ পুণ্ড্র, ক্ষত্রিয় ত্রিপুণ্ড্র (দক্ষিণ হইতে বামে বিস্তৃত তিনটী চন্দন রেখা), বৈশ্য অর্দ্ধচন্দ্রাকার এবং শূদ্র বৃত্তাকার তিলক

ধারণ করিবেন। স্বীয় বর্ণোচিত তিলক ধারণ করিলে ললাট দেখিয়াই কে ব্রাহ্মণ কে কায়স্থ জানা যাইতে পারে, কিন্তু তিলক দ্বারাও বর্ণ-ব্রাহ্মণাদিকে চিনিবার উপায় নাই। সুতরাং অপরিচিত স্থলে পরিচয় জিজ্ঞাসা না করিয়া নিশ্চয়রূপে জাতি অবগত হওয়া সম্ভব নহে। শাস্ত্রে ব্রাহ্মণের কার্পাস সূত্রের, ক্ষত্রিয়ের শণ সূত্রের এবং বৈশ্যের মেষলোমের পৈতা ধারণের বিধান আছে. কিন্তু পৈতা পরীক্ষা করিয়া জাতি নির্ণয় আরও অসম্ভব।

শিক্ষা।

লেখাপড়ার জন্যই যাহাদের সৃষ্টি, লেখাপড়াই যাহাদের উপজীবিকা, তাহাদের লেখাপড়ায় সকল জাতি হইতে উন্নত হওয়া স্বাভাবিক। ভারতের কোন প্রদেশেই কায়স্থগণ লেখাপড়ায় পশ্চাৎপদ নহে, কিন্তু প্রতিযোগিতায় ক্রমশঃ তাহারা স্থানচ্যুত হইতেছে। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য এবং অন্য সকল জাতিই এখন কায়স্থের ব্যবসায় অবলম্বন করিতেছে, তাহাতে কায়স্থদের আর্থিক অবস্থাও দিন২ শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে। সকল জাতিরই জাতীয় বৃত্তি আছে, কিন্তু কায়স্থের জাতীয় ব্যবসায় লুপ্ত হইয়াছে, এখন তাহাতে সকল জাতিরই সমান অধিকার। ব্রাহ্মণসন্তান মূর্খ হইলেও পৌরোহিত্য করিতে পারেন, গুরুতাও করিতে পারেন; কিন্তু কায়স্থ বালক মূর্খ হইলে তাহার উপায় কি? এখন আর কেবল রাজকার্য্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহের সম্ভাবনা নাই। এখন কায়স্থ বালকগণের নানারূপ অর্থকরী বিদ্যা উপার্জ্জন এবং বাণিজ্য, কৃষি, শিল্প প্রভৃতি ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হওয়া আবশ্যক। শাস্ত্রানুসারে চিকিৎসা নিন্দিত বৃত্তি, পূর্ব্বে সমাজেও তাহার নিন্দা ছিল, কিন্তু এখন তাহার বিশেষ সম্মান বৃদ্ধি হইয়াছে এবং তাহাতে প্রভূত অর্থাগম হইতেছে। সুতরাং

এখন কায়স্থদিগের আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানে মনোনিবেশ করা অন্যায় নহে। কায়স্থ বালকদিগকে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা ও বেদ পাঠে উৎসাহ দান করা একান্ত কর্ত্তব্য।

সমাজকে উন্নত করিতে হইলে নরনারী সকলেরই সুশিক্ষা আবশ্যক। যেমন একপক্ষে বিহঙ্গ আকাশে উড়িতে পারে না, তেমন কেবল পুরুষের শিক্ষায় সমাজ উঠিতে পারে না। নর নারীর কার্য্যক্ষেত্র ভিন্ন, সুতরাং তাহাদের শিক্ষাও স্বতন্ত্র হওয়া উচিত। যাহাতে প্রত্যেক বালিকাই অন্ততঃ মাতৃভাষায় বেশ ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে পারে তদ্রূপ ব্যবস্থা করা অত্যাবশ্যক।

কায়স্থ বালকের পক্ষে ভালরূপ লেখাপড়া শিক্ষা না করা লজ্জার কথা। কিন্তু অনেকেরই এমন অবস্থা নহে যে ভাল লেখাপড়া শিখিতে পারে। সম্পন্ন কায়স্থদিগের কর্ত্তব্য দরিদ্র বালকদিগকে সাহায্য করা। কিন্তু বঙ্গীয় কায়স্থসমাজে সজাতিপ্রীতির একান্ত অভাব। এলাহাবাদের মহাত্মা মুন্সী কালীপ্রসাদ দরিদ্র কায়স্থ বালকগণের শিক্ষার জন্য সর্ব্বস্ব দান করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রদত্ত অর্থেই এলাহাবাদ কায়স্থ পাঠশালা ও ছাত্রাবাস স্থাপিত হইয়াছিল। তাহা এখন বি, এ, কলেজে পরিণত হইয়াছে। সম্প্রতি উত্তর পশ্চিমের চৌধুরী মহাদেব প্রসাদ ৪০ সহস্র টাকা বার্ষিক আয়ের ভূসম্পত্তি দান করিয়াছেন। তাহার সর্ত্ত এই যে ঐ টাকা প্রতিবর্ষে কেবল দরিদ্র ও যোগ্য কায়স্থ শিক্ষার্থিগণের সাহায্যার্থে ব্যয়িত হইবে। তাঁহার পরলোকগতা ভগ্নীও সজাতির হিতার্থে ৫ লক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন। কবে বাঙ্গলার কায়স্থ এমন সজাতি প্রীতি, এমন মহানুভবতা প্রদর্শন করিবে?

বরপণ।

ব্রাহ্ম, প্রাজাপত্য, দৈব, আর্ষ, গান্ধর্ব্ব, আসুর, রাক্ষস ও পৈশাচ —শাস্ত্রে এই ৮ প্রকার বিবাহ উক্ত হইয়াছে। বিদ্যা ও সদাচার-সম্পন্ন বরকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক বস্ত্রাভরণভূষিতা কন্যা দান করিবেন, ইহাই ব্রাহ্ম বিবাহ। এইরূপে কন্যাদানই সর্ব্বাপেক্ষা পুণ্যজনক বলিয়া প্রশংসিত হইয়াছে। প্রাচীনকালে এইরূপ ব্রাহ্ম বিবাহ অল্পই হইত। আসুর (অর্থদ্বারা কন্যাগ্রহণ) এবং গান্ধর্ব্ব (বর-কন্যার পরস্পর অনুরাগ বশতঃ মিলন) চারিবর্ণের জন্যই বিহিত ছিল। তখন সকলে কন্যালাভের জন্যই লালায়িত ছিল; অর্থ না পাইলে বিবাহ করিব না, এমন দুরাকাঙ্ক্ষা তখন কল্পনারও অতীত ছিল। প্রাচীনকালে ক্ষত্রিয় রাজা জামাতাকে হস্তী, অশ্ব, রথ, দাস, দাসী যৌতুক স্বরূপ দান করিয়াছেন এমন উদাহরণ দৃষ্ট হয়। কিন্তু সাধারণ সমাজে যৌতুক দানের প্রথা ছিল না। এমন দৃষ্টান্ত দেখা যায় যে গুরুগৃহে অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া কৃতবিদ্য যুবক ঋষিদের আশ্রমে যাইয়া, "আমি সাঙ্গবেদ অধ্যয়ন করিয়া সমাবর্ত্তন করিয়াছি, আপনি কি আমাকে কন্যাদান করিবেন?"—এই বলিয়া কন্যা প্রার্থনা করিতেছেন। সেই প্রাচীন আদর্শ হইতে সমাজ কতদূরে সরিয়া পড়িয়াছে! এখন কত সুরূপা সুলক্ষণা কন্যার পিতাও পাত্রের অন্বেষণে ভ্রমণ করিতেছেন এবং পাত্রের মনোমত অর্থপ্রদানে অসমর্থ হইয়া 'হা হতোস্মি' করিতেছেন। এখন ভদ্র গৃহে কন্যার জন্মমাত্রই অমঙ্গলের সূত্রপাত হয়, জনকজননী প্রাণসমা দুহিতাকে আর আনন্দের সহিত গ্রহণ করিতে পারেন না। এতদপেক্ষা দুর্গতি আর কি হইতে পারে?

বর্ত্তমান পণপ্রথা নারীজাতির দুঃসহ অবমাননা। কন্যার রূপ

গুণের প্রতিও তেমন লক্ষ্য নাই, টাকা পাইলেই হইল। লোকে যেন টাকাই বিবাহ করিতে চাহে, কন্যাটী সঙ্গে 'ফাও' মাত্র। আমাদের মেয়েগুলি যেন একবারে 'ফেলা ফেলা' হইয়া গিয়াছে। কন্যাকে পাত্রস্থা করিতে জনক জননীর ক্লেশ হইতেছে, অনেক পরিবার সর্ব্বস্বান্ত হইতেছে, কিন্তু এ দুঃখ হইতেও একটী গুরুতর দুঃখ আছে। শৈশব হইতেই যদি মেয়েগুলি ভাবিতে বাধ্য হয় যে তাহারা মাতাপিতার অশেষ কষ্ট ও অশান্তির কারণ, তাহারা যদি শৈশবেই তাহাদের নারীজীবনকে ধিক্কার দিতে শিক্ষা করে, তবে দেশের ভাবী কল্যাণের আশা সুদূরপরাহত। নারীসমাজ আশৈশব মর্ম্মপীড়িত ও নাড়ীক্ষীণ হইলে, এমনভাবে কন্যাকুলের ডিজেনারেশন্ চলিতে থাকিলে আমাদের জাতীয় উন্নতির আশা আকাশকুসুম মাত্র।' দেবী স্নেহলতা অল্প দুঃখে জীবন দান করেন নাই। আজও কি সমাজের চৈতন্য হইবে না?

তোমার যত বিদ্যাবুদ্ধি কেন না থাকুক, একটী ভদ্রকন্যা— যিনি তোমার ভগ্নীর ন্যায়ই অপর একটী ভদ্রকন্যা— তাহার সহধর্ম্মিতা লাভই তোমার সমস্ত বিদ্যাবুদ্ধির যথেষ্ট পুরস্কার বলিয়া তোমার মনে করা কর্ত্তব্য। প্রভূত অর্থ আদায় না করিয়া তুমি যাহাকে বিবাহ করিলে না, যাহার মাতাপিতাকে বিপন্ন না করিয়া তুমি তাহাকে গ্রহণ করিলে না, তাহাকে লইয়া তুমি জীবনে কিরূপে সুখী হইবে? পক্ষান্তরে এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়া তুমি তোমার আপন ভগ্নীর দুঃখই বৃদ্ধি করিতেছ না কি? প্রত্যেক শিক্ষিত যুবকেরই ইহা ভাবিবার ও বুঝিবার বিষয়।

কন্যা সদ্বংশজাতা ও সুলক্ষণা কিনা, মাতাপিতার চরিত্র উন্নত কি না, সৎসংসর্গে লালিতা পালিতা ও সুশিক্ষিতা কি না—এসকল বিশেষ দেখিবার বিষয়। কিন্তু এসকল গুণ সত্ত্বেও কন্যা অসিতা

হইলে তাহার জন্য পাত্র সংগ্রহ করা কঠিন। ইদানীং এই শ্বেতবর্ণ-প্রীতি অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহা সমাজের সুস্থতার লক্ষণ নহে। কালবর্ণের মধ্যেও সেই মন আত্মা, সেই প্রীতি ভক্তি, সেই ভাব ও ভালবাসা সমস্তই আছে। তোমার সুখের জন্য যাহা প্রয়োজন ঐ কালবর্ণের মধ্যেও সে সবই আছে, বরং বেশী আছে। কেবল বহিরাবরণে মুগ্ধ হইয়া ভিতরের সৌন্দর্য্যের প্রতি লক্ষ্যহীন হওয়া সঙ্গত নহে। আমাদের ভগ্নীগুলি আমাদের মতনই ত হইবে।

আন্তর্গণিক বিবাহ।

এই দ্বাদশ বৎসর যাবৎ বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভায় বঙ্গজ, দক্ষিণ রাঢ়ীয়, উত্তররাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র—বাঙ্গলার এই চারি সমাজ মধ্যে আন্তর্গণিক বিবাহের পক্ষে মন্তব্য গৃহীত হইয়া আসিতেছে। 'ভারতবর্ষীয় কায়স্থসভার গত দুই অধিবেশনেও ভারতের সকল প্রদেশের কায়স্থ-গণের মধ্যে আহার ব্যবহার ও আদান প্রদানের পক্ষে মন্তব্য অবধারিত হইয়াছে। তদনুসারে কিছু ২ কার্য্যও হইতেছে। যাহাতে কার্য্যতঃ ভারতের সমুদয় কায়স্থ মিলিয়া একজাতিতে পরিণত হইতে পারেন তদ্বিষয়ে মনস্বী শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় অশেষ চেষ্টা করিতেছেন। আমরা আশা করি এই জাতীয় আন্দোলনের প্রাণ-স্বরূপ মিত্রজ মহাশয় জীবদ্দশাতেই তাঁহার চেষ্টার সুমহৎ ফল প্রত্যক্ষ করিয়া যাইবেন।

আর একখানা ক্ষুদ্র পুস্তকে বাঙ্গলার চারিসমাজের এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের কায়স্থগণের সামাজিক অবস্থা ও সংস্কার সম্বন্ধে আলোচনা করিবার আশা রহিল।

শূদ্রবর্ণ।

অধুনা শূদ্রবর্ণ সম্বন্ধে যথা তথা আলোচনা হইতেছে। শূদ্র কে, শূদ্রের লক্ষণ কি, শূদ্রের কর্ম্ম কিরূপ ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর অনেক সময় প্রদান করিতে হয়। অতএব এই অধ্যায়ে শূদ্রবর্ণ বিষয়ক বিশিষ্ট শাস্ত্র প্রমাণ প্রদত্ত হইল।

মহাভারত শান্তিপর্ব্ব।

ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মভি র্বর্ণতাং গতম্॥
কামভোগপ্রিয়া স্তীক্ষ্ণাঃ ক্রোধনাঃ প্রিয়সাহসাঃ।
ত্যক্তস্বধর্ম্মা রক্তাঙ্গাস্তে দ্বিজাঃ ক্ষত্রতাং গতাঃ॥
গোভ্যোর্বৃত্তিং সমাস্থায় পীতাঃ কৃষ্যুপজীবিনঃ।
স্বধর্ম্মান্নানুতিষ্ঠন্তি তে দ্বিজা বৈশ্যতাং গতাঃ॥
হিংসানৃতপ্রিয়া লুব্ধাঃ সর্ব্বকর্ম্মোপজীবিনঃ।
কৃষ্ণাঃ শৌচপরিভ্রষ্টাস্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ॥
ইত্যেতৈঃ কর্ম্মভির্ব্যস্তা দ্বিজা বর্ণান্তরং গতাঃ। ১৮৮ অঃ।

পারস্কর গৃহ্যসূত্র।

অনিষিদ্ধকর্ম্মণাং শূদ্রাণান্তু উপনয়নং।

আপস্তম্ব ধর্ম্মসূত্র।

আর্য্যাধিষ্ঠাতা বা শূদ্রাঃ সংস্কর্ত্তারঃ স্যুঃ॥

মহাভারত অনুশাসনপর্ব্ব।

জ্ঞানবিজ্ঞান সম্পন্নঃ সংস্কৃতো বেদপারগঃ।
বিপ্রো ভবতি ধর্ম্মাত্মা ক্ষত্রিয়ঃ স্বেন কর্ম্মণা॥
এতৈঃ কর্ম্মফলৈ র্দেবি ন্যূনজাতিকুলোদ্ভবঃ।
শূদ্রোঽপ্যাগম সম্পন্নো দ্বিজো ভবতি সংস্কৃতঃ॥

ব্রাহ্মণো বাপ্যসদ্বৃত্তঃ সর্ব্বসঙ্করভোজনঃ।
ব্রাহ্মণ্যং স সমুৎসৃজ্য শূদ্রো ভবতি তাদৃশঃ॥
কর্ম্মভিঃ শুচিভি র্দেবি শুদ্ধাত্মা বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
শূদ্রোপি দ্বিজবৎসেব্য ইতি ব্রহ্মাব্রবীৎ স্বয়ম্॥
স্বভাবঃ কর্ম্ম চ শুভং যত্র শূদ্রেঽপি তিষ্ঠতি।
বিশিষ্টঃ স দ্বিজাতে র্বৈ বিজ্ঞেয় ইতি মে মতিঃ॥
ন যোনি র্নাপি সংস্কারো ন শ্রুতং ন চ সন্ততিঃ।
কারণানি দ্বিজত্বস্য বৃত্তমেব তু কারণম্॥
সর্ব্বোঽয়ং ব্রাহ্মণো লোকে বৃত্তেন তু বিধীয়তে।
বৃত্তেস্থিতস্তু শূদ্রোপি ব্রাহ্মণত্বং নিযচ্ছতি॥
ব্রাহ্মঃ স্বভাবঃ সুশ্রোণি সমঃ সর্ব্বত্র মে মতিঃ।
নির্গুণং নির্ম্মলং ব্রহ্ম যত্র তিষ্ঠতি স দ্বিজঃ॥ ১৪৩ অঃ।

এই সকল প্রমাণ হইতে জানা যাইতেছে যে—১। প্রথমে এক ব্রাহ্মণবর্ণই ভগবান্ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং ক্রমে গুণ ও কর্ম্মভেদে ঐ ব্রাহ্মণবর্ণই চারিবর্ণে বিভক্ত হইয়াছে। শান্তিপর্ব্বে শূদ্রও ব্রাহ্মণাদি ত্রিবর্ণের সজাতি বলিয়া পুনঃ পুনঃ উক্ত হইয়াছে। ২। যে শূদ্র কোন নিষিদ্ধ কর্ম্ম করেনা তাহার উপনয়ন হইতে পারে।(১) ৩। আপস্তম্বসূত্র হইতে জানা যাইতেছে যে পূর্ব্বকালে শূদ্রগণই ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য এই আর্য্য ত্রিবর্ণের পাচকতা করিতেন। ৪। আর অনুশাসন পর্ব্বে মহেশ্বর উমাকে বলিতেছেন, "বেদপারগ ধর্ম্মাত্মা ক্ষত্রিয় স্বীয় কর্ম্ম দ্বারা ব্রাহ্মণ হয়। তদ্রূপ কর্ম্মদ্বারা নীচ শূদ্রও সংস্কৃত হইয়া দ্বিজ হয়। পক্ষান্তরে অপকর্ম্মরত ব্রাহ্মণও শূদ্র

---

(১) মনু ও যাজ্ঞবল্ক্যের মতে ঐরূপ শূদ্রের বৈশ্যবৎ ১৫ দিন অশৌচ হইবে।

হইয়া যায়। ব্রহ্মা স্বয়ংই বলিয়াছেন যে শুদ্ধাত্মা জিতেন্দ্রিয় শূদ্র পবিত্র কর্ম্মদ্বারা দ্বিজাতির ন্যায় পূজ্য হয়। স্বভাব ও কর্ম্ম যদি শূদ্রেও উত্তম দৃষ্ট হয় তবে তাঁহাকে দ্বিজাতি হইতেও শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিবে। ব্রাহ্মণকুলে জন্ম, উপনয়নাদি সংস্কার বা শাস্ত্রজ্ঞান ব্রাহ্মণত্বের কারণ নহে, চরিত্রের পবিত্রতাই ব্রাহ্মণত্বের কারণ। শুদ্ধ কর্ম্মদ্বারা শূদ্রও ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়। নির্গুণ নির্ম্মল ব্রহ্ম যাহাতে অধিষ্ঠিত তিনিই ব্রাহ্মণ।"

কিন্তু মহাভারতের এই উদার মত ধর্ম্মশাস্ত্রে লক্ষিত হয় না। ধর্ম্মশাস্ত্রমতেই হিন্দুর ধর্ম্ম-কর্ম্ম ও সমাজ পরিচালিত হয়; সুতরাং ধর্ম্মশাস্ত্রে শূদ্রজাতি সম্বন্ধে যাহা উক্ত হইয়াছে এ স্থলে তাহার আলোচনা করা আবশ্যক।

যাজ্ঞবল্ক্য।

ইজ্যাধ্যয়ন দানানি বৈশ্যস্য ক্ষত্রিয়স্য চ।
প্রতিগ্রহোহধিকো বিপ্রে যাজনাধ্যাপনে তথা॥ ১১৮।
প্রধানং ক্ষত্রিয়ে কর্ম্ম প্রজানাং পরিপালনম্।
কুষীদকৃষিবাণিজ্যং পাশুপাল্যং বিশঃ স্মৃতম্॥ ১১৯
শূদ্রস্য দ্বিজশুশ্রূষা তয়াজীবন্ বণিগ্ ভবেৎ।
শিল্পৈর্ব্বা বিবিধৈ র্জীবেদ্ দ্বিজাতিহিতমাচরন্॥ ১ অঃ।

মনু।

একমেবতু শূদ্রস্য প্রভুঃ কর্ম্ম সমাদিশৎ।
এতেষামেব বর্ণানাং শুশ্রূষামনসূয়য়া॥ ৯১।১ অঃ।
শূদ্রন্তু কারয়েদ্দাস্যং ক্রীতমক্রীতমপি বা।
দাস্যায়ৈব হি সৃষ্টোহসৌ ব্রাহ্মণস্য স্বয়ম্ভুবা॥ ৪১৩।৮ অঃ
উচ্ছিষ্টমন্নং দাতব্যং জীর্ণানি বসনানি চ।
পূলাকাশ্চৈব ধান্যানাং জীর্ণাশ্চৈব পরিচ্ছদাঃ॥ ১২৫।১০অঃ।

ন শূদ্রে পাতকং কিঞ্চিৎ ন চ সংস্কারমর্হতি। (২)
নাস্যাধিকারো ধর্ম্মেঽস্তি ন ধর্ম্মাৎ প্রতিষেধনম্।১২৬
শক্তেনাপিহি শূদ্রেণ ন কার্য্যো ধনসঞ্চয়ঃ।
শূদ্রোহি ধনমাসাদ্য ব্রাহ্মণানেব বাধতে॥ ১২৯

পরাশর।

দুঃশীলোপি দ্বিজঃ পূজ্যো ন শূদ্রো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
কঃ পরিত্যজ্য দুষ্টাং গাং দুহেচ্ছীলবতীং খরীম্॥ ৩২।৮অঃ।
শূদ্রান্নং শূদ্রসম্পর্কং শূদ্রেণ তু সহাসনম্।
শূদ্রাজ্জ্ঞানাগমশ্চাপি জ্বলন্তমপি পাতয়েৎ॥
দক্ষিণার্থং তু যো বিপ্রঃ শূদ্রস্য জুহুয়াদ্ধবিঃ।
ব্রাহ্মণস্তু ভবেৎ শূদ্রঃ শূদ্রস্তু ব্রাহ্মণো ভবেৎ॥ ৩৫।১২ অঃ।

আপস্তম্ব।

শূদ্রান্নে নোদরস্থেন যঃ কশ্চিৎ ম্রিয়তে দ্বিজঃ।
স ভবেৎ শূকরো গ্রাম্যো মৃতঃ শ্বা বাথ জায়তে॥ ১১।৮অঃ।

অঙ্গিরা।

অমৃতং ব্রাহ্মণস্যান্নং ক্ষত্রিয়ান্নং পয়ঃ স্মৃতম্।
বৈশ্যস্য চান্নমেবান্নং শূদ্রান্নং রুধিরং ধ্রুবম্॥ ৫৭। (৩)

বৃহন্নারদীয় সংহিতা।

যঃ শূদ্রেণার্চ্চিতং লিঙ্গং বিষ্ণুং বা প্রণমেন্নরঃ।
ন তস্য নিষ্কৃতিশ্চাস্তি প্রায়শ্চিত্তাযুতৈরপি॥ ৫৪।১৪

অত্রি।

অজ্ঞানাৎ পিবতে তোয়ং ব্রাহ্মণঃ শূদ্রজাতিষু।
অহোরাত্রোষিতঃ স্নাত্বা পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি। ২৪৮।

---

(২) "বিবাহমাত্রং সংস্কারং শূদ্রোপি লভতে সদা।" শুদ্ধিতত্ত্বে।
(৩) শূদ্রের মধ্যে কাহারও কাহারও অন্নগ্রহণের ব্যবস্থাও

জপস্তপস্তীর্থযাত্রা প্রব্রজ্যা মন্ত্রসাধনম্।
দেবতারাধনঞ্চৈব স্ত্রীশূদ্রপতনানি ষট্॥ ১৩৫।
বধ্যোরাজ্ঞা স বৈ শূদ্রো জপহোমপরশ্চ যঃ। (৪)
ততো রাষ্ট্রস্য হন্তাসৌ যথা বহ্নেশ্চ বৈ জলম্॥ ১৯।

বিষ্ণু।

ন শূদ্রায় মতিং দদ্যাৎ। ন চাস্যোপদিশেদ্ধর্ম্মম। নব্রতম্। ১৭অঃ। হীনবর্ণোঽধিকবর্ণস্য যেনাঙ্গে নাপরাধং কুর্য্যাৎ তদেবাস্য

ধর্ম্মশাস্ত্রে দৃষ্ট হয়ঃ—

নাপিতান্বয়মিত্রার্দ্ধসীরিণো দাসগোপকাঃ।
শূদ্রাণামপ্যমীষান্ত ভুক্ত্বান্নং নৈব দুষ্যতি॥ ৩অঃ ব্যাস।

নাপিত, কুলমিত্র, অর্দ্ধসীরী (যে ভূমি চাষকরিয়া দেয়), দাস এবং গোপ—শূদ্রের মধ্যে ইহাদের অন্ন গ্রহণ করা যাইতে পারে, তাহাতে দোষ নাই। এইরূপ বাক্য মনু ৪অঃ, যাজ্ঞবল্ক্য ১অঃ, পরাশর ১১অঃ, বিষ্ণু ৫৭অঃ এবং যমসংহিতাতেও দৃষ্ট হয়। গোপ ও নাপিতই যে শূদ্রজাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ তাহা এ সমুদয় শাস্ত্রবাক্য হইতে সম্যক্ প্রমাণিত হইতেছে।

(৪) রামায়ণে উত্তরকাণ্ডে তাহার উদাহরণ, যথা—

তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা রামস্যাক্লিষ্টকর্ম্মণঃ।
অবাক্‌শিরা স্তথাভূতো বাক্যমেতদুবাচহ॥
শূদ্রযোন্যাং প্রজাতোস্মি তপ উগ্রং সমাস্থিতঃ।
দেবত্বং প্রার্থয়ে বীর সশরীরো মহাযশঃ॥
ন মিথ্যাহং বদে রাম দেবলোকজিগীষয়া।
শূদ্রং মাং বিদ্ধি কাকুৎস্থ শম্বূকং নাম নামতঃ॥
ভাষতস্তস্য শূদ্রস্য খড়্গং সুরুচিরপ্রভং।
নিষ্কৃষ্য কোষাৎ বিমলং শির শ্চিচ্ছেদ রাঘবঃ॥ ৮৯সর্গ।

শাতয়েৎ। একাসনোপবেশী কট্যাং কৃতাঙ্কো নির্ব্বাস্যঃ। নিষ্ঠী-ব্যোষ্টদ্বয়বিহীনঃ কার্য্যঃ। আক্রোশয়িতা চ বিজিহ্বঃ। দর্পেণ ধর্ম্মোপদেশকারিণো রাজা তপ্তমাসেচয়েৎ তৈলমাস্যে। দ্রোহেণ চ নামজাতি গ্রহণে দশাঙ্গুলোঽস্য শঙ্কুর্নিখেয়ঃ॥ ৫ অঃ।

গৌতম।

শূদ্রো দ্বিজাতীনভিসন্ধ্যায়াভিহত্য চ বাগ্‌দণ্ড পারুষ্যাভ্যামঙ্গং মোচ্যো যেন উপহন্যাৎ। আর্য্যস্ত্রী-অভিগমনে লিঙ্গোদ্ধারঃ। স্বহরণ ঞ্চগোপ্তা চেদ্‌বধোঽধিকঃ। অথাহ অস্য বেদমুপশৃন্বতস্ত্রপুজতুভ্যাং শ্রোত্রপ্রতিপূরণম্। উদাহরণে জিহ্বাচ্ছেদঃ। ধারণে শরীরভেদঃ। আসনশয়নবাক্‌পথিষু সমপ্রেপ্সুঃ দণ্ড্য শতম্।

শূদ্রবর্ণ সম্বন্ধে এইরূপ আরও বহু স্মৃতিবচন উদ্ধার করা যাইতে পারে। উদ্ধৃত বাক্য সমূহের মর্ম্ম এই ঃ—

যজ্ঞ, বেদপাঠ ও দান ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য তিনবর্ণেরই কর্ত্তব্য। দানগ্রহণ, যাজন (পৌরোহিত্য) এবং বেদের অধ্যাপনাতে কেবল ব্রাহ্মণেরই অধিকার। ক্ষত্রিয়ের প্রধান কার্য্য প্রজাপালন। বৈশ্যের কার্য্য কুসীদ (সুদগ্রহণ), কৃষি, বাণিজ্য ও পশুপালন। শূদ্রের কার্য্য দ্বিজাতির সেবা। তাহাতে জীবিকানির্ব্বাহ না হইলে বাণিজ্য করিবে, অথবা বিবিধ শিল্পকর্ম্ম করিবে।

সন্তুষ্টচিত্তে তিনবর্ণের সেবাই শূদ্রের একমাত্র কার্য্য ভগবান্ আদেশ করিয়াছেন। শূদ্র অর্থদ্বারা ক্রীতই হউক বা অক্রীতই হউক, তাহার দ্বারা দাস্য করাইবে, কারণ ব্রাহ্মণের দাসত্বের জন্যই ঈশ্বর তাহার সৃষ্টি করিয়াছেন। জীর্ণবস্ত্র, পুরাতন কোর্ত্তা, উচ্ছিষ্ট অন্ন, ধান ছাড়াইয়া তাহার খর প্রভৃতি শূদ্রকে দিবে। বিবেকহীন ইতর জীবের যেমন পাতক নাই, শূদ্রেরও তদ্রূপ পাতক নাই।

শূদ্র সংস্কারের যোগ্য নহে, তাহার ধর্ম্মে অধিকার নাই, দেবদ্বিজে ভক্তিপ্রদর্শনাদিরূপ ধর্ম্মে তাহার নিষেধও নাই। শক্তিমান হইলেও শূদ্রের ধনসঞ্চয় কর্ত্তব্য নহে, কারণ শূদ্র ধনবান্ হইলে ব্রাহ্মণসেবা করিবে না।

পরাশর বলিতেছেন দ্বিজ দুশ্চরিত্র হইলেও পূজ্য, কিন্তু শূদ্র জিতেন্দ্রিয় হইলেও পূজ্য নহে; দুষ্টা গাভীকে ত্যাগ করিয়া সুশীলা গর্দ্দভীকে দোহন করে কোন মূর্খ? শূদ্রের অন্নগ্রহণ, শূদ্রের সংস্রব, শূদ্রের সহিত একাসনে উপবেশন, শূদ্র হইতে জ্ঞানলাভ জ্ঞানে সমুজ্জ্বল ব্যক্তিকেও পাতিত করে। যে ব্রাহ্মণ দক্ষিণার লোভে শূদ্রের ঘৃত আহুতি দেয় সেই ব্রাহ্মণ শূদ্র হয়, আর ঐ শূদ্রই ব্রাহ্মণ হয়।

শূদ্রান্ন উদরে থাকিতে যদি কোন ব্রাহ্মণ মরে তবে সে গ্রাম্য শূকর বা কুকুর হইয়া জন্মে। শূদ্রের অন্ন রুধিরতুল্য। শূদ্রের দ্বারা অর্চ্চিত দেববিগ্রহ বা বিষ্ণুকে যে ব্যক্তি প্রণাম করে, অযুত প্রায়শ্চিত্তেও তাহার নিস্তার নাই। ভ্রমক্রমে ব্রাহ্মণ শূদ্রের জল পান করিলে দিবারাত্রি উপবাস করিয়া স্নানান্তে পঞ্চগব্য পানকরিয়া শুদ্ধিলাভ করিবে।

নারীর পতিসেবা এবং শূদ্রের দ্বিজাতিসেবাই একমাত্র ধর্ম্ম। জপ, তপস্যা, তীর্থগমন, সন্ন্যাস, মন্ত্রসাধন, দেবতার আরাধনা—এই, ছয় কার্য্য করিলে স্ত্রী ও শূদ্র পতিত হইবে। যে শূদ্র জপহোমাদি করে তাহাকে রাজা বধ করিবেন, কারণ জল যেমন অগ্নিকে বিনাশ করে সেই শূদ্রও তদ্রূপ রাজ্যকে বিনষ্ট করে। রামায়ণে এইরূপ শূদ্রবধের উদাহরণ দৃষ্ট হয়। শম্বূক নামক শূদ্র উর্দ্ধপদে তপস্যা করিতেছিলেন। রাম তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, শূদ্রযোনিতে তাঁহার জন্ম, শম্বূক তাহার নাম, সশরীরে দেবলোক লাভের জন্য তিনি উগ্রতপস্যায় লিপ্ত হইয়াছেন। ইহা

শুনিয়া রাম তাঁহার বিমল অসিদ্বারা শম্বূকের শিরশ্ছেদ করিলেন।

বিষ্ণু বলিতেছেন শূদ্রকে বিদ্যাদান করিবে না, ধর্ম্ম উপদেশ করিবে না, ব্রত দিবে না। অধমবর্ণ শূদ্র উত্তমবর্ণ ব্রাহ্মণের প্রতি যে অঙ্গদ্বারা অপরাধ করিবে তাহার সেই অঙ্গ ছেদন করিবে। একাসনে বসিলে কটিতে দাগ দিয়া নির্ব্বাসিত করিবে। থুথু দিলে ওষ্ঠহীন করিয়া দিবে। আক্রোশ প্রকাশ করিলে জিহ্বা কাটিয়া দিবে। দর্পের সহিত ধর্ম্মোপদেশ করিলে মুখে তপ্ততৈল ঢালিয়া দিবে। দ্রোহপূর্ব্বক নামজাতি উচ্চারণ করিলে দশাঙ্গুল পরিমিত শেল মুখে পুতিয়া দিবে।

গৌতমও বলিতেছেন শূদ্র দ্বিজাতিকে গালিদিলে বা আঘাত করিলে যে অঙ্গদ্বারা তাহা করিবে তাহা ছেদন করিবে। আর্য্যের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের স্ত্রীতে উপগত হইলে তাহার লিঙ্গ উৎপাটন করিবে। দ্বিজাতির ধনহরণ করিয়া গোপন করিলে বধদণ্ড পর্য্যন্ত হইতে পারে। বেদ শ্রবণ করিলে সীসা ও লাক গলাইয়া কর্ণরন্ধ্র বন্ধ করিয়া দিবে। বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিলে জিহ্বা ছেদন করিবে। বেদমন্ত্র অঙ্গে ধারণ করিলে সেই অঙ্গ ভেদ করিবে। আসন, শয়ন, বাক্য বা পথে সমান সমান ব্যবহার করিলে তাহার শতপণ দণ্ড হইবে।

শূদ্রজাতির দুর্দ্দশা সম্বন্ধে ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে আরও বহুবচন প্রদর্শন করা যাইতে পারে। বর্ত্তমান সময়ে 'শূদ্র' নামে পরিচয় দেয় এমন জাতি বাঙ্গলা দেশে বা অন্যত্রও দেখা যায় না। শূদ্রবর্ণ সর্ব্বত্রই কর্ম্মগত বিভিন্ন নাম ও শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া আছে। ধর্ম্মশাস্ত্র মতে শূদ্রের জীবিকানির্ব্বাহের উপায় দ্বিজসেবা ও শিল্পকার্য্য; বাণিজ্যেও তাহার অধিকার দৃষ্ট হয়।(৫) কেহ

(৫) "বৈশ্যঃশূদ্রঃ সদাকুর্য্যাৎ কৃষিবাণিজ্যশিল্পকান্।" ২অঃ, পরাশর।

লৌহশিল্পে রত হইয়া কর্ম্মকার নাম, কেহ কুম্ভনির্ম্মাণে রত হইয়া কুম্ভকার নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। এইরূপ অসংখ্য ব্যবসায় হইতে অসংখ্য শ্রেণীবিভাগ হইয়াছে।

বঙ্গদেশীয় বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে এবং জাতি-মালা প্রভৃতিতে এসকল জাতি বর্ণসঙ্কর শূদ্র বলিয়া উক্ত হইয়াছে। কিন্তু এইসকল বিবরণ কল্পিত ও প্রক্ষিপ্ত। এক পুস্তকের সহিত অন্য পুস্তকের কিছুমাত্র ঐক্য নাই। জাতিগুলির উৎপত্তি বিবরণও সম্পূর্ণ ভিন্ন ২ রূপ। অমরকোষে চণ্ডাল হইতে আরম্ভ করিয়া অম্বষ্ঠকরণাদি পর্য্যন্ত যাবতীয় বর্ণসঙ্কর জাতিই শূদ্র বলিয়া উক্ত হইয়াছে। (৬)

পূর্ব্বে বঙ্গদেশে বহু বৈশ্য বাস করিত, ইহা অবিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু সেই বৈশ্য জাতি এখন কোথায়? আর্য্যাবর্ত্তে বৈশ্য আছে, কিন্তু সেখানেও বৈশ্যের সংখ্যা কম। পরশুরাম ত বৈশ্য নিধন করেন নাই, তবে কেন ভারতে বৈশ্যের সংখ্যা এত কম? বহু বৈশ্য বৌদ্ধধর্ম্ম প্রভাবে সংস্কারহীন হইয়া পরে হিন্দু সমাজে শূদ্র বলিয়া গণ্য হইয়াছে। আর বঙ্গদেশে যখন বৌদ্ধ ভিক্ষু ও শ্রমণগণ মুসলমান-দিগের হস্তে নিহত হইলেন, অথবা অনেকে পূর্ব্ব ও উত্তরাভিমুখে পলায়ন করিলেন এবং ক্রমে যখন ধর্ম্মবিষয়ে সকলে ব্রাহ্মণের আনুগত্য স্বীকার করিল, তখন ব্রাহ্মণগণ ব্রাহ্মণব্যতীত আর সকল জাতিকেই শূদ্র বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। তদবধি বাঙ্গলার অনেক বৈশ্য শূদ্রবৎ হইয়া রহিয়াছে, ইহা অসম্ভব নহে।

"শূদ্রস্য দ্বিজশুশ্রূষা সর্ব্বশিল্পানি চাপ্যথ।" ১অঃ শঙ্খ।
"শূদ্রস্য সর্ব্বশিল্পানি।" ২অঃ, বিষ্ণু।
১২০। ১অঃ, যাজ্ঞবল্ক্য। ইহা পূর্ব্বেই উদ্ধৃত হইয়াছে।

(৬) শূদ্রাশ্চাবরবর্ণাশ্চ বৃষলাশ্চ জঘন্যজাঃ।
আচণ্ডালাত্তু সঙ্কীর্ণা অম্বষ্ঠ করণাদয়ঃ॥ অমর, শূদ্রবর্গ।

পরিদর্শন।

কায়স্থ ক্ষত্রিয়বর্ণ।

দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় ব্যবস্থাদর্পণের প্রথম পেরার বঙ্গানুবাদ দেওয়া হয় নাই। নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল ঃ—

"ব্যোমসংহিতা ও বিজ্ঞানতন্ত্র, নারদ, যাজ্ঞবল্ক্য, যম, বৃহস্পতি ও ব্যাস সংহিতা, কালপ্রবাহ, স্কন্দপুরাণ, পদ্ম পুরাণ ও ভবিষ্যপুরাণ এবং মিতাক্ষরা, বীরমিত্রোদয় প্রভৃতি হইতে দেখা যায় যে কায়স্থেরা ক্ষত্রিয় জাতির শাখা ছিল। অন্য ক্ষত্রিয় হইতে তাহাদের এইমাত্র পার্থক্য যে তাহাদের ব্যবসায় যুদ্ধাদি নহে, আয়ব্যয়নিরূপণ ও লেখকতাই তাহাদের কার্য্য। প্রতিপোষক শাস্ত্রীয়প্রমাণ নিম্নে দেওয়া হইল।"

অন্য পৌরাণিক প্রমাণ প্রসঙ্গে 'পদ্মপুরাণ' সৃষ্টিখণ্ডের নিম্নোক্ত শ্লোক কায়স্থোৎপত্তির প্রমাণ রূপে গৃহীত হইতে পারে ঃ—

'ততোঽভিধ্যায়ত স্তস্য জজ্ঞিরে মানসীঃ প্রজাঃ।
তচ্ছরীরসমুৎপন্নৈঃ কায়স্থৈঃ করণৈঃ সহ॥
ক্ষেত্রজ্ঞাঃ সমবর্ত্তন্ত গাত্রেভ্যস্তস্য ধীমতঃ। ৩ অঃ।

মানসীঃ প্রজাঃ=মরীচি, অঙ্গিরা প্রভৃতি। ক্ষেত্রজ্ঞাঃ=বৈশ্যাদি।

ভৃগুসংহিতার মতে এক বিপলের ৬০ ক্রটির প্রথম ৫ ক্রটির মধ্যে যে জন্মিবে সে ব্রাহ্মণ, ৬ হইতে ১০ ক্রটির মধ্যে যে জন্মিবে সে ক্ষত্রিয় বা কায়স্থ, ১১ হইতে ১৫ ক্রটির মধ্যে জন্মিলে বৈশ্য, ১৬ হইতে ২০ ক্রটির মধ্যে জন্মিলে শূদ্র হইবে। সুতরাং এই জ্যোতিঃশাস্ত্র মতেও কায়স্থ ক্ষত্রিয়বর্ণ। 'থিওজফিষ্ট' পত্রিকায় জ্যোতির্ব্বিদ্ রামপ্রসাদ লিখিত প্রবন্ধ (Theosophist, Vol. XI. P. 368) এবং 'কায়স্থের বর্ণনির্ণয়' ৬৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বিদ্যাসাগরমহাশয় বৈদ্যকে শূদ্র জাতি বলিয়াছেন। চিকিৎসাজীবী অম্বষ্ঠের কথা মনুসংহিতায়, বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণে, বা অমরকোষে যেরূপ উক্ত হইয়াছে ; ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে বা মহাভারতে "বৈদ্যের" উৎপত্তি যেরূপ লিখিত হইয়াছে, এবং মহাভারতে চিকিৎসারূপ নিন্দিত বৃত্তি হেতু স্বর্গবৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয় দেবগণের মধ্যে শূদ্র বলিয়া যেরূপ নিন্দিত হইয়াছেন, তাহা হইতেই বিদ্যাসাগর মহাশয় বৈদ্যের শূদ্রত্ব অবধারণ করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস বঙ্গীয় বৈদ্যজাতি শাস্ত্রোক্ত 'অম্বষ্ঠ' বা 'বৈদ্য' নহেন, তাঁহারা তদপেক্ষা উচ্চতর জাতি। শাস্ত্রোক্ত অম্বষ্ঠ জাতি দাক্ষিণাত্যে বাস করিতেছে, তাহারা চিকিৎসা, ক্ষৌরকার্য্য ও অন্যান্য হীনকার্য্যদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে এবং সমাজে হীন জাতি বলিয়াই গণ্য হইয়া থাকে। ইহা খুব সম্ভব যে সেন, দাস, দত্ত, গুপ্ত প্রভৃতি পদ্ধতিবিশিষ্ট যে সকল কায়স্থ চিকিৎসাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন তাঁহারাই ব্যবসায়ের ভিন্নতা হেতু লেখনীজীবী কায়স্থসমাজ হইতে ক্রমশঃ পৃথক্ হইয়া বাঙ্গলার বৈদ্যজাতি গঠন করিয়াছেন।

অশৌচতত্ত্ব।

উশনঃ সংহিতা ৬ অঃ, ৫৫-৬০ শ্লোকে দাস দাসী প্রভৃতির সদ্যঃ শৌচ উক্ত হইয়াছে। শঙ্খস্মৃতির ৪ অঃ, ১২ শ্লোকে ত্রয়োদশাহে সপিণ্ডীকরণের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। নির্ণয়সিন্ধুধৃত ব্যাঘ্র স্মৃতির বাক্যও গরুড় পুরাণীয় বাক্যের অনুরূপ।

৭৬ পৃষ্ঠার শেষভাগে 'পিতৃলোক' স্থলে 'পিতামাতা' শব্দ প্রয়োগ করিলেই ভাল হইত। পিতৃলোক বলিতে আজ্যপাদি পিতৃগণকে বুঝায়।

প্রায়শ্চিত্ত।

পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত জয়চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয় 'ব্রাত্যকায়স্থ-চন্দ্রিকা' নামে একখানা পুস্তক লিখিয়াছেন। তাহাতে তিনি শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে দ্বিজাতি ব্রাত্য হইলে পতিত এবং অতিশয় নিন্দিত হয়। যাহারা তমোগুণ প্রভাবে চরিত্রহীন হইয়া সাবিত্রী ত্যাগ করে তাহারাই ঐসকল শাস্ত্রবচনের লক্ষ্য। কোন দেশব্যাপী বিপ্লবে সংস্কার লোপ হইলে কে কাহাকে পতিত বলিবে? পরন্তু স্বয়ং বুদ্ধরূপী বিষ্ণু কর্ত্তৃক প্রচারিত ধর্ম্মমত অনুসরণ করিয়া যাহারা বৈদিক সংস্কার ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহারা পতিত হইতে পারেন না।

মহাভারতে দ্রোণপর্ব্বের ১৪১ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ এবং বৃষ্ণি ও অন্ধক বংশীয়গণ সকলেই ব্রাত্যক্ষত্রিয় বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। কিন্তু তৎকালে ক্ষত্রিয় সমাজে যদুবংশ নগণ্য ছিলনা, শ্রীকৃষ্ণ হইতেও মানার্হ কেহ ছিলেন না। সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয় কি শ্রীকৃষ্ণকে পতিত বলিবেন? মহারাষ্ট্র ইতিহাস হইতে জানাযায় যে কাশীর বিখ্যাত পণ্ডিত গাগাভট্ট ছত্রপতি শিবাজিকে ব্রাত্যতার প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া উপনয়নসংস্কারপূর্ব্বক রায়গড়ে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়াছিলেন।

ভাগবত দশমস্কন্ধে ৪৫ অধ্যায়ে উক্ত আছে যে শ্রীকৃষ্ণ কংসকে নিধন করিয়া মাতাপিতার কারামোচন এবং মাতামহ উগ্রসেনকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলে বসুদেব গর্গাচার্য্যকে আনাইয়া শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের উপনয়ন সংস্কার করাইয়াছিলেন, এবং তৎপর তাঁহারা অবন্তীপুরে সান্দীপনি মুনির আশ্রমে যাইয়া বেদাভ্যাস করেন। এস্থলে মহাভারতের সহিত অনৈক্য হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণের উপনয়ন সংস্কার হইলেও বৃষ্ণিবংশীয়গণ যে সাধারণতঃ ব্রাত্য ছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ ব্রাত্যবংশোদ্ভব ছিলেন, মহাভারত বিশ্বাস করিলে তাহা স্বীকার করিতে হইবে।

পাত্রবিচার।

মনুসংহিতার তৃতীয় অধ্যায়ের ১৩৩ শ্লোক অনবধানতাবশতঃ উদ্ধৃত হয় নাই।— যাবতো গ্রসতে গ্রাসান্ হব্যকব্যেষ্বমন্ত্রবিৎ।
তাবতো গ্রসতে প্রেত্য দীপ্তশূলর্ষ্ট্যয়ো গুড়ান্॥ অর্থাৎ শ্রাদ্ধে অবেদবিদ্ ব্রাহ্মণ হব্যকব্য যে কয়টী গ্রাস ভোজন করে, শ্রাদ্ধ কর্ত্তাকে মরিলে পর ততগুলি জ্বলিত লৌহপিণ্ড ভোজন করিতে হয়।

বেদানভিজ্ঞ ব্রাহ্মণকে দানাদি করা কিরূপ নিষ্ফল তদ্বিষয়ে পাঠকগণ পরাশর সংহিতা ৮ অধ্যায়ে ২৩,২৪,২৫ শ্লোক, উশনঃসংহিতা ৪। ১১৭, ১১৮ শ্লোক, বৃহস্পতি ৫৬-৬১ শ্লোক, শান্তিপর্ব্বে ৬৩। ৪,৫,৬ শ্লোক— প্রভৃতিও দেখিতে পারেন। মনুসংহিতার তৃতীয় অধ্যায়ের ১৪২—১৬৮ শ্লোকে এবং উশনঃ সংহিতার চতুর্থ অধ্যায়ে ২২—৩৬ শ্লোকে শ্রাদ্ধে বর্জ্জনীয় ব্রাহ্মণের লক্ষণ সবিশেষ উক্ত হইয়াছে। উশনঃসংহিতাতেও ৫। ২৪.২৫ ২৬ শ্লোকে অধিক ব্রাহ্মণ ভোজন নিষিদ্ধ হইয়াছে।

রঘুনন্দন।

৯৭ পৃষ্ঠায় বাঙ্গলায় বৌদ্ধধর্ম্মপ্রভাবের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। ১৩০০ শত বৎসর পূর্ব্বে হিউয়েণ সিয়াং পুণ্ড্রবর্দ্ধন, সমতট, তাম্রলিপ্ত ও কর্ণসুবর্ণে বৌদ্ধস্তূপ এবং এই সকল নগরেই বহু বৌদ্ধ ভিক্ষু ও শ্রমণ দেখিয়াছিলেন। চন্দ্রদ্বীপের রাজা ত্রৈলোক্যচন্দ্র দেব, শ্রীচন্দ্রদেব প্রভৃতি বৌদ্ধ ছিলেন। খড়গবংশীয় রাজগণও বৌদ্ধ ছিলেন। বঙ্গে বৌদ্ধ ধর্ম্ম কিরূপ প্রবল হইয়াছিল তাহা এইসকল প্রমাণ হইতে নিঃসন্দেহরূপে জানা যায়।

"শিবদত্তপ্রপৌত্রী" ইত্যাদি হরিশর্ম্মধৃত আশ্বলায়নগৃহ্য-পরিশিষ্টের বাক্য রঘুনন্দন উদ্ধার করিয়াছেন। এস্থলে তর্ক হইতে পারে যে শিবদত্ত, বিষ্ণুমিত্র প্রভৃতি নাম ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণেরই

হইতে পারে, দত্ত ও মিত্র বংশপদ্ধতি নহে, নামের অংশমাত্র। কিন্তু এইরূপ নামের অংশ হইতেই কায়স্থদের বংশপদ্ধতি হইয়াছে। আমরা কুলগ্রন্থাদিতেও 'ভাস্করদত্ত পুত্র শিবদত্ত পুত্র শঙ্করদত্ত', 'তপন গুহ পুত্র কেশবগুহ পুত্র ব্যাস গুহ', 'কৃষ্ণবসু পুত্র ভববসু পুত্র হংসবসু পুত্র মুক্তিবসু'—ইত্যাদিরূপ নাম দেখিতে পাই। উদ্ধৃত বাক্যে বরপক্ষে চারিটী নামেই 'মিত্র' শব্দ এবং কন্যাপক্ষে চারিটী নামেই 'দত্ত' শব্দ রহিয়াছে। সুতরাং এই মিত্র ও দত্ত শব্দকে বংশোপাধিরূপে গ্রহণ করা যুক্তিহীন নহে। আবার ইহার পরেই রঘুনন্দন বসুঘোষাদি পদ্ধতিযুক্ত নাম ব্যবহারের আদেশ করিয়াছেন। হরিশর্ম্মধৃত বাক্য অনুসরণ করিয়াই যে রঘুনন্দন পদ্ধতিযুক্ত নাম ব্যবহারের ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে।

বাঙ্গলায় কায়স্থপ্রভাব। (১২৯ পৃষ্ঠা)

গৌড়েশ্বর ধর্ম্মনারায়ণ কে? তৎকালে [illegible] ধর্ম্মনারায়ণ নামে কোন রাজা ছিলেন কিনা, অথবা সেনবংশের শেষ রাজা নৌজা বা নারায়ণই ধর্ম্মনারায়ণনামে উক্ত হইয়াছেন, তাহা অনুসন্ধান করা আবশ্যক। তাহা নির্ণীত হইলেই চণ্ডীবর প্রমুখ সপ্তকায়স্থ কান্যকুব্জ হইতে কামরূপে আসিয়াছিলেন, অথবা তাঁহারা কান্যকুব্জা-গত বঙ্গীয় কায়স্থগণের বংশধর, তাহাও স্থির হইবে।

কায়স্থসমাজের সংস্কার।

পূর্ব্বকালে বিবাহার্থে কন্যাই লোকে ক্রয় করিত। কন্যা-বিক্রয়কারীই শুক্রবিক্রয়ী বলিয়া শাস্ত্রে নিন্দিত হইয়াছে। বর্ত্তমান কালের 'পুত্রবিক্রয়ের' প্রথা তখন ছিলনা, কাজেই শাস্ত্রে তাহার উল্লেখ দৃষ্ট হয় না।

বরপণের অত্যাচারে যদি সমাজ হইতে কন্যাদায় উঠিয়া যায়, মাতাপিতা কন্যাকে পাত্রস্থা করার চেষ্টা যদি অগত্যা ত্যাগ

করেন, তাহা হইলে বরপণ উঠিয়া যাইবে, কিন্তু সমাজের অশেষ অকল্যাণ হইবে। ইয়োরোপ ও আমেরিকার নরনারী সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা যাহারা পর্য্যালোচনা করিয়াছেন, তাহারাই সেই অকল্যাণ কিরূপ ভয়াবহ তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

কোন কোন অবস্থায় অর্থগ্রহণের পক্ষেও দুই একটী কথা বলিবার আছে। (১) অনেক নিঃস্ব বালক বিবাহ করিয়া শ্বশুরের অর্থে লেখাপড়া শিখে। সমাজ এইরূপ বালকগণের শিক্ষার ভার গ্রহণ না করিলে তাহারা শ্বশুরের অর্থেই লেখাপড়া শিখিবে, তাহাতে বাধা দেওয়া যাইতে পারে না। (২) কন্যা কুরূপা হইলে তাহাকে পাত্রস্থা করার উপায় কি? বিনা অর্থে কুরূপা কন্যা কে গ্রহণ করিবে? (৩) যাহারা শ্রেষ্ঠতর বংশে ক্রিয়াকরিয়া সমাজে প্রতিষ্ঠাপন্ন হইতে চাহেন, তাহারা কি করিবেন? যাহারা সামাজিক মর্য্যাদায় বড় তাহারা মর্য্যাদা না পাইলে নিম্নতর ঘরে ক্রিয়া করিবেন কেন? (৪) প্রাচীনকালে বিদ্যা উপার্জ্জন ব্যয়সাধ্য ছিলনা, কিন্তু এখন ঋণ করিয়াও পুত্রগণকে শিক্ষা দিতে হয়। তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে উচ্চ পরীক্ষা পাশকরে সকলে তাহার সহিতই কন্যার বিবাহ দিতে চাহে। সকলেই গ্রাডুয়েট্ বরের জন্য ব্যস্ত। এরূপ অবস্থায় যে ঋণ করিয়া ছেলে মানুষ করিয়াছে, তাহারপক্ষে অর্থের প্রলোভন অতিক্রম করা সহজ নহে। সমাজহিতৈষী সংস্কারকগণের এই সকল অবস্থাও চিন্তাকরিতে হইবে।

শুদ্ধিপত্র।

মুদ্রাকরপ্রমাদ অনেকস্থলে দৃষ্ট হইবে। 'প্রুফ' সংশোধনকারী অনেক স্থলে য ও ষ এবং ু ও ূ কারের প্রভেদ বুঝিতে পারেন নাই। নিম্নে অশুদ্ধ স্থলসমূহের পৃষ্ঠাঙ্ক, ছত্রসংখ্যা ও শুদ্ধপাঠ প্রদত্ত হইল।

২পৃষ্ঠা ৩ছত্রে ৻৫. হইবে, ৮।৯ ছত্রে ৻৫. হইবে, ১০।৩—সর্ব্বানে-বাতুরান্, ১২।৮—গ্রন্থকার, ১৫।১৬—পূজকাঃ, ২৮।৭—যুক্তা, ৩০।১৩—স্ফুটপ্রত্যয়কারকম্, ৩৪।১৬—আবিষ্কৃত, ৩৭।১৩—অচ্যুত, ৩৮।৫—বাস্তব্য, ৪১।১৮—ধুর্ত্ততার, ৪৪।১৫—পৌণ্ড্রবর্দ্ধন, ৪৯।১৪—বার লক্ষ, ৫৯।৪—পুরস্কারেণ, ৬০।১০—সম্বন্ধে, ৬৩।৫—পীতাম্বর, ৬৫।১—উড়ি-

স্থাতে, ৬৯।৫—সুমহান্তি, ৬৯।১১—ক্ষত্রিয়স্ত, ৭০।১৪—ছদ্মযুদ্ধং, ৭০।২০—দ্বাদশাহেন, ৭১।২৫—আহুতি, ৭৩।৩—আয়ুঃ, ৭৪।১৪—যুদ্ধের, ৭৫।১৩—ভয়াবহ, ৭৬।১২—সঙ্কোচ, ৭৭।২৩—বায়ুভূত, ৭৭।২৫—পিণ্ড ৮০।১৬—তদ্রূপ, ৮৫।২—স্মার্ত্ত, ৮৭।৫—ভুঞ্জতে, ৯২।১৯—দৌবারিক, ৯৭।১—সংস্কারহীন, ১০০।১৮—উল্লেখ করিয়াছেন, ১০১।১৫—স্মৃতাঃ, ১০৭।৮—তজ্জন্য, ১০৯।৮—উৎকর্ষ, ১১১।১০—ব্রাহ্মণ, ১১৩।৭—চূড়ামণি, ১১৭।১০—গুরুদিগের, ১২৬।২—যামদগ্ন্য, ১২৮।১৮,২০—৯৫০, ১৫০।১—সেনবংশ, ১৫১।৯—সুবর্ণগ্রামে, ১৬০।১২—দানশীলো।

১২৭।২ ছত্রে 'শূরবংশ, পালবংশ, সেনবংশ' এইরূপ পাঠ হইবে। প্রায়শ্চিত্ত অধ্যায়ে যে কয়টী শ্লোকে শাস্ত্রের নাম উক্ত হয় নাই, তাহা স্মার্ত্ত ধৃত বচন।

অনবধানতা বশতঃ কোন কোন স্থলে অন্য পুস্তক বা প্রবন্ধলেখকের ঋণ স্বীকার করা হয় নাই। নিম্নে তাহা উল্লিখিত হইল।

৩১ পৃষ্ঠায় 'রাজসাক্ষী' সম্বন্ধে যে প্রমাণ প্রদত্ত হইয়াছে তাহা শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র সেন বর্ম্ম বি, এল্ মহাশয়ের 'কায়স্থতত্ত্ব বিচার' নামক পুস্তকে প্রথমে দেখিয়াছি। ৯৯ পৃষ্ঠায় 'রাঢ়ীয়-বারেন্দ্রদোষকারিকার' শ্লোকও উক্ত পুস্তক হইতে গৃহীত হইয়াছে। প্রায় তিনবৎসর হইল শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ ঘোষচৌধুরী দেববর্ম্ম মহাশয়ের 'অশৌচতত্ত্ব' পাঠ করিয়া তদ্বিষয়ে অনেক অনুসন্ধান করিয়াছি। ১১৯ পৃষ্ঠায় ক্ষত্রিয় রাজা সূর্য্যধ্বজ ও চেদিরাজ বসুর বিষয়ে যে প্রমাণ উক্ত হইয়াছে, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রি মহাশয় 'কায়স্থতর্কসমাধান' নামক পুস্তকে প্রথমে তাহার অবতারণা করেন। ১২৯ পৃষ্ঠার শঙ্করদেব সম্বন্ধীয় বৃত্তান্তের বহুলাংশ শ্রীযুক্ত কেদারনাথ ঘোষ বর্ম্ম মহাশয়ের ১৩২১ সনের জ্যৈষ্ঠসংখ্যার "কায়স্থ পত্রিকা"তে লিখিত প্রবন্ধ হইতে গৃহীত।

এতদ্ব্যতীত শ্রীযুক্ত জয়চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয়ের "ব্রাত্যকায়স্থ-চন্দ্রিকা" হইতে শাস্ত্রতত্ত্বানুসন্ধানে অনেক সহায়তা পাইয়াছি।

সমাপ্ত।

অবতরণিকা ও অন্যান্য অধ্যায়ে আরও কয়টি মুদ্রাকরপ্রমাদ ধরা পড়িয়াছে। তাহা এস্থলে সংশোধিত হইল :—

গ।৭ ছত্রের পর— 'বশিষ্ঠের পুত্র শক্তি ও বামদেব, শক্তি পুত্র পরাশর,তৎপুত্র কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস।"—এই বাক্যটি মুদ্রিত হয নাই। ঘ।১০—পজন্য। চ।১৮—সম্বিৎপাণি। জ।২৩ পাদটীকাচিহ্ন (১৩) মুদ্রিত হয় নাই। ঝ।১০ ছত্রে পাদটীকাচিহ্ন (১৩) স্থলে (১৪) হইবে।

৫।৬—শৃণু। ৬।১২ ছত্রের পাদটীকা চিহ্ন (১). ৭।৭ ছত্রের অন্তে বসিবে। ৭।৮—অসবর্ণ। ১৫।২৩—ধনুষ্কাণের। ১৭।১—দেবায়ে। ১৮।৫—জঘনঃ। ১৯।১—ত্বদ্। ২৪।৫ নির্ভর্ত্সয়তি। ২৪।২০—শ্রূয়তাং। ২৫।১৩—সম্মানিত। ৩১।২০—পশ্যন্তি। ৩৭।১৯—কেদাররূপধারী। ৩৮।১৬—ব্যাকরণ। ৪১।৩—সান্ত্বনার। ৪১।১৬—মারকঃ। ৪১।২০—প্রায়শঃ। ৫৩।৪—সম্মিলনের। ৫৭।১৪—পরিষ্কার। ৬৫।২—জন্মে। ৬৫।১২—হয়। ৬৭।২২—তথৈব। ৬৯।৮—ভরতঃ। ৭০।২—সুবর্ণং। ৮০।৮—পর্য্যন্তও। ৯৭।৪—শ্রেষ্ঠ। ৯৮।১৬—শূদ্রত্ব। ১০১।২৫—কায়স্থদের। ১০৬।১—পিনাকপাণি। ১১২।২০—চন্দ্রভানু। ১১৬।২৬—গোপাল বসু। ১২৯।৭—কামরূপে। ১২৯।২১—রতিকান্ত। ১৪৪. ৪৫, ৪৬—অদ্ভুত। ১৮০।১৩—ম্রিয়তে।

বৈষ্ণবসাহিত্যে কায়স্থ।

১৫২২ শকে শ্রীখণ্ডবাসী "অম্বষ্ঠকুল"-জাত শ্রীমন্নিত্যানন্দ দাস "প্রেমবিলাস" নামক প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব ইতিহাস প্রণয়ন করেন। এই পুস্তকের ২৪তি বিলাসে আদিশূর ও মকরন্দাদি পঞ্চকায়স্থ ক্ষত্রিয় বলিয়া উক্ত হইয়াছেন।—

"আদিশূরো মহারাজঃ ক্ষত্রকুলাবতংশকঃ।
কান্যকুব্জাৎ পঞ্চবিপ্রানানিনায় স্বরাজ্যকং।

পঞ্চঋষির সঙ্গে দিলা ভৃত্য পঞ্চজন। পঞ্চঋষির রক্ষা সেবা করিবার কারণ॥** যোদ্ধৃবেশধারী এই পঞ্চ ভৃত্য হন ক্ষত্র॥ ক্ষত্রিয় কায়স্থ এই ভৃত্য পঞ্চজন। পঞ্চ ঋষির সঙ্গে গৌড়ে করিল গমন।"

৩১৪ বৎসর পূর্ব্বেও যে বাঙ্গলার কায়স্থগণ ক্ষত্রিয় বলিয়া বিদিত ছিলেন তদ্বিষয়ে ইহা নিঃসন্দেহ প্রমাণ। কায়স্থদিগের ভূদেবগণের প্রতি বিনয়প্রকাশক পরিচয় বাক্যগুলি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া 'কায়স্থগণ ব্রাহ্মণদিগের ভৃত্যরূপে আসিয়াছিলেন' এইরূপ প্রবাদের সৃষ্টি করিয়াছিল। বৈষ্ণব কবি তাহারই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন।